উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,৬২৬.২৩ (-৩৮৭.৭৩)
নিফটি : ২৫,৩২৭.০৫ (-৯৬.৫৫)

সুর নরম ট্রাম্পের
শুক্রবার লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে। তাঁর কথায়, 'আমি ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ।' » ৯

চাপ দিতেন মুকুল-পার্থ!
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মুকুল রায় বেআইনি নিয়োগের জন্য চাপ দিতেন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে দাবি করলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

রাহুলের জেন জেড বার্তায় তোপ পদ্মের » ৯

৩ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 September 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 124

জীবন যখন জলবন্দি। ট্র্যাক্টর ও নৌকায় চেপে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। ভূতনিতে শুক্রবার।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই পরীক্ষা

বস্তা সরতেই ভূতনির জল ফুলহরে

আজাদ

মানিকচক, ১৯ সেপ্টেম্বর : কেউ নৌকায়, কেউ আবার ট্র্যাক্টরে। ওরা পথ চলছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ওরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বন্যাবিধ্বস্ত ভূতনির এই ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। শিউরে ওঠা ছবি দেখে পরীক্ষার্থীদের জীবনকে গুরুত্ব দিয়ে কেন বিকল্প ব্যবস্থা করল না প্রশাসন, যথারীতি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে শিক্ষক মহল। প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরাও। একের পর এক এলাকা গঙ্গা-ফুলহরের জলে প্লাবিত হওয়ায়, কিছুদিন আগে মানিকচক কলেজে পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। এমনকি কলেজ হস্টেলে পরীক্ষার্থীদের রাখার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। যে কারণেই এমন নানান প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে সেচ দপ্তরের কাজ ও ভূমিকা নিয়েও। পুজোর আগে কি বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, দুই নদীতে চোখ রেখে বোঝার চেষ্টা করছে ভূতনি।

গঙ্গা ও ফুলহরের ফলায় দফায় দফায় প্লাবিত ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা। ইতিমধ্যে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহভাগ এলাকা জলের তলায়। জলের নীচে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, হাসপাতাল, থানা- সমস্ত কিছুই। ৭৫টি প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি ৬টি হাইস্কুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য পঠনপাঠন বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা তো বন্ধ রাখা যায় না, তাই চলছে পরীক্ষা। কিন্তু শুক্রবার সংস্কৃত ও গণিত পরীক্ষা দিতে যাওয়া পড়ুয়াদের পরিস্থিতি দেখে সিংহভাগ মানুষই আঁতকে উঠেছেন। পরীক্ষাকেন্দ্র বদলের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা কার্যকর কেন করা হল না, প্রশ্ন উঠেছে। এর পিছনে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঔদ্ধত্য দেখছেন অনেকেই। মানিকচক শিক্ষা নিকেতনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জ্যোতিভূষণ পাঠক বলছেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দেখে সত্যিই ভয়ে শিউরে উঠেছি। এই ছবি চরম লজ্জার। মানিকচক কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত হলেও, কেন তা বাস্তবায়িত হল না? আসলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটির চরম ঔদ্ধত্যের শিকার ছাত্রছাত্রীরা।' তবে মালদা জেলা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আশিস সিনহার দাবি, 'প্রশাসনিক তৎপরতায় নির্বিঘ্নে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দলের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছে পরীক্ষার্থীরা, সমাজমাধ্যমের কটাক্ষ চললেও মানতে নারাজ তিনি।

এদিকে, শুক্রবার ভূতনির দক্ষিণ চণ্ডীপুরের কাটা বাঁধ থেকে বালির বস্তা সরানো শুরু হতেই ভূতনির বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে জল নামা শুরু হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

'স্বাদে-গন্ধে' ভেদ নেই পদ্ম-ঘাসফুলে

গৌতম সরকার

রাজনীতি বড় কঠিন ঠাঁই হে! টের পাচ্ছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। যিনি মুখ খুললেই আলটপকা মন্তব্য। সদ্য নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে হড়পা, ধসের বিপর্যয় দেখতে গিয়েও তাই হল। কুলু-মানালির দুর্গতরা খানিক বিক্ষোভ, খানিক অনুযোগ করেছিলেন। তাঁদের দুর্দশা শুনতে শুনতে কঙ্গনা বেমক্কা বলে বসলেন, 'আমার কষ্টটাও ভেবে দেখুন আপনারা।' কী কষ্ট তাঁর? ওই এলাকায় তাঁর রেস্তোরাঁয় নাকি এই পরিস্থিতিতে একদিনে মাত্র ৫০ টাকা বিক্রি হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

জীবনের সুর স্তব্ধ জুবিনের

ছোট মাছের চচ্চড়ি ছিল বড় প্রিয়

মানিক সরকার

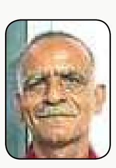

'শচীন তেণ্ডুলকার কোচবিহারে খেলতে এলে কি এখানকার ব্যাট দিয়ে খেলবে? নিশ্চয় না, সঙ্গে নিয়ে আসবে নিজের ব্যাট। নিজের ব্যাটেই খেলবে। মানিক আমার নিজস্ব ব্যাট। ও সাউন্ডে না বসলে আমি গাইব না। সমস্ত টাকা আপনাদের ফেরত দিয়ে দেব।'

-মানিক, শো ফ্লপ হবে না তো?

অভয় পেয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। চারটা গানের পর গুয়াহাটির নেহরু স্টেডিয়ামের স্টেজে আমাকে তুলে পরিচয় করিয়ে দিলেন দর্শক-শ্রোতাদের সঙ্গে। এরপর সময় যত গড়িয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে শ্রোতা। অনুষ্ঠান শেষে শ্রেয়া ঘোষাল এসে আমাকে বললেন, আপনি থাকলে আমার শো ফ্লপ হত না। একই কথা কুণাল গঞ্জওয়ালার মুখেও। জানি না মজাচ্ছলে কিনা, কিন্তু দুজনই আমাকে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ক্যাকটাসের শিল্পীরা সে সময় দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে।

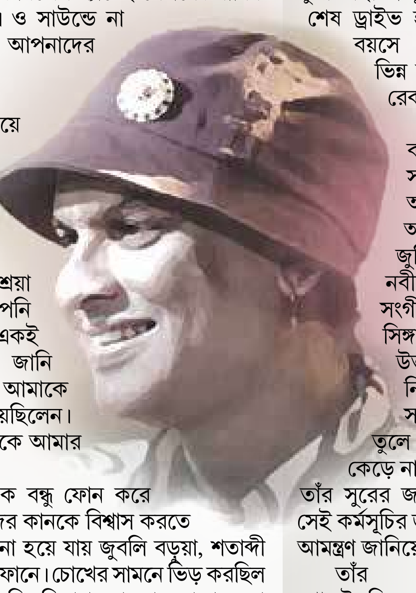

দুপুরে যখন গুয়াহাটি থেকে এক বন্ধু ফোন করে বলল, জুবিনদা আর নেই। তখন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্তটা জানা হয়ে যায় জুবলি বড়ুয়া, শতাব্দী বরাদের মতো একের পর এক শিল্পীর ফোনে। চোখের সামনে ভিড় করছিল কোচবিহার, গুয়াহাটির মতো নানান স্মৃতি। সিঙ্গাপুর যাওয়ার আগেও তো ফোনে দুজনের দীর্ঘসময় কথা হয়েছে। দুজন মিলে পরিকল্পনা করেছি অসমের বিহু উৎসবকে এবার অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায় কী করে, তা নিয়ে। জানি না এবছর জুবিনদা ছাড়া অসমে বিহুর রং ছড়াবে কীভাবে?

এরপর দশের পাতায়

স্কুবা ডাইভিংই কাড়ল প্রাণ

সিঙ্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : চিয়ার্স বলেই যেন শেষ বিদায় 'ইয়া আলি মদত আলি'র স্রষ্টার। মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা আগের শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নিজের সৃষ্টিকে উদযাপনের উদাত্ত আহ্বান ছিল। কিন্তু জীবনের 'মদতওয়ালি'র ইচ্ছা বোধহয় অন্যরকম ছিল। নাহলে কি আর সিঙ্গাপুরবাসকে উপভোগ করতে স্কুবা ডাইভিং জুবিন গর্গের জীবনের শেষ ড্রাইভ হয়! মাত্র ৫২ বছর বয়সে থেমে গেল ৪০টি ভিন্ন ভাষায় গান গাওয়ার রেকর্ডের অধিকারী।

আদতে অসমের বাসিন্দা। কিন্তু তাঁর সংগীত প্রতিভা আন্দোলিত করেছিল আসমুদ্রহিমাচলকে। জুবিন হয়ে উঠেছিলেন নবীন প্রজন্মের সংগীতচর্চার আইকন। সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব উৎসবে নিজের রাজ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে। মৃত্যু তাঁকে কেড়ে না নিলে আজ সিঙ্গাপুর তাঁর সুরের জাদুতে মোহিত হত। সেই কর্মসূচির জন্য সিঙ্গাপুরবাসীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন জুবিন।

তাঁর বৃহস্পতিবারের পোস্টে ছিল সেই আহ্বান। তিনি লিখেছিলেন, 'এই উৎসবে ভারতের উত্তর-পূর্বের শিল্প, সংস্কৃতি, কারুশিল্প, চা, পোশাক,

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন
৮
দিন পর

গেমিং আর গ্রুপ চ্যাট অ্যাপে নজর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর : নেপালের গণ্ডগোল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর গেমিং অ্যাপ সহ অন্য অ্যাপগুলির ওপর বিশেষ নজর রাখছে পুলিশ। তার জন্য সাইবার ক্রাইম থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি নজরদারির জন্য সাইবার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দল গঠন করা হয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্ত থাকায় উত্তরবঙ্গে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। নেপালে অশান্তির পরিকল্পনা এবং নিজেদের বার্তা পৌঁছে দিতে এই ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। তারপরই সক্রিয়তা বাড়ানো হয়েছে।

শুক্রবার কোচবিহারে পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আইজি

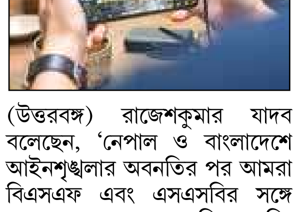

(উত্তরবঙ্গ) রাজেশকুমার যাদব বলেছেন, 'নেপাল ও বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতির পর আমরা বিএসএফ এবং এসএসবির সঙ্গে কথা বলে কড়া নজরদারি রেখেছি। গোয়েন্দা বিভাগ আরও বেশি সক্রিয় রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যাতে ভুয়ো বার্তা ছড়িয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হতে পারে সেজন্য সোশ্যাল মিডিয়া মনিটারিং টিম তৈরি করা হয়েছে।' পুলিশের অধীনে রাজ্যে ২৬টি সাইবার ক্রাইম থানা রয়েছে। তার মধ্যে কোচবিহার জেলায় একটি রয়েছে। এটি এতদিন পুলিশ সুপারের দপ্তরেই ছিল। তবে দিন-দিন সাইবার ক্রাইমের পরিমাণ বাড়তে থাকায় এবং কাজের চাপ বাড়ায় সাগরদিঘি সংলগ্ন টেম্পল স্ট্রিটে শুক্রবার থানাটি স্থানান্তরিত করা হল। সেটিরই উদ্বোধনে জেলায় এসেছিলেন আইজি এবং ডিআইজি

এরপর দশের পাতায়

পুজোর আগে স্বস্তিতে পর্যটন মহল। স্বাভাবিক হতে চলেছে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। অন্যদিকে, মেদলা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে পর্যটকদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে এক হস্তীশাবক। খোঁজ নিলেন **রাহুল মজুমদার ও পূর্ণেন্দু সরকার**।

কার্সিয়াং-মহানদী জয়রাইড আজ থেকে

শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : উৎকণ্ঠার অবসান। পুজোর আগে স্বস্তিতে পর্যটন মহল। ধস সরিয়ে শনিবার থেকেই স্বাভাবিক হতে চলেছে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের যেন অপূর্ণ আশা নিয়ে ফিরতে না হয়, সেজন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবার ব্রেক জার্নি করে এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত টয়ট্রেন, কার্সিয়াং থেকে রংটং পর্যন্ত বাসে এবং তারপর রংটং থেকে শিলিগুড়ি জংশন অবধি খেলনাগাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের।

রংটং থেকে এনজেপি'র পথে টয়ট্রেন। ছবি : সূত্রধর

কার্সিয়াং থেকে রংটংয়ের মাঝে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ধস নেমেছে। তবে বিকেলের মধ্যেই সমস্ত ধস সরিয়ে লাইন পরিষ্কার করে দেন রেলকর্মীরা। শনিবার থেকে পরিষেবা স্বাভাবিক হতে চলেছে। সেদিনই কার্সিয়াং থেকে মহানদী সানসেট জয় রাইড চালু করবে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। চালু করা হচ্ছে এনজেপি থেকে রংটং জয় রাইডটিও। সংস্থার ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আজকে নতুন করে ধস নেমেছে। আমরা ঝুঁকি নিতে চাইছি না। তাই নিজেদের তরফে বাড়তি খরচ করে ব্রেক জার্নি করানো হল রেলযাত্রীদের। শনিবার থেকে অন্য জয় রাইডগুলোও চালু করা হবে।'

দিনসাতেক আগে রংটং থেকে তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক এলাকায় ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরিষেবা বাতিল করতে বাধ্য হয় ডিএইচআর। পুজোর মুখে পরিষেবা বন্ধ থাকায় যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হয় রেল, তেমন পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিপাকে পড়তে হয়। একটানা বৃষ্টির জেরে মাঝেমধ্যেই ধস নেমে লাইনে পড়ছিল।

পর্যটকদের কথা ভেবে বৃহস্পতিবার থেকে ব্রেক জার্নি করানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল। সমস্ত ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার থেকে সরাসরি এনজেপি-দার্জিলিং পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। কার্সিয়াং থেকে মহানদী সানসেট জয় রাইডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী। খেলনাগাড়ি কার্সিয়াং থেকে ছেড়ে মহানদী পর্যন্ত যাবে। সেখানে পর্যটকরা পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ পাবেন। এরপর মহানদী থেকে পর্যটকদের নিয়ে কার্সিয়াংয়ে ফিরে যাবে টয়ট্রেন।

দুষ্টু 'মেদলা সুন্দরী'ও পর্যটকদের আকর্ষণ

জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মেদলা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে এখন পর্যটকদের 'খেলার সঙ্গী' হয়ে উঠেছে পাঁচ মাসের হস্তীশাবক 'মেদলা সুন্দরী'। নিজের খেয়ালে ক্যাম্পের এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে সে। লোকজন সামনে গেলে মাথা দিয়ে গুঁতো দিচ্ছে, আবার কখনও ধাক্কা মারছে খুদে হাতিটি। ছবি তুলতে গেলে শুঁড় দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে মোবাইল! গরুমারার মেদলা ওয়াচটাওয়ারে যাওয়ার পথে অনেক পর্যটকই শুধু মেদলা সুন্দরীর টানে ঢুঁ মারছেন মেদলা ক্যাম্পে। হস্তীশাবকটির সঙ্গে মেতে উঠছেন খুনশুটিতে। তবে খুনশুটি করতে গিয়ে পর্যটকরা যাতে সীমা না পেরিয়ে যান, সেদিকে সতর্ক নজর রাখছে বন দপ্তর।

গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের বক্তব্য, হস্তীশাবক মাত্রই দুষ্টুমি করবে। পর্যটকরা ওর সঙ্গে ছবি তুলে আনন্দ পাচ্ছেন, দুষ্টুমি করছেন। তবে সেসবের মাত্রা যাতে ছাড়িয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখছেন মাহুতরা।

রামশাইয়ে মেদলা গেটের বাঁদিকে যাদবপুর চা বাগানের ভেতর দিয়ে মেদলা ওয়াচটাওয়ারের দিকে চলে যাওয়া যায়। বন্যপ্রাণী দেখতে এই ওয়াচটাওয়ারে ওঠেন পর্যটকরা। সেখানে যাওয়ার রাস্তায় পড়ে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। ক্যাম্পে রয়েছে কুনকি রামি, ডায়না ও আমন। রামিরই শাবক হল মেদলা সুন্দরী। খুদে হাতিটির দুরন্তপনা, দুষ্টুমি পর্যটকদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আকর্ষণে টাওয়ারে যাওয়ার পথে ক্যাম্পে ঢুঁ মারছেন অনেকেই। পাঁচ মাসের শাবকটির নাম বনকর্মীরাই ভালোবেসে মেদলা সুন্দরী রেখেছেন। খুদে হাতিটিকে বেঁধে রাখা হয়নি। তাই পর্যটকরা বেড়াতে এলে তাঁদের কাছে ছুটে যায় সে।

হস্তীশাবক মেদলা সুন্দরীর সঙ্গে খুনশুটি পর্যটকের। মেদলা ক্যাম্পে।

বৃহস্পতিবার মেদলা ক্যাম্পে এসেছিলেন উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা বিশু কর্মকার। মেদলা সুন্দরীকে দেখে তিনি উৎফুল্ল। আখ খাওয়াতে গিয়ে শাবকটির গুঁতোয় পড়ে যান তিনি। এমনকি মেদলা সুন্দরী বিশুর হাত থেকে আখও কেড়ে নেয়। ছবি তুলতে গেলে হাতিটি মায়ের পেছনে লুকিয়ে পড়ছিল বারবার। বিশু জানালেন, হস্তীশাবকের খুনশুটি তাঁকে খুব আনন্দ দিয়েছে। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে সপরিবারে ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেছিলেন সঞ্জয় লাহা। তিনি মজার ছলে বললেন, 'আরে আমার নাতিও এত দুষ্টুমি করে না, যতটা মেদলা সুন্দরী করল।' ট্যুরিস্ট গাইড কৈলাস রায়ের বক্তব্য, 'মেদলা সুন্দরীর খুনশুটি ও দুষ্টুমি দেখতে অনেক পর্যটকই ভিড় জমাচ্ছেন।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এনবিএসটিসি-তে নিয়োগের আশ্বাস

টোটোয় কিউআর কোড, জানালেন মন্ত্রী

শমিদীপ দত্ত ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে কর্মীসংকট তাহলে মিটতে চলেছে! শুক্রবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর আশ্বাসের পর এমনটাই মনে করছেন নিগমের আধিকারিকরা।

এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে নিগমের উদ্যোগে বিভিন্ন বিভাগে ডিভিশনের সেরা দশজনকে পুরস্কৃত করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী। সেখানেই নিজের বক্তব্যে কর্মীসংকটের বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নেন মন্ত্রী। এরপরেই তিনি জানান, কর্মীসংকটের বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম প্রতিদিন এক লক্ষ বাহান্ন হাজার কিলোমিটার বাস পরিষেবা দিচ্ছে। প্রতিদিন এক লক্ষ কুড়ি হাজার যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে মাত্র ২৮০০ কর্মী দিয়ে এই পরিষেবা চলছে। কর্মীসংকটের সমস্যা সমাধানে আমরা বিভিন্ন বিভাগে জুনিয়ার-সিনিয়ার সহ ৮৭ জনকে নিয়োগ করতে চলেছি। এছাড়াও অস্থায়ী ৫০ জন চালক ও ৫০ জন কনডাক্টরকে নিয়োগ করা হবে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে ক্রমেই কর্মীসংকট বাড়ছে। অফিসার পদ কার্যত শূন্য হয়ে রয়েছে। শিলিগুড়ি ডিভিশনাল ম্যানেজার পদ পূরণ করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়েছে নিগমকে। নিগমের প্রতিটি ডিভিশনাল ম্যানেজার পদে থাকা কর্তারা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সেই পদের দায়িত্ব পালন করছেন। বিষয়টি নিয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের বক্তব্য, 'প্রতিমাসে ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছি। রাজ্য সরকারের তরফে চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যা নিগমের উন্নয়নমূলক কাজে লেগেছে।'

কী উদ্যোগ

- উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে বিভিন্ন বিভাগে ৮৭ জনকে নিয়োগ
- অস্থায়ীভাবে নিয়োগ ৫০ জন চালক ও ৫০ জন কনডাক্টরকে
- সব টোটোতে লাগানো হবে কিউআর কোড
- কোন রাস্তায় টোটো চলাচল করবে তার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে শীঘ্র বৈঠক করা হবে

এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এদিন পালপাড়ায় রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের আয়োজিত পথ নিরাপত্তা কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সব টোটোতে কিউআর কোড লাগানোর বিষয়টি তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'বৃহস্পতিবার ক্যাবিনেটের বৈঠক হয়েছে। লোকাল যেসব টোটো রয়েছে সেগুলিতে কিউআর কোড সংবলিত স্টিকার লাগানো হবে। কতগুলি টোটো চলছে তা চিহ্নিত করার জন্যই এই উদ্যোগ।' শিলিগুড়ি, বর্ধমান, হাওড়া, আসানসোল সহ সব বড় শহরে টোটো সংগঠন, ট্রাফিক পুলিশ, প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করে কোন কোন রাস্তা, পকেট রুট দিয়ে টোটো চলাচল করবে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা হবে। টোটো চালিয়ে যাঁরা জীবিকানির্বাহ করছেন তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্যই এই উদ্যোগ বলে মন্ত্রী জানান।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, 'দেশে প্রতিমাসে পথ দুর্ঘটনায় ৫০০ মানুষের মৃত্যু হয়। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হারে রাজ্য ১১তম স্থানে। এতে আমরা খুশি নই। একটি মৃত্যুও কাম্য নয়। এজন্য গতির লাগাম টানা হবে।'

সেবকে ধস

ওদলাবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাতভর ভারী বৃষ্টির পর শুক্রবার সকালে দেখা গেল, সেবক পাহাড়ের রাস্তায় কোথাও গাছ উপড়ে গিয়েছে, তো আবার কোথাও বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে। যার জেরে সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। যদিও সড়কটি দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনএইচ-৯ ডিভিশন কর্তৃপক্ষ দ্রুত পে লোডার দিয়ে ধস ও গাছ সরানোর কাজ শুরু করায় যাত্রীদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। ডুয়ার্সের বেশিরভাগ গাড়ি সেবক পাহাড় এড়িয়ে গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ হয়ে শিলিগুড়ি যাতায়াত করেছে।

e-Tender Notice
Office of the BDO & EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-006/2025-26 Last date of online bid submission 06/10/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO &EO, Banarhat Block

আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৬৮-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আজারায় - ১০টি বিছানাযুক্ত আরপিএফ ব্যারাক-এর নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৬৬,৫৫,৭৭৫.৫৭ টাকা; বায়নার অর্থ: ১,৩৩,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

CORRECTION

Application for NIT No-42/kck-II/2025-26 Memo No-330/kck-II PS Dated-12.09.2025 were invited by the E.O Kaliachak-II PS from the bidders. Please read the last date of bid submission is 15.10.2025 instead of 13.10.2025 upto 18:00 Hrs in advertisement published on 16th September. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kaliachak-II Panchayat Samity
Mothabari, Malda

Tender Notice

E-NIeT No:- 08(e)/CHL-II/B/2025-26, Dtd-16/09/2025 Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site **www.wbtender.gov.in** Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Devlopment Officer
Chanchal-II Devlopment Block, Malatipur, Malda

ওএইচই সংশোধন কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩৯_২৫-২৬, তারিখ: ১৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ইএল_টিআরডি_৩৯_২৫-২৬, কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএলএস-এ ডিএসডিসি-এর ওএইচই পাসেজ লঞ্চ/ফন সরানোর" সম্পর্কিত ওএইচই সংশোধন কাজ (সিডিউল-I)। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৮,৯৫,২৩৬.৮০ টাকা; বায়নার অর্থ: ২,৪৩,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড ডিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Tender Notice

e-NIT No. 21/e-Chl-I/B/2025-26 Dated-15.09.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website **www.wbtenders.gov.in.** Details may be seen in the office during office hours at the office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-I Development Block

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No WB/017/APAS-1/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01. WB/019/APAS-3/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01,02.03, WB/020/APAS-4/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01,02.03,04,05. WB/021/APAS-5/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01,02.03,04. & E-NIQ No: WB/007/NIQ/BDOKNT/25-26, Dated: 19-09-2025 work SI 01. Last date of submission of bid through online is 25-09-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://wbtenders.gov.in. from 19.09.2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

Tender Notice

e-NIT No. 21/e-Chl-I/B/2025-26 Dated-15.09.2025 Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website **www.wbtenders.gov.in.** Details may be seen in the office during office hours at the office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda in all working days.

Sd/-
Block Devlopment Officer
Chanchal-I Devlopment Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৮৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৯০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কলকাতা-সায়রং-কলকাতা এক্সপ্রেস লালাবাজার ও জামিরা স্টেশনে থামবে

যাত্রীদের সুবিধার্থে, ১৩১২৫/১৩১২৬ কলকাতা-সায়রং-কলকাতা (ত্রি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস ট্রেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লালাবাজার ও জামিরা স্টেশনে থামবে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :

১৩১২৬ সায়রং-কলকাতা (ত্রি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)		স্টেশন	১৩১২৫ কলকাতা-সায়রং (ত্রি-সাপ্তাহিক) এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	
পৌঁছবে	ছাড়বে		পৌঁছবে	ছাড়বে
০৮.৩০ ঘঃ	০৮.৩২ ঘঃ	↓ জামিরা	১৭.৫০ ঘঃ	১৭.৫২ ঘঃ
০৮.৫৮ ঘঃ	০৯.০০ ঘঃ	লালাবাজার ↑	১৭.২৩ ঘঃ	১৭.২৫ ঘঃ

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Abul Md, পিতা Shukur Ali ধর্ম মুসলিম মধ্য খাগরাবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি গত 24.6.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট [নং 11598] বলে Abul Md, Abul Mohammad ও Md Abul একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S/C)

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Vivekananda Street, Cooch Behar – 736101, West Bengal
Admission Notification for Certificate & Diploma Courses 2025

Website Link for Online Application	https://www.cbpbu.ac.in
Commencement of Online Application	22.09.2025
Last date of Online Application	09.10.2025

Sd/-
Registrar (Addl. Charge)
Ref. No.: F194.V5/REG/1534-25
Date: 19.09.2025

যথাযোগ্য স্থানে প্রযোজ্য

শ্রী বিমান দাসগুপ্ত, পিতা- মৃত শান্তি রঞ্জন দাসগুপ্ত, ব্যাঙচাতরা রোড, তল্লিতলা বাই লেন, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার, কোচবিহারের বাসিন্দা, গুড়িয়াহাটি মৌজায়, J.L. No. 126 এ। -৭২৩০/২০০৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে প্রবীর দাসগুপ্তের নিকট হইতে L.R. ২৩৮১ দাগে ০.৮২ শতক জমি ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে দান করিয়াছে এবং MN/২০২৫/০৮০১/১৩৩৫৪ Mutation Case মূলে কোচবিহার- I নং B.L.R.O Office এ রেকর্ড এর জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে কোচবিহার- I নং B.L.R.O Office এ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

Kumardip Mukherjee (Advocate)
Cooch Behar
18/09/2025

অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রী অরুণ কুমার বর্মন, আমার D.L.এ পিতার নাম ভুল থাকায় গত 18/09/25 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম জগদানন্দ বর্মন করা হল। (C/117489)

I, Sadhan Debnath, S/o- Late Harinarayan Debnath, of Vill- Jharbaragila, Po :- Panbari, PS -:- Maynaguri, Dt :- Jalpaiguri vide affidavit before Notary Jalpaiguri 18/09/2025 have changed my name from Sadhan Kumar Debnath, & Debnath Sadhan to Sadhan Debnath. Hence forth I shall be know as Sadhan Debnath. (C/117487)

By affidavit EM -Mal on 08/08/25 I Susmita Kundu Pal declare that, Susmita Pal & Susmita Kundu Pal is same & Identical Person. (C/117996)

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল লিপিবদ্ধ হওয়ায় ১১.৯.২৫ তাং অ্যাফিডেভিট নং 3094 দ্বারা জে.এম ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট জলপাইগুড়ি তে ঘোষণা করি যে Roni Sarkar ও Rane Sarkar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117491)

টিউশন

প্রাইমারি WB TET Exam এর জন্য শিক্ষক চাই, বাড়িতে পড়াতে হবে। শিলিগুড়ি। (M) 8116743501. (C/117998)

শিলিগুড়ি কলেজ

প্লাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৩শে সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) ২০২৫ সকাল ৮টায় কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সকল প্রাক্তনী, প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবন্ধু, বর্তমান ছাত্রছাত্রী এবং সকল শিলিগুড়িবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি কলেজ

Central Bank of India

The details of the same are under :-

Sr. No.	Works	The deadline for submission of tender and Place	Contact Number for bidders
01.	Searching of alternate premises of 04 branches named Deokhata Netaji Bazar, Turturi, Hatipota, & Umacharanpur.	13.10.2025 upto 5 PM at Regional Office, Coochbehar	9304906885 (Mr.Santosh Kumar)
02.	Furnishing work (Furniture, Electrical, & Data cabling) at Central Bank of India, Sitalkuchi Branch under our Coochbehar Region.	13.10.2025 upto 3 PM through online mode.	6289216801 (Mr.Aranya Biswas)

The final date for submission will be fixed on 13.10.2025
The said information and required documents are available in our bank's website : http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender & https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/

Sd/- Subhash Rao, Chief Manager (RPC), Alternate-BSD, Regional Office Coochbehar

আজ টিভিতে

আগামীকাল মহালয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

অকাল বোধন ভোর ৫.০০ **সান বাংলা**

জাগো মা দুর্গা ভোর ৫.০০ **জি বাংলা**

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ভোর ৫.০০ **স্টার জলসা**

অকাল বোধন সকাল ১০.০০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কর্তব্য, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ আই লভ ইউ, রাত ১০.১৫ ক্রিমিনাল
জি বাংলা সোনার : দুপুর ১২.০০ অভিমান, বিকেল ৩.০০ বহুরূপী, রাত ৯.০০ চালচিত্র, ১১.৩০ বসু পরিবার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এবং তুমি আর আমি, সন্ধে ৭.৩০ লাল কুঠি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব

আওয়াধি মাটন রান্না শেখাবেন গার্গী ঘোষ। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

পুজোর সবচেয়ে বড় জলসা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। বৃষ : কোনও বিষয় নিয়ে অযথা হয়রানির আশঙ্কা। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। মিথুন : আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ তার কাজ হাসিল করতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। কর্কট : নিজের শরীর নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। অতি আকাঙ্ক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। সিংহ : নতুন কাজের সুযোগ মেলায় স্বস্তি। হারানো দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। কন্যা : কোনও প্রয়োজনীয় দ্রব্য হারাতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। তুলা : সারাদিন অবসাদে কাটবে। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় সাফল্য। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। বৃশ্চিক : সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। বিদ্যুৎ ও আগুন ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। ধনু : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হলেও অতিরিক্ত নিতে যাবেন না। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। পেটের রোগে ভোগান্তি। মকর : পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রেমের জটিলতা কাটবে। কুম্ভ : নতুন জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। কন্যার চাকুরিপ্রাপ্তির সংবাদে আনন্দ। মীন : বাড়ির প্রতিটি সদস্য আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নাও নিতে পারে। একাধিক উপায়ে উপার্জনের সুযোগ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ ভাদ্র, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন বদি, ২৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৪। শনিবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ১১।৫৪। মাঘনক্ষত্র দিবা ৯।১৯। সাধ্যযোগ রাত্রি ১০।৪। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৫৫ গতে শকুনিকরণ রাত্রি ১১।৫৪ গতে চতুষ্পাদকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৯।১৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ১১।৫৪ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৫৯ মধ্যে ও ১।২ গতে ২।৩৩ মধ্যে ও ৪।৪ গতে ৫। ৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ৩।৫৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৪৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ। পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। পূর্ব্বাহ্ন ৯।৩০ মধ্যে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৬।৫৯ গতে পূর্ব্বাহ্ন মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীবিহিত পুজো প্রশস্তা (অত্রকৃত্যে কালবেলানুরোধে নিরবকাশে ন বহু সম্মতঃ)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩৪ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Reliance
Growth is Life
SMART BAZAAR
CYCLE PURE AGARBATHI
Presents
এই পুজোয় মায়ের সাথে সেজে উঠুন
2000 + ফ্যাশন স্টাইলস্ ₹499-এর মধ্যে
স্মার্ট প্রাইস ₹149 এমআরপি ₹1295
ইনসুলেটেড ক্যাসারোল 2 L
₹1500 - ₹2999 মূল্যের ফ্যাশনের কেনাকাটার উপরে
স্মার্ট প্রাইস ₹499 এমআরপি ₹2805
LA OPALA
ওপালওয়্যার ডিনার সেট (22 Pcs)
₹3000 - ₹4999 মূল্যের ফ্যাশনের কেনাকাটার উপরে
স্মার্ট প্রাইস ₹799 এমআরপি ₹10000
VIP
হার্ড ট্রলি (55 cm)
₹5000 এবং তার অধিক মূল্যের ফ্যাশনের কেনাকাটার উপরে
মিষ্টি 200 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 1 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹179 থেকে শুরু
বিস্কুট লার্জ প্যাক 450 g থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 55% ছাড়
এমআরপি ₹160 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹72 থেকে শুরু
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জ্যুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 25% ছাড়
এমআরপি ₹40 থেকে শুরু
প্রভুজী নমকিন 900 g (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 37% ছাড়
এমআরপি ₹300 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹189 থেকে শুরু
বডি লোশন 300 ml / ক্রিম 200 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹499 থেকে শুরু
স্ট্রিক্স শ্যাম্পু / সেরাম 100 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹199 থেকে শুরু
পারফিউম গিফ্ট প্যাক 60 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹275 থেকে শুরু
ফেসওয়াশ 150 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹260 থেকে শুরু
শাওয়ার জেল 250 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 50% ছাড়
এমআরপি ₹300 থেকে শুরু
গিফ্টের অপশন রয়েছে হাজার, উৎসব পালন করবে পুরো পরিবার!
GIFTS AT ₹50 ONWARDS
Gifting utsav
ক্যাটালগ দেখার জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন
SMART BAZAAR
সবকিছু MRP# এর কমে
#নির্বাচিত ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হতে পারে
ব্র্যান্ডস্ অ্যাট ₹9* প্রতিদিন
*₹1499 টাকা বা তার বেশি কেনাকাটার উপরে
শর্তাবলী প্রযোজ্য
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
SMART SUPERSTORE
• শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পি আর এম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে • মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
SMART BAZAAR
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়্যার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। বাজাজ ফিনসার্ভ এবং কুপন বুকলেটের অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোরে বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার 21 সেপ্টেম্বর 2025 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

মাছের খোঁজে জলাশয়ে। শুক্রবার গঙ্গারামপুরে চয়ন হোড়ের তোলা ছবি।

টানা কয়েক ঘণ্টার পথ অবরোধে চরম ভোগান্তি

প্রকাশ্যে বিজেপির কোন্দল

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি যখন বেআইনিভাবে গড়ে তোলার অভিযোগ এনে সরকারি পোলট্রি ফার্মের বিরোধিতায় পথ অবরোধ করলেন, ঠিক একই সময়ে মালদা প্রেস কর্নারে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন ইংরেজবাজারের বিধায়ক বিজেপির শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ির কর্মসূচিতে বর্তমান, প্রাক্তন সভাপতিদের দেখা গেলেও, গরহাজির ছিলেন বিধায়ক। আবার বিধায়কের কর্মসূচিতে দেখা মেলেনি বিজেপির কোনও নেতা-নেত্রীকে। যাতে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি কার্যত প্রকাশ্যে চলে এসেছে। নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে কার্যত ঘুরিয়ে পরস্পরের সমালোচনাও করেছেন বিধায়ক ও বিরোধী দলনেতা।

পৃথক কর্মসূচি নিয়ে বিধায়ক শ্রীরূপা বলছেন, 'আন্দোলন আমার দল করছে। আমি দলের কাজে বিভিন্ন রাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছি। এখন জ্বলন্ত ইস্যু হচ্ছে এসআইআর। আমি তাতেই ফোকাস করেছি।' অম্লানের বক্তব্য, 'উনি বিধায়ক হিসেবে প্রেস কনফারেন্স করছেন। আমি বিরোধী দলনেতা হিসেবে সাধারণ মানুষের জন্য পার্টির নেতা-কর্মীদের নিয়ে পথ অবরোধ করেছি।'

গৌড় রোডে অবরোধে পদ্ম সমর্থকরা। শুক্রবার।

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মালদা শহরের জনবহুল এলাকায় সরকারি পোলট্রি ফার্ম গড়ে ওঠার বিরোধিতায় সরব হল বিজেপি। শুক্রবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া দলীয় কর্মসূচি চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। টানা কয়েক ঘণ্টার পথ অবরোধে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় শহরে। একেই বৃষ্টি, তার মধ্যে পথ অবরোধ, দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এদিন শহরের গৌড় রোডে মঞ্চ বেঁধেছিল বিজেপি। পরিকল্পনা ছিল, মঞ্চ থেকে পোলট্রি ফার্মের বিরোধিতায় সরব হবে নেতৃত্ব। কিন্তু হঠাৎই বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি নামতেই হঠাৎই পথ অবরোধে শামিল হন বিজেপি কর্মীরা। রাস্তায় বসে পড়েন তাঁরা। ইংরেজবাজার থানার পুলিশকর্তারা বারবার অনুরোধ করার পরেও আন্দোলন প্রত্যাহার করতে নারাজ বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় বসেছিলেন সন্ধ্যার সময়ও।

ঘটনাক্রম

- সরকারি পোলট্রি ফার্মের বিরোধিতায় পথ অবরোধ বিরোধী দলনেতার
- এসআইআরের বিরোধিতা বিধায়কের
- শ্রীরূপা এবং অম্লান যোগ দেননি পরস্পরের কর্মসূচিতে
- বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ অবরোধ

অবরোধ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় অম্লান বলেন, 'সরকারি পোলট্রি ফার্মের গন্ধে এলাকার মানুষের টেকা দায় হয়েছে। শ্বাসকষ্ট বাড়ছে এলাকায়। বারবার বলার পরেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফার্মের নেই পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের কোনও অনুমোদন।'

বিজেপির কর্মসূচি নিয়ে কটাক্ষ করে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'বিজেপির নেতারা কোনও কাজ করেন না। এখন নাটক করছেন। পোলট্রি ফার্ম থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানো নিয়ে আমি নিজেই মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করেছি। মুরগির বিষ্ঠা থেকে সেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। পুরসভার তরফে সেই বিষ্ঠা তুলে ফেলা হচ্ছে। মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন বিজেপির নেতারা।'

অন্যদিকে, মালদায় প্রেস কর্নারে বিজেপির বিধায়ক শ্রীরূপা বলেন, '২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চালু করতে হবে। স্বচ্ছতা আনতে হবে ভোটার তালিকায়। আর তা না হলে ভোট করতে দেওয়া হবে না।'

পুলকারে চাপা পড়ে মৃত্যু খুদের

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৯ সেপ্টেম্বর : মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! বাড়ির দুয়ারে এসে স্কুল পুলকারের চাকায় চাপা পড়ে প্রাণ হারাল এক খুদে পড়ুয়া। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহারের কামালপুর মশানকালী হাট এলাকায়।

মৃত শিশুর নাম রকি পাল (৬)। কামালপুরের বাসিন্দা ওই শিশু ইটাহারের তেঁতুলতলা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের প্রভাত শ্রেণির ছাত্র ছিল।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্কুল ছুটির পর পুলকারচালক সহ ওই পথে বিভিন্ন জায়গার প্রায় ১০ জন শিশুকে নিয়ে তাদেরকে বাড়ির সামনে নামাতে নামাতে যাচ্ছিলেন। রকি বাড়ির কাছেই তার বাবার দোকানের সামনে মশানকালী হাট এলাকায় গাড়ি থেকে নেমে যায়। এরপর রাস্তা পার হতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ওই পুলকারেরই চাকায় চাপা পড়ে গুরুতর জখম হয় সে। স্থানীয়দের অভিযোগ, শিশুটি চাকায় আটকে পড়ায় কিছুটা পথ তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর চালক বুঝতে পেরে গাড়ি থামান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা ছুটে গিয়ে গুরুতর জখম শিশুটিকে উদ্ধার করে ইটাহার হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পরেও শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু মেডিকেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুটির দেহের ময়নাতদন্ত রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজেই হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

> আমার একটাই ছেলে। ওকে মানুষের মতো মানুষ করব বলে ইটাহারের ওই ভালো স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু স্কুলের গাড়িতেই চাপা পড়ে ছেলেটা মরে গেল! গাড়ির চালক সতর্ক ও সাবধান থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।
>
> **কাবলু পাল**
> *মৃত শিশুর বাবা*

পুলকার চালকের গাফিলতিতেই এই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে মৃত শিশুর পরিবার ও স্থানীয়রা। রকির বাবা কাবলু পাল বলেন, 'আমার একটাই ছেলে। ওকে মানুষের মতো মানুষ করব বলে ইটাহারের ওই ভালো স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু স্কুলের গাড়িতেই চাপা পড়ে ছেলেটা মরে গেল! গাড়ির চালক সতর্ক ও সাবধান থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।'

চালকের নজর এড়িয়ে কীভাবে শিশুটি ওই গাড়ির নীচে চাপা পড়ল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অন্য অভিভাবকরাও। নিয়ম অনুযায়ী গাড়ি থেকে নামিয়ে হাত ধরে শিশুদের রাস্তা পার করে দেওয়ার কথা চালকের। এক্ষেত্রে চালক কেন সেই নিয়মভঙ্গ করলেন, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও।

বেসরকারি ওই স্কুলের সম্পাদক অলককুমার সাহা বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমরাও শিশুটির এভাবে মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। আমরা শিশুদের সুরক্ষার ব্যাপারে আরও সতর্ক হব। কার গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটল, তা পুলিশই তদন্ত করে বের করবে।'

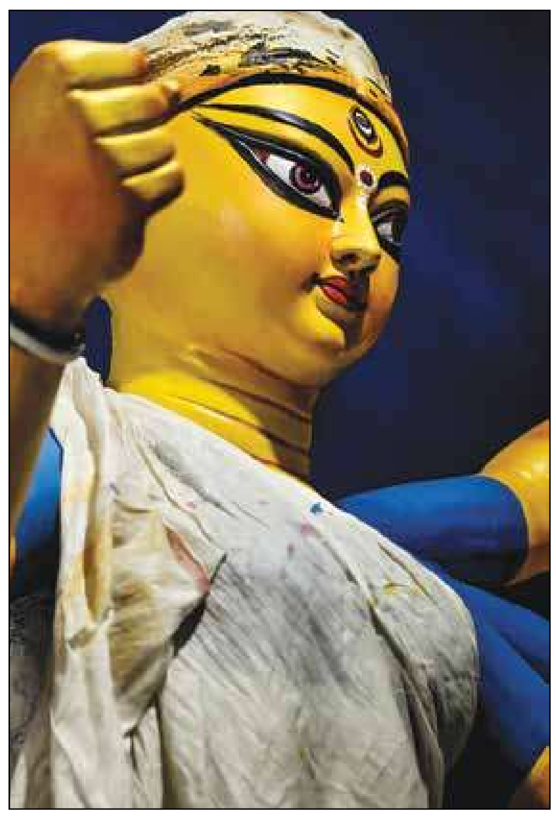

শক্তিরূপেণ।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন বিবেক ঘোষ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বাবাকে খুনের সন্দেহে আটক দুই ছেলে

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১৯ সেপ্টেম্বর : তপন ব্লকের গোফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইজানগর গ্রামে বৃহস্পতিবার এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃতের নাম সুভাষ ওরাওঁ (৫২)। পারিবারিক অশান্তির জেরে সুভাষকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির তাঁর দুই ছেলে উত্তম এবং গৌতমের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়া মৃত্যুর কারণ বলা সম্ভব নয়। মৃতের ২ ছেলেকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

স্থানীয়রা জানান, সুভাষের সঙ্গে তাঁর ২ ছেলের বিবাদ লেগেই থাকত। বৃহস্পতিবার রাতে সেই অশান্তি চরম আকার নেয়। বচসার সময় সুভাষকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। সুভাষের মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

যা ঘটেছে

- মৃত সুভাষ ওরাওঁয়ের সঙ্গে তাঁর ২ ছেলের বিবাদ লেগেই থাকত
- বৃহস্পতিবার রাতে সেই অশান্তি চরম আকার নেয়
- বচসার সময় সুভাষকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ
- রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন
- এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে দুই ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ

সেই দিন এলাকায় বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান চলায় প্রতিবেশীরা ঘটনার খবর পাননি। পরে সুভাষের খুড়তুতো ভাই অখিল ওরাওঁ সুভাষের খোঁজ নিতে রাতের দিকে তাঁর বাড়িতে যান। অখিল বলেন, 'খাওয়াদাওয়া হয়েছে কি না দেখতে সুভাষের বাড়িতে যাই। গিয়ে দেখি সুভাষ রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রয়েছে। শরীরে হাত দিতেই বুঝতে পারি মৃত্যু হয়েছে।'

খবর পেয়ে তপন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তম ও গৌতমকে আটক করেছে পুলিশ।

মৃতের প্রতিবেশী রজত ওরাওঁ বলেন, 'মাত্র ২২ দিন আগে সুভাষের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। ছোট ছেলে গৌতম আগে শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করত। মাত্র ১ মাস আগে সে গ্রামে ফিরেছে। উত্তম তাঁর ভাইকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। ফলে গৌতম এলাকার বিভিন্ন জায়গায় রাত কাটাত। সেই নিয়ে রোজ সুভাষের সঙ্গে তাঁর ছেলেদের অশান্তি হত। কিন্তু এর জেরে যে খুন হতে হবে তা ভাবিনি।'

বন্য শুয়োরের হামলায় আহত ৫

মানিকচক, ১৯ সেপ্টেম্বর : একে তো বন্যায় নাজেহাল দশা, তার ওপর আবার বন্য শুয়োরের হামলা। শুক্রবার ভূতনিতে এবার বন্য শুয়োরের হামলায় গুরুতর জখম এক মহিলা সহ পাঁচজন। গুরুতর জখম দুজনকে স্থানান্তর করা হল মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনি থানার দক্ষিণ চণ্ডীপুরের ভানু সরকারটোলা ও ছবি মাঝিটোলা গ্রামে। পরবর্তীতে স্থানীয়রা পিটিয়ে মেরে ফেলে বুনো শুয়োরটিকে। যদিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা বন দপ্তরের আধিকারিক।

গত এক মাস ধরে জলমগ্ন ভূতনির তিনটি পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। বাড়িঘর থেকে রাস্তাঘাট, সমস্ত কিছু জলমগ্ন থাকায় বাড়ির ভেতরে বা ছাদের উপরে উঁচু জায়গায় বসবাস করছেন বন্যাদুর্গতরা। এই অবস্থায় শুক্রবার হঠাৎ করে দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের ছবি মাঝিটোলা গ্রামে এসে পড়ে একটি বুনো শুয়োর। সেখানে এক মহিলা ও পুরুষের ওপর হামলা চালায়। পরে ঠিক একইভাবে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভানু সরকারটোলায় ৩ জনের ওপর হামলা করে শুয়োরটি। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের প্রথমে নৌকা এবং পরবর্তীতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর স্পিডবোটের মাধ্যমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। জয় মণ্ডল ও মায়া মণ্ডলকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

অন্যদিকে ধনপতি মণ্ডল, জয়দেব মণ্ডল এবং সঞ্জীব মণ্ডলের চিকিৎসা চলছে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই বন্য শুয়োরের হামলায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন মণ্ডল বলেন, 'এদিন সকালে হঠাৎ করেই বুনো শুয়োরটি আমার বয়স্ক বাবা সহ বেশ কয়েকজনের ওপর হামলা করে। স্থানীয়রা এসে তাড়া করলে সেখান থেকে চম্পট দেয় শুয়োরটি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আত্মরক্ষার্থে শুয়োরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন গ্রামবাসীরা। এই বিষয়ে মালদা জেলা বন দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। হয়তো বাঁচার জন্যই শুয়োরটি গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের ক্ষতিপূরণের আবেদন জানাতে বলা হয়েছে। তবে এই ধরনের জীবজন্তুকে মারা দণ্ডনীয় অপরাধ।'

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভুয়ো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট শনাক্ত করতে এবং প্রতিটি হাসপাতালকে যথাযথ শনাক্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট প্রদানের দাবিতে শুক্রবার জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনাকে স্মারকলিপি দিল বিশ্ব বাংলা প্রতিবন্ধী সমিতি। এদিন সংগঠনের তরফে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছেও একই দাবিতে আবেদনপত্র পাঠানো হয়।

ডাম্পারে মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রায়গঞ্জ থানার বাহিন পঞ্চায়েতের হাটমণির গ্রামীণ সড়কে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক মোটরবাইকচালকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম আবদুল খলিল (৫৫)। বাড়ি পানিশালা হাট গ্রামে। ডাম্পারটির চালক আপাতত ফেরার।

দেহ উদ্ধার

মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বিকেলে এক তরুণের পচাগলা দেহ উদ্ধার হল ইংরেজবাজারের কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক আমবাগান থেকে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ আত্মহত্যা করেছেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল পুলিশ

গঙ্গারামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে নবম শ্রেণির নাবালিকা পড়ুয়ার বিয়ে আটকে দিল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ ও চাইল্ড হেল্পলাইনের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর থানার আধিকারিক রবিউল আলম, চাইল্ড হেল্পলাইনের তরফে হরিদাস বর্মন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ অধিকার মিত্র তথা পিএলভি-র গোলাম রাব্বানি। শুক্রবার গঙ্গারামপুর ব্লকের জাহাঙ্গিরপুর অঞ্চলের শ্যামপুর গ্রামের এই ঘটনায়, নাবালিকার মা ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুচলেকাও দিয়েছেন।

বাড়ি থেকে দেখাশোনা করে নাবালিকার বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল। শুক্রবার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই প্রশাসনের লোকজন বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে পরিবারকে বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করেন। যদিও পাত্রপক্ষের নাম এবং পরিচয় জানাতে রাজি হয়নি নাবালিকার পরিবার। তবে মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল বলে স্বীকার করেছেন মা। পরে তিনি প্রশাসনের কাছে মুচলেকা দিয়ে জানান, মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেবেন না এবং মেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

গোলাম বলেন, 'আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি বিয়ের আয়োজন শেষ। কিন্তু পাত্রপক্ষ তখনও আসেনি। আমরা মেয়ের মাকে বোঝাই এবং তিনি আমাদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

শিশুর মৃত্যু

বৈষ্ণবনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর : মালদার বৈষ্ণবনগর থানার পার অনুপনগরের শয়ন বিশ্বাসকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাপে ছোবল দেয়। দ্রুত তাকে ধুলিয়ান অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অনুপনগর হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে জঙ্গিপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বুধবারই ছিল তার জন্মদিন, ছয় পেরিয়ে সাতে পড়েছিল সে।

খুনের চেষ্টা

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : বচসার জেরে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর পেটে ছুরি ঢুকিয়ে খুনের চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর নাম উত্তম দাস, বাড়ি মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানা এলাকায়। শুক্রবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ষাঁড়ের মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল একটি ষাঁড়ের। সেইসঙ্গে জখম হয়েছে দুটি ষাঁড়। ঘটনাটি শুক্রবার ভোরে গঙ্গারামপুর চৌপথি এলাকায় ৫১২ জাতীয় সড়কে ঘটেছে। পুলিশের উদ্যোগে জখম ষাঁড় দুটির চিকিৎসা শুরু হয়েছে।

জেল হেপাজত

গঙ্গারামপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : অনলাইন বেটিং কাণ্ডে ধৃত শিক্ষকের ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে, শুক্রবার ফের ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের বিচারক। অনলাইন বেটিং কাণ্ড নিয়ে আরও বিশদে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাণরক্ষা

পতিরাম, ১৯ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তালতলা মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কাঠভর্তি একটি টোটো উলটে যায়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালক।

পানীয় জলের সংকট মাদ্রাসায়

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৯ সেপ্টেম্বর : পানীয় জলের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প একমাত্র ভরসা ছিল। কয়েকজন দুষ্কৃতী রাতেরবেলা সেই পাম্প চুরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষে পাইপ তুলে পাম্পটি বিকল করে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চাঁচল-১ ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর আসরাইল গ্রামের থাহাঘাটি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা ইউনিট-২ (গার্লস)-এর ঘটনা। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাম্প চুরির চেষ্টায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা সেরিনা রহমান পুরো চুরির ঘটনার বিবরণ জানিয়ে শুক্রবার চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু বলেন, 'সাবমার্সিবল পাম্প চুরি কাণ্ডে জড়িতদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই মাদ্রাসায় পানীয় জলের অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই। ফলে মিড-ডে মিল রান্না থেকে শুরু করে ছাত্রী, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা চরম জলসংকটে ভুগছেন। সেরিনার কথায়, 'নবনির্মিত বিল্ডিংয়ে পঠনপাঠন শুরু হলেও মাদ্রাসায় কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। সেজন্য মাদ্রাসার সকলে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। তাই সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ খুব জরুরি।'

তাঁর সংযোজন, 'দুই বছর ধরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বিষয়টি একাধিকবার লিখিতভাবে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও, এসডিও, ডিএম ও জেলা পরিষদ অফিসে জানানো হয়েছে। এছাড়া সরাসরি 'দিদিকে বলো' টোল ফ্রি নম্বরে সালের ২০২৪ অগাস্ট মাসে জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি।'

রাস্তা সারাইয়ে উর্দিধারীরা

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর বাদ্যি বাজলেও রাস্তা সারাইয়ে হুঁশ নেই প্রশাসনের। ফলে নিত্যদিন দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে কালিয়াগঞ্জের রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কের সুকান্তমোড় রেল গুমটি এবং বিবেকানন্দ মোড় এলাকায়। পুজোর যানজটের মাঝে এমন অচল রাস্তা মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে শহরের ট্রাফিক বিভাগের। ফলে, খাকি উর্দিধারী কর্তার নির্দেশে সিভিকরাই হাত লাগালেন রাস্তা সংস্কারের কাজে। শুক্রবার সকালে শহরের সুকান্ত মোড় এলাকায় দুর্ঘটনা এড়াতে থানা থেকে গোটা ইট নিয়ে এসে অস্থায়ীভাবে রাস্তা সারাই করতে দেখা গেল পুলিশকর্মীদের।

কালিয়াগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান রামনিবাস সাহার বক্তব্য, 'আমরা রাস্তা সারাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পিডব্লিউডি আমাদের মানা করেছে। তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাই নাকি কাজ করবে।' তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা কি ঘুমোচ্ছে? উত্তরে

জেলা পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ অফিসার জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'ঠিকাদার সংস্থা ঘুমোচ্ছে না। আবহাওয়ার জন্য কাজ করতে পারছে না। আশাকরি পুজোর আগে রাজ্য সড়ক সংস্কারের কাজ হয়ে যাবে।'

নবমীতে চণ্ডীরূপে পুজো ব্রজবল্লভপুরে

এল এল পুজো এল

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : এক ভিন্ন স্বাদের শতাব্দীপ্রাচীন পুজোর সন্ধান মিলল বংশীহারীর ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের চ্যাংড়া বারোয়ারি দুর্গাপুজোয়। নবমীতে দেবীকে চণ্ডীরূপে পুজো করা হয়। ওই দিন পাঁঠাবলি দিয়ে মায়ের পুজো জমিদার আমল থেকে সেই নিয়মেই এবারও হবে। আনুমানিক ১৬৩ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে।

কুশমণ্ডি থানার আমিনপুরে অধুনা হরিপুর স্টেট-এর অধীনস্থ জমিদার ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী। ওই সময় থেকে চ্যাংড়া, পিছলা, আলিপুর ও চৌঘরিয়া, চার গ্রামের মানুষ জমিদারের অনুমতি নিয়ে চ্যাংড়া গ্রামে দুর্গাপুজো শুরু করেন। যাতে করে অনেকটা পথ হেঁটে জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো দেখতে যেতে না হয়। বর্তমানে ৪ গ্রামের ১০০ পরিবার মিলে ৬৪ শতক নিজস্ব জায়গায় মায়ের মন্দিরে পুজো শুরু হয়। মাটির মন্দির থেকে বর্তমানে পাকা মন্দির হয়েছে।

এক সময় সেবাইত কুঞ্জবিহারী দাসের আমল পর্যন্ত দোতলা কাঠামোতে দুর্গাপুজো হত। কাঠামোর নীচতলায় সাবেকিয়ানাই তৈরি হত মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি। উপরতলায় থাকত নন্দী, ভিরিঙ্গি ও দক্ষযজ্ঞ। আর সবার উপরে ছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। বহু বছর এভাবে পুজো চললেও কাঠামো বিলুপ্তির কারণে কয়েক বছর ধরে এক চালাতে চলছে প্রতিমা তৈরির কাজ। ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী ফল ভোগে মা পূজিতা হবেন। নবমী, দশমীতে অন্য ভোগ। নবমীতে পাঁঠাবলির পাশাপাশি পায়রা, কুমড়ো ও কলা বলি হয়।

চার গ্রামের ১০০ পরিবার মিলে এই মন্দিরে দুর্গাপুজো করেন।

সুজাতা দাস বলেন, এখানে ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত ফল ভোগ দেওয়া হয় মাকে। শুধুমাত্র নবমী ও দশমীতে অন্য ভোগ দেওয়া হয়। এলাকায় পুজোর দু'দিন আগে থেকে প্রত্যেকে নিরামিষ খাবার খান। এলাকায় নবমী পুজো শেষ হলে শুরু হয় আমিষ খাবারের চল।

পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য প্রদীপ দাস জানিয়েছেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে এলাকার ১০০টি পরিবার এই পুজোর সঙ্গে জড়িত। আদিবাসীরাও ধামসা-মাদল বাজিয়ে, আনন্দে মেতে ওঠেন পুজোর ক'টা দিন। এছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলা, পুরুষ গানবাজনাতে মেতে ওঠেন। পুজোর ক'টা দিন এলাকায় মেলার আয়োজন করা হয়। রাতে বসে যাত্রাগানের আসর। দশমীর পরে বাঁশের মাচায়, কাঁধে তুলে, পাটকাঠি ও টর্চের আলোতে, রাতের অন্ধকারে, মাঠ পেরিয়ে, নাচতে নাচতে এলাকার নির্দিষ্ট পুকুরে মা-কে বিসর্জন দেওয়া হয়।

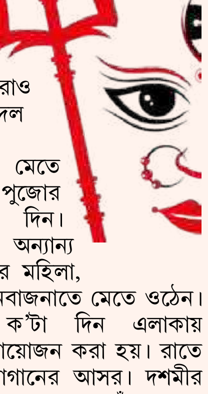

কাঠগড়ায় বালুরঘাট থানা।

মদের ঠেক তুলে দেওয়ার দাবিতে থানায় মহিলারা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : গ্রামে চোলাই মদের ঠেক বেড়ে যাওয়ায় চলাচল করাই দুষ্কর। মদ খেয়ে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে চোলাই মদের ঠেকগুলি তুলে দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাট থানায় আর্জি জানালেন বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর গ্রামের মহিলারা। থানায় বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কয়েকজন বাসিন্দা অবৈধ মদের ঠেক শুরু করেছেন। ওই পাড়াতে এই ঠেকগুলোর জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মদে আসক্ত তরুণরা ভিড় করে থাকেন। রাস্তায় চলাচলকারী মহিলাদের নানান কটূক্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকায় বসবাস করাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে বলে মহিলাদের অভিযোগ। এদিন এলাকার মহিলাদের অভিযোগ, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা চোলার ঠেকে তাঁদের আয়ের টাকা খরচ করে, নেশা করে বাড়িতে অশান্তি করছে। মহিলাদের মারধর করছে। এদিন বালুরঘাট থানার পাশাপাশি আবগারি দপ্তরেও গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র জমা করেছেন গ্রামবাসী।

এই প্রসঙ্গে অত্যাচারের শিকার এক গৃহবধূ বলেন, 'দিনরাত যেভাবে মদের আসর বসছে, তাতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। পুলিশ এলাকায় ঘোরাফেরা করা শুরু করলেই মদের ঠেক উঠে যাচ্ছে আবার চলে যেতেই ঠেক বসানো হচ্ছে। আমাদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।' আর এক গৃহবধূ বলেন, আমাদের বাড়ির পুরুষ মানুষরা এই মদের ঠেকের জন্য নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মদ খেয়ে এসে বাড়িতে অত্যাচার করছে। তাই বাধ্য হয়েই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

মিলছে না জল জীবন মিশনের টাকা

ইঞ্জিনিয়ারকে ঘেরাও ঠিকাদারদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : জল জীবন মিশনের কাজ শেষপর্যায়ে। কিন্তু এক বছর ধরে মিলছে না বকেয়া। ইতিমধ্যেই জমা পড়া বকেয়া বিলের পরিমাণ ৯০ কোটি টাকা। কিছুদিনের মধ্যে আরও ৯০ কোটি টাকা বিল জমা পড়ার কথা। দিন-দিন বকেয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকায় চরম সমস্যায় ঠিকাদারি সংস্থাগুলি পুজোর মুখে শ্রমিক-কর্মচারীদের হাতে টাকা তুলে দিতে পারেনি।

এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্ণজোড়ায় কার্যালয়ে চরম বিক্ষোভ দেখালেন ঠিকাদাররা। তাঁরা দীর্ঘসময় ঘেরাও করে রাখেন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়কে। ঠিকাদারদের অভিযোগ, একাধিকবার বকেয়ার দাবিতে অনুরোধ করলেও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি।

বকেয়া না পেয়ে ইতিমধ্যে কাজ বন্ধ করেছে ঠিকাদারি সংস্থাগুলি। যার জেরে সাধারণ মানুষ জল পাচ্ছেন না। কিন্তু বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের। ঠিকাদারদের অভিযোগ, গত এক বছর ধরে কাজের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। যে কারণে তাঁরা শ্রমিকদের মজুরি ও কর্মীদের বেতন দিতে পারছেন না।

অল বেঙ্গল পিএইচই কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের তরফে অজিত প্রামাণিক বলেন, 'জেলায় ইতিমধ্যে ৯০ কোটি টাকার বিল জমা পড়েছে, আরও ৯০ কোটি টাকার বিল জমা পড়বে। অথচ এক বছর ধরে বকেয়া পরিশোধ করা হচ্ছে না।

ফলে আমরা ১৩০ জন বিপাকে পড়েছি। শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস দিতে পারছি না। কেন্দ্র বা রাজ্য, কেন সরকার টাকা দিচ্ছে না, বুঝি না। আমরা পেমেন্ট চাই।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কার্যালয়ে বিক্ষোভ।

যেখানে উত্তেজনা

জল জীবন মিশন প্রকল্পে মিলছে না বকেয়ার টাকা, চরম আন্দোলনে ঠিকাদাররা

রাতে ঘেরাও করে রাখা হয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে

ইতিমধ্যে জমা পড়া বিলের বকেয়া ৯০ কোটি টাকা, কিছুদিনের মধ্যে জমা পড়বে আরও ৯০ কোটির বিল

বকেয়া না মেলায় ইতিমধ্যে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন ঠিকাদাররা

যার জেরে সাধারণ মানুষ জল পাচ্ছেন না

সংগঠন সূত্রে খবর, রাজ্যে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা।

এখানে অল বেঙ্গল পিএইচই কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনে নেমেছে পশ্চিম দিনাজপুর কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে।

পশ্চিম দিনাজপুর কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভোলা পাল বলেন, এক বছর ধরে পেমেন্ট না মেলায় চরম সমস্যায় ঠিকাদাররা। প্রায় প্রত্যেকেরই ৮০-৯০ শতাংশ কাজ শেষ। মানুষের তো একটা ধৈর্যের সীমা থাকে। দ্রুত পেমেন্ট না মিললে আরও বড় আন্দোলন হবে।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, রাজ্যের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও কাজ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ায় পেমেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না।

পেমেন্ট না পাওয়ায় এজেন্সিগুলিও কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। অবস্থা খুবই খারাপ।' বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পরিযায়ীর মৃত্যু

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : এক পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বালুরঘাট ব্লকের অযোধ্যা গ্রামে। মৃতের নাম প্রেমচাঁদ লোহার (৩৫)। বুধবার বিশ্বকর্মাপুজের দিন ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, 'খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

প্রেমচাঁদ যে ঠিকাদারের হয়ে তিনি ভিনরাজ্যে কাজে যেতেন, তাঁর সঙ্গে টাকার লেনদেন নিয়ে বিবাদ চলছিল। বুধবার বিকেলে প্রেমচাঁদকে বাড়ির সামনে থেকে মোটরবাইকে করে তুলে নিয়ে যান ওই ঠিকাদার এবং তাঁর এক আত্মীয়। মৃতের স্ত্রী সুচিত্রা লোহার বলেন, '১৭ তারিখ বিকেলে আমার স্বামীকে ওরা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। রাতে খবর দেয়, আমার স্বামী হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালে গিয়ে আমি আমার স্বামীকে মৃত অবস্থায় পাই। আমার স্বামীকে ওরা ২ জন খুন করেছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' বৃহস্পতিবার রাতে ময়নাতদন্তের পর দেহ সৎকার করা হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ওই ঠিকাদার এবং তাঁর আত্মীয় গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

প্রতিমা বিসর্জন

গাজোল, ১৯ সেপ্টেম্বর : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কখনও বৃষ্টি, কখনও রোদ। এরই মধ্যে শুক্রবার দুপুর থেকেই বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন দিতে দেখা গেল গাজোলে। গাজোলের কিষান মান্ডিতে গাজোল সবজি ব্যবসায়ী সমিতির তরফে বিশ্বকর্মাপুজো করা হয়েছিল। অন্য বছরের মতো এই বছরও ধুমধাম করে পুজো হয়। এদিন দুপুরে বিশ্বকর্মা প্রতিমা বিসর্জন করা হয় গাজোলের কালীদিঘি পুকুরে।

সংগঠনের সম্পাদক অতুল কুণ্ডু জানালেন, প্রতি বছরই সন্ধ্যাবেলা ধুমধাম করে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য এই বছর দুপুরেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়েছে।

।। শ্রী মহাবীরায় নমঃ ।।

জন্মঃ ১৯.০১.১৯৩৪

মৃত্যুঃ ১৯.০৯.২০২৫

গভীর দুঃখের সাথে জানানো হচ্ছে যে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রী শ্রীচন্দজী জৈন

(সুপুত্র ঃ ̊গণেশমলজী জৈন)

শুক্রবার, ১৯.০৯.২০২৫ তারিখে পরলোকগমন করেছেন।

তাঁর শেষকৃত্য, রবিবার, ২১.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ ঘটিকায়
শ্রী মুনিসুব্রতনাথ দিগম্বর জৈন মন্দির, ৫, এস. পি. মুখার্জ্জী রোড (জদুবাবুর বাজারের নিকট), কলকাতা-২০ তে অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহত্তর শোকসভা রবিবার, ২৮.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত ইস্কন হাউস হল, বী-১, ২২, গুরুসদয় দত্ত রোড, কলকাতা-১৯-এ অনুষ্ঠিত হবে।

শোক সন্তপ্ত ঃ

বিমলা দেবী (স্ত্রী) রতনমণি সেঠী, ময়না দেবী ছাবড়া (বোন) গণপতরায় - গুলাব দেবী (ভাই - বধূ) প্রদীপ - নিলম (পুত্র - পুত্রবধূ) সুমন - ললিত পাটনী (কণ্যা - জামাতা)
কৈলাস চন্দ - প্রেমলতা, দিলীপ - মীনা, রাজেন্দ্র (লাব্বু) - নমিতা (ভাইপো - বধূ) বংশজ - নিবেদিতা (নাতি - বধূ)
পুষ্পা - মহেন্দ্র ছাবড়া, কিরণ - মহেন্দ্র সেঠী (ভাইজি - জামাই)
সুজাতা - রাজীব, বিণীতা - সঞ্জয়, অমৃতা - জতেশ, পুণম - সন্দীপ, নীতি - অমিত, রেশু - দেবেশ, নেহা - উদিত, পূজা - নিখিল, দীপিকা - অভিষেক, শিবাঙ্গী - অমৃত (নাতনি - জামাই)
অরিহন্ত - অঙ্কিতা (নাতি - বধূ), আস্থা - তরঙ্গ (নাতনি - জামাই) এবং সমস্ত জৈন পরিবার

প্রতিষ্ঠানঃ গণেশমল মোহনলাল • মহাবীর ট্রেডিং কোম্পানী (কলকাতা, কোচবিহার)

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২৪ সংখ্যা, শনিবার, ৩ আশ্বিন ১৪৩২

কমিশনের নয়া চ্যালেঞ্জ

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাহুল গান্ধির দ্বৈরথ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। তাতে কমিশনের থেকেও যেন গাত্রদাহ বেশি বিজেপির। রাহুল এপর্যন্ত দু'বার ভোট চুরির অভিযোগে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুললেন। প্রথমবার কর্ণাটকের মহাদেবপুরায়, দ্বিতীয়বার কর্ণাটকেরই আলন্দে। পরেরবার ৬ হাজারেরও বেশি ভোট প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাতিল করে দেওয়ার অভিযোগে সরাসরি বিদ্ধ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে।

রাহুল জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞানেশ কুমার ভোট চোরদের রক্ষা করছেন। একজন আপাদমস্তক রাজনীতিবিদের কর্পোরেট কায়দায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ভোট চুরির অভিযোগ নিয়ে লাগাতার বিস্ফোরক বক্তব্য পেশ ভারতের রাজনীতিতে নজিরবিহীন।

জ্ঞানেশ কুমার এর আগে রাহুলকে এক সপ্তাহ সময় দিয়ে হয় হলফনামা, নয়তো দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। এবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ কর্ণাটকের সিআইডি'র গত ১৮ মাসে আলন্দের ঘটনায় পাঠানো ১৮টি চিঠির জবাব এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে বলেছেন। নয়তো তিনি দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে পারছেন না বলে তরুণ প্রজন্ম মেনে নেবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন রাহুল।

কমিশনের সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এমন সংঘাত বিরল। কমিশন আগাগোড়া প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, রাহুলের সমস্ত অভিযোগ ভুল এবং ভিত্তিহীন। বিজেপি প্রচার করছে, কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাহুল ভারতে বাংলাদেশ, নেপালের মতো নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছেন। কিন্তু কমিশন বা বিজেপি তাঁর অভিযোগগুলির উত্তর দিচ্ছে না।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ওই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা উচিত বলে ইতিমধ্যে মতপ্রকাশ করেছেন এসওয়াই কুরেশি, ওপি রাওয়াত, অশোক লাভাসার মতো প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনাররা। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত করার দায়িত্ব কমিশনের। কিন্তু জনমানসে সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধলে, তা কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে টলিয়ে দেবে। ধাক্কা মারবে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে।

ভারত সম্পর্কে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ধারণা যাতে ক্ষতবিক্ষত না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। অথচ কমিশন দায়সারা বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকছে। রাহুলের বক্তব্য, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব তাঁর বা বিরোধী শিবিরের নয়। তাঁর কাজ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ভোট চুরির অভিযোগ তোলা নয়।

এই দায়িত্বগুলি পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের মতো একাধিক স্বশাসিত সংস্থা আছে। যারা স্বাধীনতার পর থেকে সেই দায়িত্ব সুচারু এবং নিরপেক্ষভাবে পালন করে আসছে। তাহলে এখন এমন কী ঘটল, যার জন্য বিরোধী দলনেতাকে রাজনৈতিক কর্মসূচি ফেলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চোরদের আড়াল করার অভিযোগ তুলতে হচ্ছে? এই প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে, নির্বাচন কমিশন আত্মপক্ষ সমর্থনে যা যা বলছে, তাতে আসল জবাবটা পাওয়া যাচ্ছে না।

রাহুলের অভিযোগের জবাবে জ্ঞানেশ কুমার যে ভাষায় এবং ভঙ্গিমায় হলফনামা দিতে বলেছিলেন, তা মোটেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারোচিত ছিল না। তাছাড়া কমিশনের বিরুদ্ধে বললে বিজেপির বিষোদ্গারও কাঙ্ক্ষিত নয়। নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও দপ্তর নয় যে, অনুরাগ ঠাকুরের মতো প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হবে। কমিশনের উত্তর কমিশনেরই দেওয়া উচিত। রাহুল ভুল বলে থাকলে তথ্যপ্রমাণ সহযোগে প্রকৃত সত্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা কমিশনেরই কর্তব্য। তা না করে নাম কা ওয়াস্তে বিবৃতি দিলে সন্দেহ থাকবেই।

দেশের সংবিধান নাগরিকদের ভোটাধিকার দিয়েছে। রাহুলের অভিযোগ সত্যি হলে নাগরিকদের ভোটাধিকারে আঁচ লাগার সমূহ সম্ভাবনা আছে। যা থেকে মুক্তির আলো দেখাতে পারে একমাত্র নির্বাচন কমিশন। কাজেই কমিশনের উদ্দেশে রাহুলের চ্যালেঞ্জের জবাবের অপেক্ষায় আছে দেশ।

অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কী বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার (চৈত্যপুরুষই হল চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করার সবচেয়ে ভালো জায়গা) চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কী বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

-শ্রীমা

রাজার খেলা যখন রাজনীতির খেলা

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে বিজেপি, বঙ্গক্রিকেট তৃণমূল। ক্রিকেট পরিবারতন্ত্রের সেরা প্রতীক।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ওই যে বল এবং ব্যাটের ছবি লাগানো মনঘুড়ি, তার সুতোটি রয়েছে ওই দুটি হাতেই। বলো বলো ক্রিকেটমাই কি জয়...।

বাংলা ক্রিকেটটা চলে নবান্নের মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে আর জাতীয় ক্রিকেট আজ চলে নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘর থেকে। যে যা মনে করুন, এটাই এখন চরমতম বাস্তব।

এবং ক্রিকেট খেলাটা রাজনীতির কাদায় মাখামাখি হচ্ছে কর্তা-নেতাদের যুগলবন্দিতে। তাকে চেনা যাচ্ছে না।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তৃতীয় দফায় (দাদা স্নেহাশিস প্রেসিডেন্ট হওয়ায় বকলমে সৌরভই ছিলেন সুপার প্রেসিডেন্ট) সিএবি প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি আসায় বাংলা ক্রিকেটের কী উন্নতি হয়েছে কেউ বলতে পারবে না। প্রচুর টাকা খরচ করে ভিশন-২০২০ হয়েছিল এবং সেখানে ভিড় করেছিলেন বিদেশি বহু তারকা। ব্যর্থ তাঁরা পকেট ভরা ডলার নিয়ে ফিরে গিয়েছেন, বঙ্গক্রিকেট সেই তিমিরেই।

সৌরভের বদলে অন্য কোনও প্রেসিডেন্ট থাকলে মিডিয়া নানা প্রশ্ন তুলতই। এত টাকা খরচ করে কী লাভ হল? ঋদ্ধিমান সাহার পরে কোনও বাঙালি ভারতীয় দলে এল না কেন? সিএবিতে কেন এত দুর্নীতির ঢেউ?

মোদি-মমতাকে অপ্রিয় প্রশ্ন করে না সাংবাদিক মহল। সৌরভকেও বাংলার সাংবাদিকরা অপ্রিয় প্রশ্ন করেন না।

কলকাতার পথঘাটে বহু ক্রিকেটারের কোচিং ক্যাম্পের দেখা মেলে। এগুলো আসলে অ্যাকাডেমি বলে চালানো হয়। সরকারকে নামমাত্র টাকা দিয়ে ব্যবসা চালান এঁরা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ লাল, অশোক মালহোত্রা, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়--- অনেকেরই আছে কোচিং ক্যাম্প। বলুন তো, ক'টা জাতীয় দলের ক্রিকেটার এখান থেকে উঠল এত বছরে? উত্তর আপনারা পাবেন না!

কলকাতা ফুটবলকে যেমন মেরে ফেলা হয়েছে স্থানীয় লিগের বারোটা বাজিয়ে, লিগ ক্রিকেটের অবস্থাও হরেদরে সমান। সৌরভ এতদিন বঙ্গক্রিকেটের শীর্ষে থেকেও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। পারার কথাও নয়। তাঁর প্রচুর কাজ! আর তাঁকে ঘিরে সব জো হুজুর, ধান্দাবাজের দল। কেউ তাঁর ভুল ধরাতে যান না।

দেশে তিনিই বোধহয় একমাত্র ক্রিকেটার, সব ধরনের কাজ করেন! শিল্পপতি, ফ্যাশন আইকন, মডেল, ধারাভাষ্যকার, কোচ, প্রশাসক! একজনের পক্ষে সবদিক সামলানো মুশকিল! এবং সিএবিতে এটাই হয়েছে, আবার হবেও! দু'তিনজনকে দায়িত্ব দেবেন তিনি! অধিকাংশই অপদার্থ! হঠাৎ ক্ষমতা পেয়ে হাতে মাথা কাটবেন! ঋদ্ধিমানের মতো ক্রিকেটারকেও বাংলার বাইরে পাঠিয়ে দেবেন!

সিএবি-তে যে টিম নিয়ে সৌরভ ফের ঢুকলেন, তা বোঝায় বঙ্গক্রিকেটের শতচ্ছিন্ন দশা। জো হুজুরে ভরে গিয়েছে চারদিক। প্রায় হারিয়ে যাওয়া বাবলু কোলেকে সচিব করলেন সৌরভ, গোষ্ঠী রাজনীতিতে ভারসাম্য রাখতে। সৌরভের অত সময় নেই, সংস্থা চালাবেন কোষাধ্যক্ষ তাঁর প্রিয়তম বন্ধু সঞ্জয় দাস। সংস্থায় এমন দুর্দশা, যেখানে সেখানকার কর্তার হোটেলই ব্যবহার করে সিএবি। কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে বহু পরে। অবাক লাগল, সিএবি বার্ষিক সভায় অন্যবারের মতো ভিনরাজ্যের কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে না এনে এনেছিল ফিরহাদ হাকিমকে। কেন? অমিত শা'র সঙ্গে ভবিষ্যতে কথা চালাতে হবে বলে ব্যালেন্সের খেলা? সেখানে উঠল জয় বাংলা, অরূপ বিশ্বাস জিন্দাবাদ, ববি হাকিম জিন্দাবাদ জয়ধ্বনি। হায়, বাংলা ক্রিকেট!

ঠিক একই দুঃসহ ছবি ভারতীয় বোর্ডের। এশিয়া কাপে পাকিস্তান ইস্যুতে নাটকটা বলে দেয়, বোর্ডে কেমন রাজনীতিকরণ, গৈরিকীকরণ চলছে। সূর্য যাদব পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না, এটা অবশ্যই বোর্ডের সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বিশেষত, যে বোর্ডে আজ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং অপরিচিত সচিব। আইসিসিতে থেকেও লজ্জাহীন জয়বাবু পিছন থেকে ভারতীয় বোর্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। পরামর্শদাতা অবশ্যই তাঁর পিতৃদেব।

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলব অথচ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাব না, এর চেয়ে সুবিধাবাদী ভাঁওতাবাজি আর কিছু হতে পারে না। খেলার মাঠে দেশপ্রেম দেখাতে গেলে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলাই উচিত ছিল না। আর খেলা যখন হলই, তখন বিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে দোষটা কোথায়? তাঁরা তো আর পহলগামে আক্রমণ করেননি!

এ কেমন খেলা, একদিকে তুমি জাতীয়তাবাদের ধ্বজা উড়িয়ে খেলতে চাইছ না, অন্যদিকে প্রচুর টাকা লোকসান হবে বলে আইসিসি টুর্নামেন্টে খেলছ। এর থেকে দ্বিচারিতা আর হয় না। রোজগারও হল, আবার বিদ্রোহও হল।

খেলা ও রাজনীতি মেশানো উচিত না একেবারেই। পাকিস্তান নিয়ে বোর্ড-সরকারের মনোভাবটাই চূড়ান্ত হাস্যকর। বিদেশে ওদের সঙ্গে খেলব কিন্তু পাকিস্তানে যাব না, এখানে আসতে দেব না! হকি খেলব, কাবাডি খেলব, টেনিস খেলব, ওই দলগুলো ভারতে আসবেও! শুধু ক্রিকেটে অন্য নিয়ম! কেন? ক্রিকেট দেখিয়ে ধর্মান্ধ জনতাকে উত্তেজিত করা যায় বলে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও ভারতের তাঁবেদার বলে শাস্তির সম্ভাবনা নেই!

ক্রিকেটে ধনী ভারত যা করে গরিব পাকিস্তানকে নিয়ে, তা হকি-ফুটবল-টেনিস বা অলিম্পিকে করলে ভারতীয় জাতীয় সংস্থা সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ডই হত। ফিফা, এফআইএইচ, আইওসি-তে ট্যাঁ-ফোঁও চলবে না। ক্রিকেট প্রশাসনে ভারতের অন্তহীন দাদাগিরি আন্তর্জাতিক স্তরে, তাই এমন হাস্যকর দৃশ্য দেখি।

দূর অতীতে শঙ্করীপ্রসাদ বসুরা যখন ক্রিকেট নিয়ে লিখতেন, তখন বারবার বলতেন, রাজার খেলা ক্রিকেট। সেই রাজার খেলা ক্রিকেট এখন রাজনীতির খেলা। অবশ্যই ভারতে। আর কোনও বড় শক্তিধর দেশে নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে তো খেলাটা উঠে গিয়েছে। জিম্বাবোয়েতেও তাই। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডেও ক্রিকেটের তুলনায় জনপ্রিয়তায় অনেক খেলা এগিয়ে। অত অর্থ নেই সে সব দেশের ক্রিকেটে।

ভারতীয় ক্রিকেটে অর্থ রয়েছে বলে নেতাদের মাছি ভনভন করে প্রথম থেকেই। অতীতে পাওয়ার, সালভে, রণবীর সিংরা রাজনীতি করলেও সেভাবে রাজনীতি-ক্রিকেট মিশিয়ে দিতেন না। মোদি-শা জমানায় যা হচ্ছে। আমরা তো ভুলিনি বিশ্বকাপের আগে কীভাবে হঠাৎ ভারতীয় টিমজার্সি বিজেপি স্টাইলে কমলা হয়ে গেল। ক্রিকেটাররাও যা দেখে বিশ্বাস করতে পারেননি।

শা আবার বৈঠক করছেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট বানাতে। এটা কি তাঁর কাজ? সেখানে দাবিদার সৌরভ, হরভজন ও প্রাক্তন স্পিনার রঘুরাম ভাট। এর আগে খেলার যাবতীয় নিয়ম বিসর্জন দিয়ে নবান্নে মমতা সৌরভকে সিএবি প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধরে শেষমুহূর্তে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হন সৌরভ। ব্রিজেশ প্যাটেলকে শেষ মিনিটে মসৃণ ল্যাং মেরে। সেটাও একইরকম বেআইনি ঘোষণা। এবার সৌরভ ফের বোর্ড প্রধান হলে বাংলার সিংহাসন আবার ফাঁকা থাকবে। সৌরভ সেখানে কাকে বসাবেন, এটা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা। হায় রে ক্রিকেট, রাজনীতিবিদরাই সব ঠিক করে দিচ্ছেন এখানে।

বঙ্গসেরা আইকন সৌরভ বিজেপি-তৃণমূল দুটোর সঙ্গে ব্যালেন্স রাখার খেলায় অতুলনীয়। যেমন সিপিএম ক্ষমতা থাকার সময় তাদের থেকে অনেক কিছু নিয়েছেন। এই ধরনের কাজ কোনও নেতা করলে তাঁকে ধুইয়ে দেওয়া হত। তুমি ধান্দাবাজ, তুমি ক্ষমতালোভী। সৌরভকে কিছু বলা যাবে না। কেননা তাঁর হয়ে বলার জন্য ময়দানে অলিখিত 'সৌরভ বাঁচাও কমিটি' রয়েছে। তাঁর এইসব দ্বিচারিতা, অনৈতিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে বলবে কে?

খেয়াল করে দেখুন, বোর্ডে এই চরম শূন্যতার মাঝেও এত রাজনীতি, এত ধান্দাবাজি দেখে সৌরভের সমসাময়িক কোনও তারকাই ক্রিকেটের প্রশাসনের দিকে যাননি। সৌরভ কেন ফের যাচ্ছেন কে জানে! এতদিনে নিশ্চয়ই আমাদের মতো তিনিও জেনে গেছেন ভালো খেলোয়াড় হলেই ভালো প্রশাসক হওয়া যায় না। প্রকাশ, গাভাসকর, পারগত, ঊষা, আদিল শুমারিওয়ালা, দিলীপ তিরকে সবাই ব্যর্থ।

বোর্ড প্রেসিডেন্ট হতে সৌরভের এমন প্রাণপাত করা উচিতই নয়। পুতুলনাচ তো নাচতে হবে বাবা শা-ছেলে শা'র হাতে! বাবা-ছেলের কোনও লজ্জা নেই প্রশাসনকে ব্যবহার করতে। লজ্জা নেই বলেই আহমেদাবাদের মোদির নামে বৃহত্তম স্টেডিয়াম হয়ে যায়। লজ্জা নেই বলেই আহমেদাবাদকে অলিম্পিকের দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট কর্তার মাথাদের দিকে তাকান। অধিকাংশই পারিবারিক ও রাজনীতির যোগাযোগে ক্ষমতার শীর্ষে। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া অসমের অ্যাডভোকেট জেনারেল, পদ্মের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ঘনিষ্ঠ। আগে ছিলেন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর লোক, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা আদতে কংগ্রেসের, তবে সব পার্টিতেই নোঙর ফেলা ঘোরতর সুবিধেবাদী। চলমান বিস্ময়। রাজা যায়, রাজা আসে। রাজীব ন যযৌ ন তস্থৌ বোর্ডে। এখন যোগী-রাজ্যের ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট।

মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট মহানারায়মনরাও সিন্ধিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বাচ্চা ছেলে। হিমাচল প্রেসিডেন্ট অরুণ ধুমল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের ভাই। দিল্লির প্রেসিডেন্ট রোহন জেটলি প্রয়াত অরুণ জেটলির ছেলে। মহারাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোহিত পাওয়ার শারদ পাওয়ারের নাতি, বিধায়ক। সৌরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন বোর্ড সচিব নিরঞ্জন শাহের ছেলে জয়দেব। বরোদার প্রেসিডেন্ট প্রণব আমিন প্রাক্তন বোর্ড কর্তা চিরায়ু আমিনের ছেলে। গুজরাটের প্রেসিডেন্ট অনিল প্যাটেল জয় শা'র দক্ষিণ হস্ত।

অপেক্ষা করুন, আরও আছে। অন্ধ্রের প্রেসিডেন্ট সতীশবাবু টিডিপি'র রাজ্যসভা সাংসদ। ওড়িশার প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশীর্বাদ বেহরার ছেলে সঞ্জয়, হরিয়ানার প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ প্রাক্তন বোর্ড প্রেসিডেন্ট রণবীর সিংয়ের ছেলে। ছত্তিশগড়ের প্রেসিডেন্ট প্রভতেজ ভাটিয়া সিম্বা বিয়ারের মালিক, প্রবল বিজেপি ভক্ত। উত্তরাখণ্ডের প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন বিসিসিআই কর্তা মাহিম ভার্মা, যাঁর আমলে ৩৫ লক্ষ টাকার কলা, ১.৭৪ কোটি টাকার ফুড বিল নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। বিহারের প্রেসিডেন্ট রাকেশ তিওয়ারি আবার বিহার বিজেপির কোষাধ্যক্ষ।

হয় এঁরা কোনও নেতার ছেলে, নয় ক্রিকেট কর্তার।

আমরা বঙ্গে পরিবারতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র বলে চ্যাঁচাই। অমিত-জয় শা'র পরিবারবাদ নিয়ে সোচ্চার হই। আসল পরিবারতন্ত্রের খেলা চলে ভারতীয় ক্রিকেটে। লক্ষ লোকের ভোট চাই না, জনা দু'তিন নেতাকে রসেবশে রেখে ম্যানেজ করলেই যেখানে রাজসিংহাসন নিশ্চিত।

আজ

১৯৪৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাট।

২০১৫

আইসিসি'র প্রাক্তন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

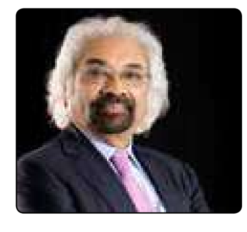

আমি পাকিস্তানে গিয়েছি, মনে হয়েছে যেন নিজের দেশেই আছি। বাংলাদেশ, নেপালে গিয়েও তাই মনে হয়েছে। ওঁরা আমাদের মতোই দেখতে, আমাদের ভাষায় কথা বলে, আমাদের গান শোনে, আমাদের খাবার খায়। ঝগড়া করে নয়, শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে আমাদের সহাবস্থান করতে হবে।

- স্যাম পিত্রোদা

ভাইরাল/১

যোধপুরে একটি বহুতলের তিনতলায় এক তরুণ পিছনের দিকে যেতে গিয়ে কখন যে কার্নিশের কাছে চলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেননি। হঠাৎ রেলিং টপকে নীচে পড়ে যান। নীচে দাঁড় করানো স্কুটির ওপর পড়ায় বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

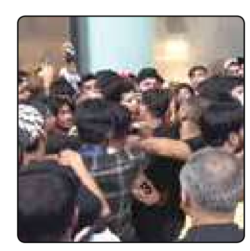

দেড় লাখি ফোন কিনতে ক্রেতাদের হাতাহাতি। অ্যাপেল আইফোন-১৭ ভারতে বিক্রি শুরু হয়েছে। স্টলগুলিতে ভিড়। মুম্বইয়ের অ্যাপেল স্টোরের বাইরে ভোর থেকে ক্রেতারা লাইন দিয়েছিলেন। উত্তেজনার বশে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

জনমন
জনমত

ইভিএমে ভরসা রাখুক জেন জেড

রাষ্ট্র বা শাসক যখন সাধারণ প্রজার দায়দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হয়, শাসকের বিলাসিতা, অযোগ্যতা ও প্রজা শোষণ যখন চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায়, তখন প্রজারা গর্জে ওঠে। বিদ্রোহী হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া প্রজারা বিদ্রোহকে একমাত্র পথ হিসেবে গণ্য করে। তবে সেই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ কখনো-কখনো হিংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক রূপও নেয়। ফরাসি বিপ্লব থেকে বর্তমান নেপাল অনেকটা সেই পথেই চলেছিল। তবে আধুনিক গণতান্ত্রিক চেতনায় ধ্বংসাত্মক শাসক-বিরোধী আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত বা সমর্থনযোগ্য?

নেপাল দেখে উৎসাহিত হয়ে এই জেন জেডের কেউ কেউ মানুষের তাড়া খেয়ে মোদির পালানোর স্বপ্ন দেখছেন, তো কেউ বা মমতাকে হাসিনার বা ওলির মতো নবান্নের চোদ্দোতলা থেকে উৎখাত করতে সমাজমাধ্যমে উৎসাহিত করছেন। বোধহয় জেন জেড জাগরণ চাইছে। চাইতেই পারে। গণতন্ত্রে এই চাওয়াপাওয়া থাকতেই পারে। তবে নেপাল, বাংলাদেশের মতো ধ্বংসলীলা বা হত্যালীলার স্বপ্ন দেখে নেটমাধ্যমে জনজাগরণের ইচ্ছা পালন না করাই শ্রেয়। ধ্বংস শুধু ধ্বংসই করে। গড়তে পারা তার চেয়ে অনেক কঠিন। ভারতীয় গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পেছনে দীর্ঘ লড়াই ও অজস্র বলিদান আছে। বলিদানকারীরাও সুস্থ গণতন্ত্রই চেয়েছিলেন।

তাই শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গিয়ে ধ্বংসের খেলা না খেলে বরং বিপ্লবটা ব্যালট বা ইভিএমের মাধ্যমে করতে পারলে সেটাই গণতন্ত্রের ভিত আরও মজবুত করবে। দেশ ও সমাজ সুস্থ, সুদৃঢ় হবে। এক্ষেত্রে আগামী প্রজন্ম অর্থাৎ জেন জেডকেই বেশিমাত্রায় সক্রিয় হতে হবে। মনে রাখবেন মোদি বা মমতা এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের দ্বারাই নির্বাচিত। তাঁরা এই সমাজেরই এক অংশ এবং দেশটা অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভারত।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

রক গার্ডেন দেখে মন খারাপ হল

সম্প্রতি পরিবারের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরে এলাম। যদিও বয়সের কারণে আমি ও আমার স্ত্রীর পক্ষে পাহাড়ের সব এলাকায় ঘোরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একদিন ছেলে, ছেলের বৌ ও নাতনির অনুরোধে আমায় যেতে হয়েছিল চিড়িয়াখানা ও রক গার্ডেনে। যেদিন আবহাওয়া ছিল অনুকূল ও রোদ ঝলমলে, সেদিন ম্যাল শহর ছিল পর্যটকে ভরা। চিড়িয়াখানা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু রক গার্ডেনের বেহাল অবস্থা দেখে ঘোরার সার্থকতাই যেন ব্যর্থ হল। চারদিকে জংলি গাছ গজিয়ে উঠেছে। রক গার্ডেনে থাকা দু'একটি গ্ল্যাডিয়াসের সুন্দর রঙিন ফুল যেন এই জঙ্গলের মধ্যে বড় বেমানান। যা হাল দেখলাম তাতে মনে হয় না, কোনওদিন পর্যটকদের স্বার্থে এর সংস্কারের কথা জিটিএ কর্তৃপক্ষ ভেবেছে বলে।

কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে উৎসবের মরশুম, সেইসঙ্গে পর্যটন মরশুমও। এরইমধ্যে সংস্কার করা না হলে হাজার হাজার পর্যটক রক গার্ডেন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অরবিন্দকুমার সেন
মহামায়াপাড়া, জলপাইগুড়ি।

বকাঝকার আগে পরিণাম একবার ভাবুন

তোকে দিয়ে কিছু হবে না, অমুক পারে, তুই পারিস না, ইত্যাদি শুনতে শুনতে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তো সন্তান হবেই।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়িতে বাড়ির শৌচালয়ে পাওয়া গেল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ। কয়েক মাস আগে মাধ্যমিকের টেস্টে পাশ করতে না পারায় আত্মহত্যা করে এক পড়ুয়া। কেন বাড়ছে এত আত্মহত্যার প্রবণতা? নেপথ্যে কী কী কারণ থাকতে পারে? কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা যাক।

ঘটনা এক, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণিতে পড়া এক ছাত্রী তার মায়ের সঙ্গে বাসস্টপে যাচ্ছে স্কুলে যাওয়ার জন্য। মা ধমকের সুরে মেয়েকে বলছেন, 'ভালো করে পড়েছিস তো? চিনিস তো তোর বাবাকে। ভালো রেজাল্ট না হলে কিন্তু বাবা এবার মেরে আধমরা বানিয়ে দেবেন।'

ঘটনা দুই, মা তাঁর ছেলেকে বলছেন, 'ফার্স্ট বা সেকেন্ড হতেই হবে। না হলে আমাদের স্ট্যাটাসটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পারছিস! লজ্জায় সোসাইটিতে মুখ দেখানো যাবে না!'

ঘটনা তিন, মা তাঁর ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যেতে যেতে মনে করাচ্ছেন, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হালকা কিছু খেয়ে সুইমিং। সেখান থেকে ক্যারাটে করে বাড়ি ফিরে পড়া।

এই ঘটনাগুলিকে পরপর সাজালে মনে হয় নাকি একজন ছাত্র বা ছাত্রীর আত্মহননের পেছনে তার বাবা-মা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায় কম নয়। মন দিয়ে, ভালোবেসে পড়ার বদলে পড়াশোনাকে চাপ মনে করার ব্যবস্থা এসব।

আবার মা-বাবার স্ট্যাটাসের মোড়কে চাপা পড়ে যায় সন্তানের ভালোলাগা, মন্দলাগা। মা-বাবা নিজের

সন্তানের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় খেয়াল না করে কতকিছুই না চাপিয়ে দেন। সুইমিং, ক্যারাটে, টেনিস, দাবা, কম্পিউটার, যোগ, ড্রয়িং, মিউজিক- আরও কত কী! একবারও ভেবে দেখেন না, সন্তানের কোনটা পছন্দ, কোনটা সে করতে চায় না।

যেমন, অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা না করলে, অঙ্ক মাথায় না ঢুকলে ভবিষ্যৎ শেষ। কিন্তু সন্তান আদৌ সেই বিষয় পড়তে স্বচ্ছন্দ বোধ করে নাকি তার মনের মণিকোঠায় আছে সাহিত্য- সেই খোঁজ রাখেন না। পরীক্ষা ভালো না দেওয়ার জন্য বাবার বেল্টের বাড়ি খেতে হলে সেই সন্তান তো জীবন থেকে মুক্তি চাইবেই। তোকে দিয়ে কিছু হবে না, অমুক পারে-তমুক পারে, তাহলে তুই পারিস না কেন, গুড ফর নাথিং ইত্যাদি লাগাতার শুনতে শুনতে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তো সন্তান হবেই।

অন্যের সঙ্গে অহেতুক তুলনা টানা, সন্তান কেন এমন বলছে বা সে কী চাইছে, তা ভেবে না দেখে ক্ষতিটা বাবা-মা'ই করে থাকেন। পড়াশোনা এখন একটা প্রতিযোগিতা যেন। প্রতিযোগী হল পড়ুয়ারা। পড়াশোনার মাত্রাতিরিক্ত চাপ, পরীক্ষার চাপ, ফলাফলের ওঠানামা, পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়া ইত্যাদি এই প্রজন্মের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ায় বলে দেখা যাচ্ছে।

তরুণ প্রজন্ম যেন মনে করছে, মৃত্যুতেই সব সমস্যার সমাধান। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বদলে, পারিবারিক প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারার ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বাবা-মা বকাবকি করলে তাদের ইগো হার্ট করছে। অথচ আত্মহত্যা শুধু একজন শেষ করে না। একটা পুরো পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

পরীক্ষায় হারজিত আছে। ভালোমন্দ ফলাফলও আছে। কিন্তু তার জন্য নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়ার মতো বোকামি আর কিছুতে নেই। আত্মহত্যা সমাধানের পথ নয়। তাই বুঝে, শুনে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার ছেলেমেয়েদেরও। এই বোধটা তাদের শেখানো দরকার যে জীবন অমূল্য। পরীক্ষায় ভালো নম্বর নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সবকিছুর আগে দরকার হল তরুণ প্রজন্মের কথা বলা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা এবং সর্বোপরি বাঁচার অধিকার।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। চাটুকার, তোষামুদে ৩। তাহলেও, তা সত্ত্বেও ৫। জাদুকর ৭। মারাত্মক, সাংঘাতিক ৯। সংবেদনশীল, সমব্যথী ১১। ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করা ১৪। যেখানে মৃত্যুর পর পাপীদের আত্মা শাস্তি ভোগ করে ১৫। বকুনি, ভর্ৎসনা, নিন্দা।

উপর-নীচ : ১। অনুযায়ী, অনুসারে ২। গর্বের প্রকাশ ৩। কবিগানজাতীয় সংগীত ৪। যা চট করে চোখে পড়ে ৬। তরল পদার্থের মাপ ৮। পদ্মরাগমণি, পলা, কিশলয় ১০। সূর্য ১১। অনেক, বহু, বহু রকমের, বিবিধ ১২। বাতাস লেগে শব্দ হয় এমন ছিদ্রযুক্ত বাঁশ, মহাভারতে উল্লিখিত বিরাট রাজের সেনাপতি ১৩। নব্বই সংখ্যা ১৪। নৃত্যজীবী, নৃত্যকারী, নট।

সমাধান ■ ৪২৪৮

পাশাপাশি : ১। মিশুক ৩। মোতি ৫। লক ৬। আরক ৮। মশান ১০। জান্নাত ১২। বাজার ১৪। আজা ১৫। করী ১৬। নিচুল।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। কলতান ৪। তিতির ৭। কর্জ ৯। কাবা ১০। জানাজানি ১১। তৎকাল ১৩। জাতক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মোদি সরকার

পাটের জন্য বর্ধিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ঘোষণা করেছে।

মোদি সরকার ছয়টি পাট উৎপাদনকারী রাজ্যে কৃষকদের ১১০টি ক্রয়কেন্দ্র এবং ১৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এমএসপি সহায়তা প্রদান করে।

"আমাদের সরকার পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের জন্য কাঁচা পাটের এমএসপি-এর বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয়েছে। এটি দেশের অনেক রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষক যারা এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত তাদের উপকৃত করবে।"
-শ্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

এমএসপি হার : ২০২৫-২৬

কাঁচা পাট, মেস্তা এবং বিমলির বিভিন্ন প্রকার ও গ্রেডের জন্য ২০২৫-২৬ সালের ফসল মরশুমের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নীচে দেওয়া হল :

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী

প্রকার	গ্রেড ⇨	টিডি-১/ডব্লিউ ১	টিডি-২/ডব্লিউ ২	টিডি-৩/ডব্লিউ ৩	টিডি-৪/ডব্লিউ ৪	টিডি-৫/ডব্লিউ ৫	
তোষা/ সাদা	₹/ কুইন্টাল	৬৩৫০	৬১৫০	৫৬৫০	৫১২৫	৪৮৭৫	
প্রকার	গ্রেড ⇨	এম ১/ ও.টিওপি	এম ২/ এস.এমআইডি	এম ৩/ এমআইডি	এম ৪/ বিওটি	এম ৫/ বি.বিওটি	এম ৬/ এক্স.বিওটি
মেস্তা / বিমলি	₹/ কুইন্টাল	৪১৩৫	৩৯৮৫	৩৮৬০	৩৭৬০	৩৬৬০	৩৫৬০

মোদি সরকার পাটচাষিদের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ :-

- ১০ বছরে এমএসপি ১৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে-যেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে এমএসপি ছিল প্রতি কুইন্টালে ২৪০০ টাকা, সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এমএসপি বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কুইন্টালে ৫৬৫০ টাকা হয়েছে।
- নতুন রাজ্যগুলিতে এমএসপি কার্যক্রমের সূচনা- নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ঝাড়খণ্ডে এমএসপি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- ৩ কর্মদিবসের মধ্যে কৃষকদের অর্থ বিতরণ করা হয়।

মোদি সরকারের জুট এগ্রোনমি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট আই-কেয়ার নামে ১১ বছরের একটি চলমান প্রকল্প রয়েছে।

- (৫০%) ভর্তুকিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ করা হয়।
- আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম কৃষকদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- পাট পচানোর যন্ত্র যা রেটিং অ্যাক্সিলারেটর নামে পরিচিত তা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
- বিনামূল্যে প্রদর্শনী এবং সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন।
- ২০১৫ সাল থেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫.৬ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছে এবং ২.১৫ লক্ষ হেক্টর জমি এই প্রকল্পের অধীনে এসেছে।

মোদি সরকার 'পাট মিত্র'-নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে :

- পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং নিকটবর্তী ক্রয়কেন্দ্রগুলির তথ্য।
- প্রয়োজনীয় কৃষি পরামর্শ।
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- পাটের গুণগত মান নির্ধারণ
- বিক্রির পরবর্তীতে পেমেন্টের বর্তমান স্থিতি।

শেষ দুটি দশককে কেন্দ্র করে ভারত সরকার কর্তৃক পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র
(২০০৫-২০১৪ : ২০১৫-২০২৪)

২০০৫-২০১৪		২০১৫-২০২৪	
পরিমাণ (লক্ষে বেলস আনুমানিক)	মূল্য (কোটিতে টাঃ)	পরিমাণ (লক্ষে বেলস আনুমানিক)	মূল্য (কোটিতে টাঃ)
১৫	৩৮০	১৮	১৩৪৫

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
বস্ত্র মন্ত্রালয়ের অন্তর্গত ভারত সরকারের একটি সংস্থা
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार की एक संस्था
The Jute Corporation of India Limited
A Government of India CPSE under Ministry of Textiles
কাঁচা পাটের উপর ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের জন্য কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সি

মুখ্য কার্যালয় : পাটশান ভবন, চতুর্থ এবং পঞ্চম তলা, ব্লক-সিএফ, অ্যাকশন এরিয়া-১, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬,
ফোন : (০৩৩) ২২৫২১১০০/৬৭২০/৬৭৭০/৭১০৭/৭১০৯
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৫২১৭৭১, ইমেল :- jci@jcimail.in www.jutecrop.in

CBC 41122/15/0018/2526

বৃষ্টি বাড়বে

মহালয়ার দুপুর থেকে দশমী পর্যন্ত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

জয়ী তৃণমূল

বাঁকুড়ার শালবনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ১২টি আসনের সবগুলিতেই জয়ী হল তৃণমূল। এই সমবায় সমিতির নির্বাচনে বাম ও বিজেপি লড়াই করেছিল। শুক্রবার ফল প্রকাশ হয়।

ধর্ষণে ধৃত

হরিদেবপুরে গণধর্ষণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত দেবাংশু বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে দেশপ্রিয় পার্ক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে।

অতিরিক্ত মেট্রো

যাত্রী চাপ সামাল দিতে মহলয়ার দিন কলকাতার ব্লু লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো চালানো হবে। ওইদিন ১৩০টির বদলে ১৮০টি মেট্রো চলাচল করবে বলে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সিএএ শিবিরে ভোটের কৌশল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের শেষ থেকেই রাজ্যের সীমান্তবর্তী ৯ জেলায় জোরকদমে সিএএ শিবির খুলতে চলেছে বিজেপি ও আরএসএস। শিবিরে বাংলাদেশ বা অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা অমুসলিম, মূলত হিন্দু 'উদ্বাস্তু' পরিবারগুলিকে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দিতে আবেদন করানো হবে। যাতে এসআইআরে নাম বাদ পড়ার পর সিএএ আবেদনকারী হিসাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য কমিশনের কাছে পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো যায়। যদিও সেই দাবি কমিশন মানবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নয় আরএসএস। বৃহস্পতিবার বিজেপি আরএসএস-এর সমন্বয় বৈঠকে এই শিবির করে সিএএ-তে আবেদন করানোকে চূড়ান্ত অগ্রাধিকার দিয়ে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে যৌথভাবে ঝাঁপানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ২০০২-এর ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল না, তাঁদের এদেশে কার্যত নাগরিকত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এতে শুধু ওপার বাংলা থেকে আসা সংখ্যালঘু মুসলিমরাই নয়, '৪৭, '৭১ বা সম্প্রতি বাংলাদেশ কাণ্ডের জেরে উদ্বাস্তু হয়ে আসা লাখো হিন্দুরা সমস্যায় পড়বেন। এসআইআর-এ তাঁরা সরকারিভাবে বেনাগরিক হয়ে পড়লে এদেশে তাঁদের ভবিষ্যৎ বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়বে। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে তাতে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে বিজেপি। এই আশঙ্কা করছে বিজেপি ও আরএসএস-ও। সেক্ষেত্রে সিএএ আবেদনকারী দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম রক্ষা করার চেষ্টা করাই লক্ষ্য আরএসএস-এর।

বৃহস্পতিবার সমন্বয় বৈঠকের পর শুক্রবার সকালে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে শারদোৎসব উপলক্ষ্যে উদ্বাস্তু সংগঠনের অনুষ্ঠান থেকে সেই বার্তা শুনিয়েছেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'দুর্গা, কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো কেটে গেলে ৭ অক্টোবর থেকে আপনারা সবাই সিএএ-তে আবেদন করা শুরু করুন। যাতে এসআইআর-এ আপনার নামটা ঠিকঠাক থাকে।'

সমন্বয় বৈঠকে স্থির হয়েছে, ৭ অক্টোবর থেকে সীমান্তবর্তী দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি,

বৈঠকে সিদ্ধান্ত

- সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সিএএ শিবির খোলা হবে
- সিএএ-র আবেদন না করলে ভোটার কার্ড থাকবে না
- প্রচারে মানুষকে বলবে আরএসএস
- সিএএ সরলীকরণের দাবি কেন্দ্রের কাছে

কোচবিহারের মতো জেলায় সিএএ শিবির খুলে হিন্দু শরণার্থীদের আবেদন করানো হবে।

বিজেপি ছাড়াও রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন, এনজিও, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিজেপি প্রভাবিত উদ্বাস্তু সংগঠন, শান্তনু ঠাকুরের অধীন মতুয়া মহাসংঘ আলাদা আলাদাভাবে এই শিবিরগুলির আয়োজন ও পরিচালনা করবে।

বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে সিএএ-

> দুর্গা, কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো কেটে গেলে ৭ অক্টোবর থেকে আপনারা সবাই সিএএ-তে আবেদন করা শুরু করুন। যাতে এসআইআর-এ আপনার নামটা ঠিকঠাক থাকে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

তে আবেদন না করতে পালটা প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল। সম্প্রতি বনগাঁর এক সরকারি অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ বলেন, 'সিএএতে আবেদন করবেন না। আবেদন করা মানেই আপনি নিজেকে দেশের নাগরিক নন বলে মেনে নিলেন। তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন।' বিজেপি আরএসএস-এর মতে, তৃণমূলের এই প্রচারেই সিএএ-র পথে পা বাড়াতে চাইছে না হিন্দু শরণার্থীরা। আবেদনকরার পর সিএএ শংসাপত্র পেতে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে রাজ্যের হিন্দু উদ্বাস্তুরা আগ্রহ হারাচ্ছে। সমস্যা দূর করতে ইতিমধ্যে সিএএ আইনের সরলীকরণ দাবি করেছে রাজ্য বিজেপি।

তবে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে থাকা এক আরএসএস নেতার মতে, এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে, সিএএ-র জন্য লাখো আবেদনকারীর লাইন পড়ে যাবে। আমাদের বোঝাতে হবে, দেশের নাগরিকত্ব পেলে তবেই আপনি ভোটার হতে পারবেন। তার জন্য সিএএ-তে আবেদন করতে হবে। শুক্রবার নন্দীগ্রামে শুভেন্দুও বলেছেন, যাঁরা অবিভক্ত পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে '৪৭ বা '৭১-র পরে বা ২০২৪-এর ৫ অগাস্টের পর এসেছেন, তাঁরা সবাই সিএএ-তে আবেদন করুন। যাতে এসআইআরে আপনার নামকে রক্ষা করা যায়।

দুর্গোৎসবে মদের জোগান নিশ্চিত করতে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মূল লক্ষ্য রাজস্ব বৃদ্ধি। তাই পুজোর সময় বিলিতি মদের দোকানগুলিতে অঢেল জোগান নিশ্চিত করতে চাইছে রাজ্য সরকার। এমনিতেই পুজোর সময় থেকে দোল পর্যন্ত মদের চাহিদা বেশি থাকে। কিন্তু এবার পুজো অনেকটাই আগে। তাই শীত তেমন না পড়ায় চাহিদা কেমন থাকবে, তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। কিন্তু তাঁদের সেই চিন্তা দূর করে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। কারণ পুজোর ক'দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। সেক্ষেত্রে রাজস্বে ঘাটতি হবে না বলেই আশা আবগারি দপ্তরের কর্তাদের। পুরোদমে মাঠে নেমে পড়েছেন তাঁরা। বৃহস্পতিবারের মধ্যে দোকানগুলিতে বিলিতি ও দেশি মদ পর্যাপ্ত মজুত করতে হবে। কোন দোকান কত অর্ডার দিচ্ছে, তা প্রতিটি জেলার আবগারি আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট চেয়েছে রাজ্য আবগারি দপ্তর। কোনও দোকান কম অর্ডার দিলে কেন তা দেওয়া হল, সেই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের ভাঁড়ার ভরাতে আবগারি রাজস্বই সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। চলতি আর্থিক বছরে (২০২৫-২৬) প্রথমে ১৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের শ্রমশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ায় টাকার প্রয়োজন আরও বেড়েছে। তাই আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাজেটের তুলনায় এক ধাক্কায় দেড় হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। যদিও তা অসম্ভব নয় বলে মনে করছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা। তাঁদের মতে, চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসের মাথায় মদ বিক্রি থেকে লক্ষ্যমাত্রা যেভাবে পূরণ হয়েছে, তাতে রাজস্ব আদায় ১৯,৫০০ কোটি টাকা হওয়া অসম্ভব নয়। গত কয়েক বছরে মদ বিক্রি থেকে রাজস্ব আদায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। তাই এবার অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসে রাজস্ব আদায়ে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করতে চাইছে না রাজ্যের আবগারি দপ্তর। কলকাতা ও জেলার দোকানগুলিতে মদের অর্ডার মতো সরবরাহ করতে বেভকো (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজ কর্পোরেশন লিমিটেড)-কে নির্দেশও দিয়েছে আবগারি দপ্তর। এই নিয়ে গত সপ্তাহেই আবগারি দপ্তরের কর্তারা বৈঠকে বসেছিলেন। এবার পুজোর মধ্যে দশমীতে গান্ধিজয়ন্তী থাকায় মদের দোকান বন্ধ থাকবে। সেই কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে চাইছেন আবগারি দপ্তরের কর্তারা।

অর্থসচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আদালতের নির্দেশ পালন না করায় রাজ্যের অর্থসচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকার রাস্তা, হস্টেল, জলপ্রকল্প সহ বিভিন্ন কাজ করেও ১৫ বছর ধরে টাকা বকেয়া রয়েছে। একাধিকবার এই বিষয়ে মামলা হলেও বকেয়া টাকা মেটায়নি রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের অর্থসচিব ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছে। কেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে আদালতে।

২০১০ সালের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে কাজ করেছিলেন এক ঠিকাদার। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ।

কাশী বোস লেনের থিমে লীলা মজুমদার। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

চাকরিহারাদের ভাতায় স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। অর্থাৎ ওই সময় পর্যন্ত ভাতা দেওয়া যাবে না।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের পর গ্রুপ-সি কর্মীদের জন্য ২৫ হাজার ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের জন্য ২০ হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আদালত প্রশ্ন করেছিল, 'কীসের ভিত্তিতে এই টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয়েছে? কোনও শ্রম ছাড়াই কি এরা টাকা পাবে? সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কেন তড়িঘড়ি ভাতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?'

চলতি বছরের জুন মাসেই আদালত ৩ মাসের জন্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিল। শুক্রবার আরও ৪ মাস ১০ দিন সেই মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে আপাতত ভাতা পাবেন না গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি চাকরিহারারা।

পুজো দখলে বাংলায় পিছিয়ে, যাত্রা ভিনরাজ্যে

ঘুরপথে মণ্ডপে স্টলের চেষ্টা সংঘের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সর্বজনীন দুর্গাপুজো দখলে এবারও পিছিয়ে থাকল গেরুয়া শিবির। কলকাতা সহ শহরতলির অধিকাংশ পুজোর দখল নিয়ে রেখেছে তৃণমূল। আর এখানেই জনসংযোগের রাস্তা খুঁজতে এই পুজোগুলিকেই ব্যবহার করার ঘুরপথে চেষ্টা চালাচ্ছে আরএসএস। তাদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার স্টল কলকাতা ও শহরতলির বড় পুজোমণ্ডপগুলিতে করার জন্য আবেদনও জানিয়েছে। কিন্তু আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরএসএস তথা বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নন তৃণমূল নেতারা। এখনও আরএসএসের পত্রপত্রিকার স্টল তৈরির আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ না করলেও তাদের যে শেষ পর্যন্ত স্টল তৈরির অনুমোদন দেওয়া হবে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। আরএসএস পরিচালিত একটি পত্রিকা রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো সংলগ্ন এলাকায় স্টল তৈরির আবেদন করেছে। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত তাদের আবেদনের জবাব দেওয়া হয়নি। অথচ শনিবারই এই পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহালয়া থেকেই যে পুজোর ঢাকে পুরোদমে কাঠি পড়ে যাবে, তা বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। মহালয়া থেকেই রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী ও বিধায়কদের এলাকায় থেকে জনসংযোগ আরও বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ লেবুতলা পার্কের পুজোর দখল রেখেছেন। এছাড়া নামকরা সর্বজনীন সবই তৃণমূলের দখলে। রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, দেবাশিস কুমার, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ রায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চন্দ্রনাথ সিনহা, তপন দাশগুপ্ত, বেচারাম মান্না এলাকার পুজোর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পুজো বলে পরিচিত নাকতলা উদয়ন সংঘের দখল এখন কার্যত অরূপ বিশ্বাসের হাতে। তাই এই বড় পুজোগুলিতে নাক গলাতে পারছে না বিজেপি বা আরএসএস।

আবার ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০২০ সালে সল্টলেকের ইজেডসিসিতে ঘটা করে পুজোর আয়োজন করেছিল বিজেপি। ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর পুজোর জৌলুস ছিল না বললেই চলে। নিয়ম মানতে কোনওরকমে সেই পুজো করা হয়েছিল। আগামী বছর বিধানসভা ভোট। তার আগে এবার ফের ওই পুজোয় জৌলুস ফিরিয়ে আনতে জোরকদমে মাঠে নেমেছেন বিজেপির সংস্কৃতি সেলের রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়রা। এবার পুজোর উদ্বোধন করতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

কিন্তু আরএসএস-এর ভাবধারায় প্রচারিত পত্রপত্রিকার স্টল আদৌ কতগুলি পুজোমণ্ডপের সামনে দেখা যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বামেরা পুজোয় বিশ্বাসী না হলেও পুজোমণ্ডপের আশপাশে বরাবরই মার্কসীয় বইয়ের স্টল খোলে। গত ১৫ বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু হিন্দু আবেগ টানতে পুজোকে জনসংযোগের হাতিয়ার হিসেবে বিজেপি যে ব্যবহার করবে ভেবেছিল, তা কতটা সফল হবে, সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

প্রবাসী বাঙালির সঙ্গে জনসংযোগ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বাংলা ও বাঙালি হেনস্তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের অভিযোগের পালটা জবাব দিতে ভিন রাজ্যে যাচ্ছে বাংলার বিজেপি নেতারা। অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো এই উপলক্ষ্যে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে জনসংযোগও সেরে নিতে চায় বিজেপি।

এই কর্মসূচির সূত্রেই রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যাচ্ছেন মোদির রাজ্য গুজরাটে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যাচ্ছেন মোদির নির্বাচনি কেন্দ্র বারাণসী। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যাচ্ছেন ত্রিপুরায়। শুধু শমীক, সুকান্ত, শুভেন্দু নন, কেন্দ্রীয় এই কর্মসূচিতে শামিল করা হয়েছে রাজ্য বিজেপির এক ঝাঁক নেতৃত্ব। সঙ্গে থাকছেন বিজেপি বিধায়করাও। তবে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তৃণমূল।

ভিন রাজ্যে বাংলা ও বাঙালিকে হেনস্তার জন্য বিজেপিকে দায়ী করে পদ্ম শিবিরকে বাঙালি বিদ্বেষী বলে দেগে দিয়েছিল তৃণমূল। তারই পালটা হিসেবে বিজেপির এই চাল। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা দুষ্মন্ত কুমার গৌতম এবং তরুণ চুকদের নির্দেশে ২০টি রাজ্যের ১০৮টি বিধানসভায় বাংলার বিজেপি নেতাদের পাঠানোর পরিকল্পনা। তার জন্য ওই সব বিধানসভায় স্থানীয় বিজেপি নেতাদের দল গড়ে দিয়েছেন চুক। তারাই বাংলার নেতাদের প্রবাসীর পুজোয় নিয়ে যাচ্ছেন। এই তালিকায় রয়েছেন দিল্লি, মুম্বই, পুনে, নাসিক, সুরাট, জয়পুর, দেরাদুন, হরিদ্বার, লখনউ, বারাণসী, রাঁচি, পাটনা, ভুবনেশ্বর, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, কোচি, তিরুবনন্তপুরম, চণ্ডীগড়, বেঙ্গালুরু, অসম এবং ত্রিপুরা। প্রবাসে যেতে হবে মোট দু'বার। কেউ যাচ্ছেন পুজোর আগে, কেউ যাচ্ছেন পুজোর পরে। ইতিমধ্যেই শমীক, রাহুল সিনহা, উত্তরবঙ্গের আনন্দময় বর্মনদের এক দফা প্রবাসযাত্রা হয়েছে। পুজোর সময় দেরাদুন ও হরিদ্বারে যাওয়ার কথা লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

পুজোর আগে ও পরে মুম্বই যাচ্ছেন রূপা, রুদ্রনীল, নিশীথ প্রামাণিকরা। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের গন্তব্য চেন্নাই। মালতী রাভা রায় যাবেন অসমে। শিখা চট্টোপাধ্যায় যাবেন দিল্লি। প্রথম দফায় চণ্ডীগড় থেকে ফিরে রাহুলের দাবি, 'আমাদের কর্মসূচির সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির হেনস্তার কোনও সম্পর্ক নেই। তবে এটা ঠিক বিধানসভা ভোটে প্রবাসী বাঙালিরা যাতে এই রাজ্যে থাকা তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের বিজেপির পাশে থাকতে বলেন সেই ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে। একই কথা বলছেন অনেকেই। তবে অধিকাংশ মানছেন তৃণমূলের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে যাতে প্রবাসী বাঙালিরা '২৬-এর ভোটের সময় বিজেপির পাশে দাঁড়ান, সেই আবেদন জানাতেই তাঁদের এই প্রবাসযাত্রা। যেমন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো রসিকতা করে বললেন, 'আমি যাব রাঁচিতে। সকালে যাব বিকেলে ফিরব। এক ঢিলে রথ দেখা, কলা বেচা-দুই সারব।

প্রবাসে বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'এটা হচ্ছে বিজেপির পলিটিক্যাল ট্যুরিজম। প্রবাসে বাঙালিদের কাছে ভোট চাইতে যাওয়ার নাম করে পিকনিকের আসর বসাচ্ছেন বিজেপি নেতারা।'

মন্ত্রীর আয়ের উৎসের খোঁজে মুরারইয়ে ইডি

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আরও চাপের মুখে পড়লেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিটও দিয়েছে ইডি। শুক্রবার তাঁর আয়ের উৎস খতিয়ে দেখতে বীরভূমের মুরারই-২ ব্লকের পাইকরে কৃষি বিভাগের সহ অধিকর্তার দপ্তরে পৌঁছোন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। চন্দ্রনাথ কৃষিজ সামগ্রী থেকে আয় করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। সেই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখতে তাঁরা কৃষি দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখান থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। এই মামলায় ধৃত কুন্তল ঘোষের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে অভিযোগ। জেরায় কুন্তল দাবি করেছিলেন, চন্দ্রনাথ তাঁকে চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন। এর আগে চন্দ্রনাথের বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইডি নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল। কিন্তু ওই টাকার উৎস কী তা চন্দ্রনাথ দিতে পারেননি। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সাক্ষ্য এসএসসি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যানের

'বেআইনি নিয়োগে চাপ পার্থ, মুকুলের'

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতা মুকুল রায় বেআইনি নিয়োগের জন্য চাপ দিতেন, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে এমনটাই দাবি করলেন এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। শুক্রবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাতে প্রথমদিনের সাক্ষী ছিলেন চেয়ারম্যান। তখনই তিনি আদালতে দাবি করেন, তাঁর ওপর মুকুল রায় ও পরোক্ষভাবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। বেআইনি নিয়োগের জন্য তাঁকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতেও ডাকা হয়েছিল। চাপ নিতে না পেরে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে আদালতে জানান।

বিচারক জানতে চান কে চাপ দিয়েছে? উত্তরে পার্থ, মুকুলের নাম জানান চিত্তরঞ্জন। পালটা পার্থর আইনজীবীর অভিযোগ, দ্বাদশ আরএলএসটি পরীক্ষা নিয়ে নানান অভিযোগ উঠেছিল। তাতে সিবিআই কেন তদন্ত করেনি? সাক্ষী জানান, কোনও অভিযোগ ছিল না। পালটা পার্থর আইনজীবী সাক্ষীর ওপর সিবিআইয়ের চাপের বিষয়ে দাবি করেন। এই মামলায় ৮ জন সাক্ষী রয়েছে। শনিবারও শুনানি রয়েছে।

শুধু মহালয়া এলে ব্যস্ততা রেডিওম্যানের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : রেডিওটার কলকব্জা প্রায় খুলেই গিয়েছে। সেটাই সারিয়ে ফেললেন অমিতরঞ্জন কর্মকার। কুমোরটুলি মৃৎশিল্প সমিতির পাশে ৮ ফুট বাই ৪ ফুটের একটি দোকান। সেখানেই বছরের পর বছর ধরে নানা পার্টস দিয়ে তিনি সারিয়ে তোলেন রেডিও। মহালয়া এলেই তাঁকে নাওয়াখাওয়া ভুলতে হয়। কুমোরটুলির বনমালি সরকার স্ট্রিটেই রয়েছে কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো রেডিওর দোকান। সেখানে বসে মরচে ধরা যন্ত্রগুলি সরিয়ে রেডিওতে প্রাণ এনে দেওয়াই অমিতরঞ্জনবাবুর কাজ।

ছয়ের দশকে তাঁর বাবা শান্তিরঞ্জন কর্মকারের হাত ধরে রেডিও মেরামতের এই দোকানটি তৈরি হয়েছিল। পরে তিনিও ১৯৭৬ সাল থেকে এই কাজে জড়িয়ে পড়েন। এবছর মহালয়ায় কেমন ব্যস্ততা? বললেন, 'এখনও পর্যন্ত ২১টি রেডিও সারিয়ে ফেলেছি। হাতে এখনও অনেক কাজ বাকি। এবছর ৮০টি রেডিও সারানো হয়ে যাবে।' জানালেন, 'ভারতীয় নৌবাহিনীতে চাকরির সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের জন্য পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। তারপরই এই কাজে আসি।' সংসার চলে? বললেন, 'এই কাজে দিনে ২০০-২৫০ টাকা হয়। তাতে চলে যায়। তবে পুজোয় কুমোরটুলিতে অনেকে ঠাকুর দেখতে এলে তখন খরিদ্দার পাই। মনে আছে, ১৯৮২ সালে মহালয়াতে ৭০০০ টাকার বেশি উপার্জন করেছিলাম।'

মহালয়া গ্যাজেটমুখী বর্তমান জেড জেনারেশনের কাছে কতটা আবেগের তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বাণী কুমারের বিষয় ভাবনা মিলিয়ে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠান এখনও এই প্রজন্মের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। মহালয়ার দিন তারাও অমিতবাবুর দোকানের সামনে ভিড় জমান। কিন্তু এই পেশা নিয়ে মোটেও আগ্রহী নয় তারা। অমিতবাবুর কথায়, 'কেউ কি চাইবে তাঁর সন্তান এত কম টাকা উপার্জন করুক? আমার নিজের ছেলে চাকরি করে। আমি হলফ করে বলতে পারি, ভবিষ্যতে কেউ এই কাজ করবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।'

বুশ, মারফি, ফিলিপস, টেলিফানকেন, সন্তোষ কোম্পানির রেডিওগুলি তাঁর দোকানকে যেন মিউজিয়াম করে তুলেছে। সবেচেয়ে পুরোনো ১৯৪৪ সালের ফিলিপসের রেডিওটি। সংরক্ষণ কি আপনার নেশা? বললেন, 'অনেকে সারাতে দিয়ে গিয়েছিল। পরে আর ফেরত নিয়ে যায়নি। ওদের কাছে এগুলি জঞ্জাল হলেও আমার কাছে প্রাণ। তাই গুছিয়ে রেখে দিয়েছি।'

ব্যস্ত রেডিওম্যান অমিতরঞ্জন কর্মকার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

কখনও রেডিও সারিয়ে দিতে না পারলে আপনি কী করেন? জানান, 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্বার্থে আমার কাছে থাকা রেডিও দিই তাঁরা শুনে ফেরত দিয়ে যান। আমার কাছে '৭২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সব পার্টস রয়েছে। তাই সারিয়ে দিতে পারি না এমন ঘটনা কম।' খড়ের কাঠামোয় মাটি লেপতে লেপতে মৃৎশিল্পীদের তরফে তাঁর কাছে অনুরোধ আসত, 'জয়মালা, আপকে ফরমাইস, হাওয়ামহল চালান না।' সেই সময় এখন আর নেই। ব্যস্ততা থাকে শুধু মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনা হতেই। তবে যে কুমোরটুলিতে দেবী দুর্গা মৃণ্ময়ী রূপ পান তার এক কোনায় বিকল যন্ত্রটিতে প্রাণদান যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে।

অরুণ আলোর অঞ্জলি

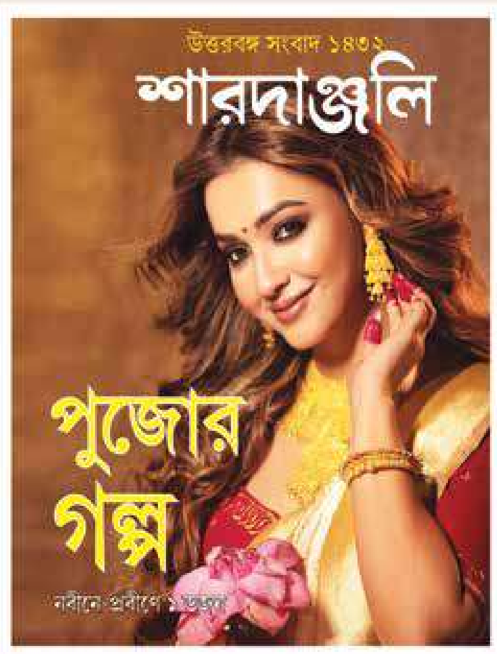

মহালয়া ১৪৩২
শরৎ। আসে। হাসে। কাশে। আকাশে। আশ্বাসে। আলোর ফুলকি লাগে। তনু-মনে। জীবনে। জীবনছুঁয়ে উঠে আসে গল্পেরা। নবীনে-প্রবীণে, নিবেদনে ১ ডজন গল্প।

পুজোর গল্প

বিপুল দাস — কাটামুণ্ডের রহস্য
সেবন্তী ঘোষ — হেমনলিনীর গল্প
অনির্বাণ নাগ — এক কামরার দূরত্ব
অনিন্দিতা গুপ্ত রায় — সে নহি সে নহি
হিমাংশু রায় — বোদংয়ের প্রথম মহালয়া
মনোমিতা চক্রবর্তী — উপলব্ধি
মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী — জানি নাই তো, তুমি এলে
রাজন্যা ভৌমিক — ডাক্তার রায়
শুভ্র মৈত্র — কলের মিস্ত্রি
শুভ্রদীপ চৌধুরি — থিমের নাম জ্বর
শুভ্র চট্টোপাধ্যায় — মায়ের ডাক
রাজা সাহা — উদ্ভিদ
শবরী চক্রবর্তী — কি জাদু রামের নামে
পুজোর ট্রেন্ড সাইয়ারা

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

মিউনিখের পুজোয় হৃদয়ের টান

সুহৃতা গঙ্গোপাধ্যায়

মিউনিখ, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রবাসে থেকেও বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর যে আবেগ ও ঐক্যের ছবি আঁকা হয়, তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ মিউনিখের 'সম্প্রীতি' সংগঠন। গত ছয় বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে 'শারদ সম্প্রীতি' নামে এই আয়োজন হচ্ছে দুর্গোৎসব হিসাবে, যা আজ প্রবাসী বাঙালিদের পাশাপাশি স্থানীয় জার্মান সমাজেও একটি বহুল প্রতীক্ষিত উৎসবে পরিণত হয়েছে।

সংগঠনের সদস্যরা প্রত্যেকেই নানাভাবে বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। পুজোর প্রতিটি খুঁটিনাটি—মণ্ডপ সাজানো, ফল কাটা থেকে দেবীর ভোগ রান্না করা—সবই সদস্যদের নিজস্ব উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। কলকাতা থেকে বিশেষভাবে আগত পুরোহিত মহাশয় প্রথম দিন থেকেই আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রবিধি মেনে করেন। আর হ্যাঁ, বিদেশের কোনও উইক এন্ড পুজো নয়, রীতিমতো শাস্ত্রমতে পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট মেনে ষষ্ঠী থেকে দশমী পুজো হয় 'শারদ সম্প্রীতি'র।

দিনের বেলায় পুজোপাঠ আর অঞ্জলি, সন্ধ্যায় আনন্দোৎসব—এভাবেই জমে ওঠে উৎসবের আবহ। নাচ, গান, নাটক আর সংগীতানুষ্ঠান দিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে প্রতিটি সন্ধ্যা। এর জন্য প্রবাসী পরিবারের শিশুর দল থেকে শুরু করে বড়রা মাসের পর মাস ধরে মহড়া দেয়। সত্যিই দিনে দিনে এই মঞ্চ হয়ে উঠেছে প্রতিভা প্রকাশের এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম।

এখানে বাচ্চারা যারা সারা বছর জার্মান ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়, এই পাঁচদিনেই যেন স্বাদ পায় নিখাদ বাঙালিয়ানার। মাতৃভাষার গান, ঢাকের আওয়াজ আর পুজোর আবহ তাদের অজান্তেই ফিরিয়ে নিয়ে যায় অচেনা শিকড়ের কাছে।

সম্প্রীতির দুর্গোৎসব কেবল প্রবাসী বাঙালিদের নয়, মিউনিখের স্থানীয় জার্মান সম্প্রদায়কেও যুক্ত করেছে এই মিলনমেলায়। তাঁরা এসে ভোগ খেয়ে, আনন্দে মেতে, বাঙালিয়ানার উষ্ণতাকে কাছ থেকে অনুভব করেন। স্থানীয় প্রশাসনের বিশিষ্ট অতিথিরাও প্রতিবছর এসে এই উৎসবে অংশ নেন। ফলে প্রবাসী উৎসবটি পেরিয়ে যায় কেবলমাত্র আঞ্চলিকতার সীমা, পরিণত হয় এক বহু সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে।

সম্প্রীতির সদস্য তিয়াশা বললেন, 'আমাদের সত্যিই বড় সৌভাগ্য যে প্রবাসে থেকেও একটা 'ঘর' পেয়েছি। এখানে দুর্গাপুজো নিয়ে যে আগ্রহ আর আনন্দ দেখি, তা একেবারে কলকাতার মতো। এই পাঁচদিন আমরা অন্য কিছু ভাবিই না—কাজ, পড়াশোনা, ফন্দিফিকির সব ভুলে যাই। শুধু দেবীর আবাহন আর উৎসবের আনন্দ। পরিবার থেকে দূরে থাকলেও সম্প্রীতিই এখন আমাদের দ্বিতীয় পরিবার।'

মিউনিখে প্রবাসী বাঙালিদের এই দুর্গোৎসব প্রমাণ করে, ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক, বাঙালির হৃদয়ের টান, মিলন আর মায়ার উৎসব কোনওদিন ম্লান হয় না। বরং এই দূরত্বই যেন একে আরও আবেগময় করে তোলে।

মোদির ছবিতে না দিল্লির উদ্যোক্তাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখার যে নির্দেশ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা দিয়েছিলেন, তা মানা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল রাজধানীর পুজো কমিটিগুলি। দিল্লির সবচেয়ে বড় বাঙালি পাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কের একাধিক পুজা কমিটি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই নির্দেশ মানবে না। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি, চিত্তরঞ্জন পার্ক মেলা গ্রাউন্ডের পুজো, ডি ব্লকের পুজো, ই ব্লকের পুজো এবং করোলবাগের পুজা সমিতিরও একই মত। ডি ব্লকের দুর্গাপূজা সমিতির সম্পাদক আশিস সোম বলেন, 'মায়ের পায়ের কাছে কোনও ব্যক্তির ছবি রেখে এবং তার সামনে মন্ত্র উচ্চারণ এবং মায়ের উদ্দেশে নিবেদিত ফুল তার ফোটোতে দেওয়া, ব্যাপারটা

নির্দেশ অমান্য

মানতে পারিনি, তাই এরকম কিছুই হবে না আমাদের পুজোমণ্ডপে।'

একই কথা শোনা গিয়েছে করোলবাগ পুজো সমিতির সভাপতি দীপক ভৌমিকের গলাতেও। তিনি বলেন, 'এটা রাজনৈতিক বিষয় নয়। মায়ের পুজো ভক্তি ভরে করা হবে। এখানে রাজনীতির কোনও জায়গা নেই। পুজোর ক'দিন রাজনীতির বাইরেই আমরা আনন্দে কাটাতে চাই।' স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় বিজেপিকে বিঁধেছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'মা দুর্গা যেখানে নিজেই বিশ্বজননী, সেখানে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি রাখা হবে কেন? বিজেপি কি তাহলে নরেন্দ্র মোদিকে একজন দেবতা বলে মনে করে? বিজেপি ভোটের স্বার্থে মানুষের আস্থা নিয়ে খেলছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।' আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের নির্দেশ খুবই নিন্দাজনক। মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখার নির্দেশ দিয়ে তিনি আরও একবার প্রমাণ করেছেন যে, বিজেপি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে।'

মালয়েশিয়ায় বৈঠকের সম্ভাবনা

ভারত-মোদির ঘনিষ্ঠ আমি, সুর নরম ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া থেকে তেল আমদানি বন্ধ না করায় ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তারপরেও ভারত অবশ্য রুশ তেল কেনা জারি রেখেছে। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে নয়াদিল্লি। এদিকে শুল্কের পরিমাণ না কমালেও ধাপে ধাপে সুর নরম করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তাঁর কথায়, 'আমি ভারতের খুব ঘনিষ্ঠ। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও খুব ঘনিষ্ঠ। কিছু দিন আগে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো।' ভারতের ওপর বেনজির শুল্ক আরোপের কারণে ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। রাশিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি তেল আমদানি করে চিন। অথচ তাদের ওপর ভারতের চেয়ে কম শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকটি দেশও রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। তাদেরও খুব কম শুল্ক দিতে হচ্ছে। এমনকি আমেরিকা নিজে রাশিয়া থেকে কোটি কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করছে।

তিনি বলেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়া থেকে তেল কিনছে। আমি তাদের অনুমোদন দিয়েছি। চিন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আগের চেয়ে অনেক বেশি শুল্ক দিচ্ছে। তবে আমি আরও কিছু পদক্ষেপ নিতে চাই। কিন্তু যাদের জন্য লড়াই করছি তারাই যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনে তাহলে সেটা করা যাবে না।' কূটনৈতিক লড়াইয়ে রাশিয়া যে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ট্রাম্প।

সূত্রের খবর, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় যোগ দিতে চলতি মাসের শেষে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী। ফলে সেখানে মোদি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা নেই। তবে অক্টোবরে মালয়েশিয়ায় আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে দুই নেতার বৈঠক হতে পারে। আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিতে মোদি, ট্রাম্প দু'জনেরই মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা।

নয়াদিল্লির পাশে মস্কো

মস্কো, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভারত ও চিনের মতো শক্তিশালী এবং প্রাচীন সভ্যতাকে হুমকি দিয়ে চাপে ফেলা যাবে না। বক্তা রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তাঁর মতে, আমেরিকা যেভাবে বিভিন্ন দেশের তেল বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে তার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে দেশগুলিকে নতুন বাজার এবং তেলের নয়া উৎসের খোঁজ করতে গিয়ে খরচা বাড়ছে। লাভরভ বলেন, 'ভারত ও চিন প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। আমার ভালো লাগছে না, তাই এটা বন্ধ কর। এটা হতে পারে না। ওদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলে কোনও লাভ হবে না।'

গেরুয়া-ঝড়ে কুপোকাত হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ভোট চুরি রুখতে দেশের তরুণ প্রজন্ম বিশেষ করে জেন জেডের ওপর আস্থা রেখেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। দেশজুড়ে তাঁর ডাকে কতটা সাড়া পড়বে সেটা এখনও স্পষ্ট না হলেও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বুঝিয়ে দিয়েছেন, গেরুয়া শিবিরই তাঁদের যাবতীয় আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল। শুক্রবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডিইউএসইউ) নির্বাচনের যে ফল ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট

সভাপতি পদে কংগ্রেস প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। দীর্ঘ সাত বছর বাদে ২০২৪ সালে ওই পদে জিতেছিল এনএসইউআই। হাত শিবিরের আশা ছিল, ওই পদে এবারও তারাই জয়ী হবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়ে এনএসইউআই প্রার্থী জোসেলিন নন্দিতা চৌধরীকে ১৬ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন এবিভিপির আরিয়ান মান। সভাপতির পাশাপাশি ডিইউএসইউয়ের সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদেও জিতেছেন যথাক্রমে এবিভিপির কুণাল চৌধরী এবং দীপিকা ঝা। তবে সহ সভাপতি পদে জয়ী হয়ে কংগ্রেসের মান রেখেছেন এনএসইউআইয়ের রাহুল ঝনসালা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পদ্ম বনাম হাতের মারকাটারি লড়াইয়ে কার্যত উড়ে গিয়েছে দুই বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং আইসা।

গণস্বাক্ষর অভিযানে কংগ্রেস

রাহুলের জেন জেড বার্তায় তোপ পদ্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ, নেপালে রাজনৈতিক পালাবদলের নেপথ্যে গুরুদায়িত্ব পালন করেছে জেন জেড। পড়শি মুলুকগুলির দেখাদেখি ভারতের জেন জেড প্রজন্ম দেশকে কোনও রাজনৈতিক ইতিহাসের সামনে এনে দাঁড় করাবে কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে নিরন্তর। এই পরিস্থিতিতে দেশে ভোট চুরি আটকানোর দায়িত্ব জেন জেডের কাঁধে তুলে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। আর তাতেই চটেছে বিজেপি।

বৃহস্পতিবার দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ভোট চোরদের রক্ষা করার অভিযোগ তুলেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেই প্রসঙ্গে তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'দেশের তরুণ, দেশের ছাত্রছাত্রী, দেশের জেন জেড সংবিধানকে বাঁচাবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে এবং ভোট চুরি আটকাবে। আমি তাদের সঙ্গে সবসময় রয়েছি। জয় হিন্দ।' কীভাবে কর্ণাটকের আলন্দ কেন্দ্রের ৬ হাজারেরও বেশি ভোট মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই তথ্য বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেছিলেন রাহুল। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে তার একটি ভিডিও ক্লিপিং পোস্ট করেন রায়বেরেলির সাংসদ। শুধু ভিডিও ক্লিপিং নয়, ভোট চুরির কৌশলও বাতলেছেন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, 'ভোর চারটেয় উঠে ৩৬ সেকেন্ডে ২ জন ভোটারের নাম মুছে দিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়া- এভাবেই হয়েছে ভোট চুরি।' তাঁর কটাক্ষ, 'ভোটের চৌকিদার জেগে থাকলেন, চুরি দেখলেন, চোরকে রক্ষাও করলেন।'

বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এক্সে লেখেন, 'জেন জেড পরিবারতন্ত্রের রাজনীতির বিরোধী। তারা কেন নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব এবং সোনিয়া গান্ধিকে পছন্দ করবেন? তারা তো দুর্নীতির বিরোধী। তাহলে তারা কেন আপনকে ছুড়ে ফেলে দেবে না?' রাহুলকে নিশানা করে দুবের সাফ কথা, 'জেন জেড চাইছে বাংলাদেশ যেন ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অপরদিকে নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চেষ্টা চলছে। তাহলে ওঁরা কেন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চেষ্টা করবেন না? দেশ ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করুন। ওঁরা আসছেন।'

এদিকে ভোট চুরির অভিযোগকে হাতিয়ার করে এবার দেশজুড়ে বড়সড়ো স্বাক্ষর অভিযানে নামতে চলেছে কংগ্রেস। এদিন এক ভিডিওবার্তায় দলের ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ভদরা বলেন, 'আমি সবার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদের ভোট চুরির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযানে যোগদান করুন। আপনাদের প্রত্যেকের আওয়াজ সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রতিটা ভোট, প্রতিটা সই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, এই স্বাক্ষর অভিযানের মাধ্যমে জনগণকে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের অংশ করে তোলা হবে এবং ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য চাপ বাড়ানো হবে।

জঙ্গি তোষণের অভিযোগ : কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জঙ্গি তোষণের পালটা অভিযোগ শানাল পদ্মশিবির। শুক্রবার বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য জেকেএলএফ নেতা ইয়াসিন মালিকের হলফনামার একটি প্রতিলিপি পোস্ট করেছেন। মালব্যের অভিযোগ, গতমাসের ২৫ তারিখ দিল্লি হাইকোর্টে ওই হলফনামায় বলা হয়েছে, ২০০৬ সালে ভারতের গোয়েন্দা কর্তাদের অনুরোধে ২৬/১১-র মাস্টারমাইন্ড লস্কর প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ইয়াসিন মালিক। অমিত মালব্যের অভিযোগ, ওই বৈঠকের পর ইয়াসিন মালিককে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং। তাঁর সাফ কথা, যদি ইয়াসিন মালিকের দাবি সত্য হয় তাহলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা ও খিড়কির দরজা দিয়ে কূটনীতি নিয়ে গভীর প্রশ্ন উঠছে।

পাক সৌজন্যে আপ্লুত পিত্রোদা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসকে ফের অস্বস্তিতে ফেললেন দলের বৈদেশিক শাখার প্রধান স্যাম পিত্রোদা। পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যে বিতর্ক ছড়িয়েছে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্যাম বলেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা নেপালের মানুষ এতটাই উদার ও বন্ধুবৎসল যে সেখানে গেলে 'বিদেশে আছেন' বলে তাঁর মনেই হয় না। তাঁর মনে হয়, যেন নিজের বাড়িতে আপনজনদের সঙ্গেই আছেন। স্যামের মতে, ভারতের উচিত পড়শি দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নত করা। তাঁর কথায়, 'ওরা সবাই ছোট, সবারই সাহায্যের প্রয়োজন, সবাই কঠিন সময় পার করছে। তাই ওদের সঙ্গে লড়াইয়ের কোনও মানে হয় না। অবশ্যই সন্ত্রাসবাদের সমস্যা আছে। কিন্তু দিনের শেষে সবাই একই গোত্র বা রক্তের সম্পর্কের অংশ।'

প্রবীণ কংগ্রেসির এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি তীব্র আক্রমণ করেছে শতাব্দী প্রাচীন দলের নেতৃত্বকে। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালার অভিযোগ, কংগ্রেসের পাকিস্তান প্রীতি সবার জানা। পিত্রোদার বক্তব্য প্রমাণ করে, 'পাকিস্তানের প্রতি কংগ্রেসের ভালোবাসা অফুরান'। তাঁর দাবি, কংগ্রেস সব সময় পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়, যা কেবল দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তা নয়, একইসঙ্গে মনোবলও নষ্ট করে সেনাবাহিনীর।

অস্কারের দৌড়ে 'হোমবাউন্ড'

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : অস্কারের দৌড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শামিল হল ভারত। ২০২৬-এর অস্কারের বাছাই পর্বের জন্য মনোনীত হয়েছে ঈশান খট্টর, বিশাল জেঠওয়া এবং জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'হোমবাউন্ড'। ছবির পরিচালক নীরজ ঘায়ওয়ান। ২০২৫-এর কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'আনসার্টেন রিগার্ড' বিভাগে মনোনীত হয়েছিল হোমবাউন্ড। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল ছবিটি। অস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত নীরজ ঘায়ওয়ান বলেন, 'হোমবাউন্ডকে অস্কারে ভারতের এন্ট্রি হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি সম্মানিত বোধ করছি।' দুই বন্ধুর জীবনযুদ্ধের গল্প ছবিটি অস্কারের দৌড়ে শামিল হওয়ায় নীরজ ঘায়ওয়ানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পরিচালক করণ জহার।

বালোচ আর্মির জঙ্গি তকমা আটকাল আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তান ও চিনের সাধ ভেস্তে গেল। বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ), তার আত্মঘাতী শাখা সংগঠন মজিদ ব্রিগেড নিষিদ্ধ হল না। তাদের নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এনেছিল পাকিস্তান ও তার 'বন্ধু' দেশ চিন। তা ধোপে টিকল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন যৌথভাবে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আটকে দিল ইসলামাবাদ ও বেজিং সরকারের প্রস্তাব। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন জানিয়েছে, আল কায়দা ও আইসিস (খোরসান) জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে বিএলএ ও মজিদ ব্রিগেডের যুক্ত থাকার কোনও পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

১৬ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপে থাকার পর উদ্ধার

দেরাদুন, ১৯ সেপ্টেম্বর : রাখে হরি মারে কে! উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার নন্দনগড়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর ১৬ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে থাকা অবস্থায় জীবিত উদ্ধার করা হল এক তরুণকে। এই প্রায় অলৌকিক ঘটনার পর সেখানে উদ্ধারকাজ আরও জোরকদমে শুরু চলছে।

বুধবার গভীর রাতে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানের জেরে বিপর্যয় নেমে আসে নন্দনগড় এলাকায়। শুক্রবার সেখান থেকেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয় ওই তরুণকে। পুলিশ জানিয়েছে, কুনতাড়ি ও ধুরমা গ্রামে এখনও উদ্ধার তৎপরতা চলছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আইটিবিপি ও স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন দিন-রাত কাজ করছেন আটকে পড়া মানুষদের খুঁজে বের করতে।এদিকে দেরাদুন-মুসৌরি হাইওয়েতে ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর বিকল্প হিসাবে অস্থায়ী বেইলি ব্রিজ তৈরি করেছে রাজ্য পূর্ত দপ্তর। ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও উদ্ধারকাজ নিয়ে খোঁজখবর নেন। তিনি জানান, অন্তত ২০০ জন এই

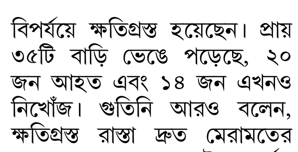

বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রায় ৩৫টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে, ২০ জন আহত এবং ১৪ জন এখনও নিখোঁজ। গুতিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা দ্রুত মেরামতের কাজ চলছে এবং সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সব জেলায় সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় থাকবে। চারধাম যাত্রায় বেরোতে ইচ্ছুক ভক্তদের তিনি আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মেনে পরিকল্পনা করার আর্জি জানান।

ফের পিছোল খালিদের আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা মামলায় অভিযুক্ত উমর খালিদ সহ কয়েকজনের জামিনের আবেদনের শুনানি আবার পিছিয়ে গেল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই আবেদনগুলির শুনানি হবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি মনমোহনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা ওঠে। দিল্লি হাইকোর্ট উমর খালিদ, শরজিল ইসলাম, গুলশিমা ফাতিমা, মীরন হায়দর সহ নয়জনের জামিন খারিজ করেছিল।

NOTICE INVITING e-TENDER

Tender are invited vide (1) e-NIT No. 01/ APAS /2025-26, Memo No. 1771/G-II, Dated: 11/09/2025 (2) e-NIT No. 02/ APAS/2025-2026, Memo No. 1772/G-II, Dated: 11/09/2025, (3) e-NIT No. 03/APAS/2025-2026, Memo No. 1773/ G-II, Dated. 11/09/2025, (4) e-NIT No. 04/APAS/2025-2026, Memo No,1174/ G-II, Dated 11/09/2025, (5) e-NIT No. 05/APAS/2025-2026, Memo No. 1775/ G-II, (6) e-NIT No. 09/2025-2026, Memo No. 785/G-II, Dated.16/09/2025 of the undersigned, intending bidders may participate throhgh http://wbtenders.gov.in and/or may contact this office for details.

Sd/-
Block Development Officer
Goalpokher-II Dev Block
Chakulia, Uttar Dinajpur

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মইদুল ইসলাম - কে 27.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74A 52193 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের জয় আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে, আমার মতো অনেকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন এবং তাদের পরিবারকে সর্বোত্তম জীবন উপহার দিচ্ছেন। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফুচকার জন্য রাস্তায় ধর্না

ভদোদরা, ১৯ সেপ্টেম্বর : মিছিল, মিটিং বা বর্ষার জল জমার কারণে যানজট তো অনেক দেখেছেন। কিন্তু দু'টি ফুচকা কম পাওয়ার জেরে গোটা রাস্তায় জ্যাম! এমন অলৌকিক ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম দেখল গুজরাটের ভদোদরা। শুনেই হাসি পাচ্ছে তো? কিন্তু না হেসে উপায় নেই, কারণ এই অবিশ্বাস্য কারণেই শহরের সুরসাগর লেক এলাকায় বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছিল এক 'ফুচকা-প্রেমী' মহিলার হাতে!

ঘটনার সূত্রপাত খুব সামান্য—কুড়ি টাকার ফুচকা প্যাকেজ। সাধারণত ছ'টি ফুচকা পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মহিলা দাবি করছেন, বিক্রেতা তাঁকে নাকি দিয়েছেন মাত্র চারটি! ব্যস, আর যায় কোথায়! প্রিয় ফুচকা নিয়ে এমন 'প্রতারণা' সহ্য করার পাত্রী ছিলেন না ওই মহিলা। সাথে সাথেই তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন— ঠিক মাঝখানে!

আবেগে টইটম্বুর হয়ে মহিলা

তুলকালাম ভদোদরায়

সেখানেই ধরনা শুরু করলেন। দাবি একটাই, 'আমার আর দু'টো ফুচকা চাই! না পেলে রাস্তা থেকে উঠছি না!' মোটরগাড়িগুলো তাঁকে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, আর চারপাশে ভিড় জমিয়েছে উৎসুক জনতা। সবাই যে যার মোবাইলে এই অভূতপূর্ব 'ফুচকা-যুদ্ধ' ক্যামেরাবন্দী করতে ব্যস্ত। এ যেন সত্যিকারের 'আন্দোলন'-এর মঞ্চ!

অবশেষে পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ এল। কিন্তু তাতেও নাটক থামেনি। পুলিশকে দেখেই মহিলা হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর একটাই আর্জি, ওরা যেন ফুচকাওলাকে বলে বাকি দুটি ফুচকা দেওয়া নিশ্চিত করে! গুজরাট পুলিশেরও এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি সামলানোর অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি।

পৃথিবীর পাঠশালা

ম্যাগনোলিয়া মৌমাছির চেয়েও পুরোনো!

ম্যাগনোলিয়া ফুল পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো ফুলগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রায় সাড়ে ৯ কোটি বছর আগে যখন এই ফুলটি জন্ম নেয়, তখন মৌমাছি বলে কোনও পতঙ্গের জন্মই হয়নি! তখন ম্যাগনোলিয়া ফুলের পরাগায়ন হত এক ধরনের পোকার মাধ্যমে। তাই এই ফুলের পাপড়িগুলো খুব পুরু ও শক্ত। আজকের দিনেও এই ফুলের পরাগায়ন মৌমাছির পরিবর্তে পতঙ্গের দ্বারা হয়। এই ফুলটি বিবর্তনের এক জীবন্ত ইতিহাস।

সর্বভুক মঙ্গেতৌ

পৃথিবীতে কত অদ্ভুত মানুষই না আছে! এমনই একজন ছিলেন ফ্রান্সের মিশেল লোটিটো, যিনি পরিচিত ছিলেন 'মিঃ মঙ্গেতৌ' বা 'মিঃ ইট-অল' নামে। তাঁর এই অদ্ভুত ক্ষমতার কারণ ছিল এক ধরনের শারীরিক সমস্যা, যার ফলে তাঁর পাকস্থলী ও অন্ত্রের আস্তরণ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি পুরু ছিল। এর ফলে তিনি এমন জিনিসও হজম করতে পারতেন যা সাধারণ মানুষের জন্য মারাত্মক হতে পারে। তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময়েই ধাতু, কাচ, রাবার এবং এমনকি সাইকেলের মতো জিনিসও খেয়ে ফেলতেন!

অসুখী ছুটি

চিনের একটি কোম্পানি সম্প্রতি তাদের কর্মীদের জন্য একটি অদ্ভুত ছুটি চালু করেছে, যার নাম 'অসুখী ছুটি'। পান দং লাই নামের একটি রিটেল চেন তাদের কর্মীদের বছরে দশদিনের ছুটি দেয়, যদি তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা খুশি নন। কোম্পানির মালিকের কথায়, 'সবারই জীবনে খারাপ সময় আসে। তাই যদি তুমি খুশি না হও, তাহলে কাজে আসার দরকার নেই।' ম্যানেজাররা এই ধরনের ছুটি বাতিল করতে পারবেন না। চিনের '৯৯৬' (সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা, সপ্তাহে ৬ দিন কাজ) কাজের সংস্কৃতির বিপরীতে এটি একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ।

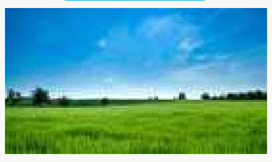

জমি যার, অধিকার সবার

আপনি কি জানেন যে অনেক দেশে চাইলেই আপনি অন্যের ব্যক্তিগত জমিতে হেঁটে যেতে পারেন? ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২০০০ সাল থেকে 'রাইট টু রোম' নামে একটি আইন চালু হয়েছে, যা পাহাড়, বন ও জলাভূমিতে হাঁটার জন্য সাধারণ মানুষকে অধিকার দিয়েছে। তবে স্কটল্যান্ডে এই নিয়ম আরও উদার। ২০০৩ সালের একটি আইনের মাধ্যমে সেখানে অধিকাংশ ব্যক্তিগত জমি এবং জলাশয়ে অবাধে হাঁটা, সাইকেল চালানো এবং এমনকি ক্যাম্প করারও অনুমতি আছে। এটি নাগরিকদের প্রকৃতির কাছাকাছি থাকার একটি বড় সুযোগ করে দিয়েছে।

গৌড় কলেজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা

পড়ুয়াদের বিক্ষোভে উত্তাল

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুরাতন মালদা শহরের গৌড় কলেজে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপিকা নাফিসা খান লোদির কলেজ ছাড়ার দাবিতে ফের উত্তাল হল কলেজ ক্যাম্পাস। শুক্রবার দুপুরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের মূল ফটক বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান, যার ফলে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ ক্যাম্পাসের ভেতরে আটকে পড়েন।

এদিন বেলা তিনটে নাগাদ কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের পড়ুয়ারা অধ্যাপিকার কলেজ ছাড়ার দাবিতে স্লোগান দিতে শুরু করেন এবং কলেজের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেন। এর ফলে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বাইরে বের হতে না পেরে ভেতরে আটকে পড়েন এবং তাঁদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়। একপর্যায়ে গেট খুলে দিলে হুড়োহুড়ি করে ছাত্রছাত্রীরা বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, যার ফলে কয়েকজন পড়ে যান।

ঘটনার খবর পেয়ে কলেজের অধ্যক্ষ অসীমকুমার সরকার ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা তাঁদের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে শিক্ষিকাসুলভ আচরণের অভাব এবং অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলার কারণে নোটিশ পেয়েছেন বলে দাবি করেন। অধ্যক্ষকে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানান ছাত্রছাত্রীরা। যদিও তাঁরা সংবাদমাধ্যমে এই বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনা প্রথম নয়। এর আগেও শিক্ষার্থীরা এই অধ্যাপিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এবং অধ্যক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ না করায় ছাত্রছাত্রীরা ক্ষুব্ধ ছিলেন। সম্প্রতি, এই বিরোধের জেরে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অধ্যাপিকার পক্ষ থেকে মানহানি মামলার নোটিশ পান। এর প্রতিবাদেই শিক্ষার্থীরা ফের একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত অধ্যাপিকা নাফিসা খান লোদি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। তাই আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের সমন পাঠানো হয়েছে।'

এদিনের ঘটনায় কলেজ ক্যাম্পাসে দীর্ঘক্ষণ বিশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, 'সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপিকা নাফিসা খান লোদির কলেজ ছাড়ার দাবিতে ভেতরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। যে কারণে আমরা দীর্ঘক্ষণ কলেজের ভেতরে তালাবন্দি ছিলাম।' আরেক শিক্ষার্থী আবদুল হামিদ বলেন, 'কলেজের মূল ফটক বন্ধ থাকায় আমাদের দীর্ঘক্ষণ পরে বাইরে বের হতে হয়েছে।' কলেজের অধ্যক্ষ অসীমকুমার সরকার এ বিষয়ে বলেন, 'বিষয়টি আলোচনার মধ্যে রয়েছে। আমরা সমাধানসূত্র বের করে এনিয়ে যা বলার বলব।'

ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে আসছেন পড়ুয়ারা।

কলেজ ছাড়ার দাবি

- সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপিকা নাফিসা খান লোদির কলেজ ছাড়ার দাবিতে ফের উত্তাল হল কলেজ
- বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কলেজের মূল ফটক বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখান
- বেলা তিনটে নাগাদ কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়
- এর ফলে অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বাইরে বের হতে না পেরে ভেতরে আটকে পড়েন

ভিনরাজ্যে মৃত্যু বাঙালি পরিযায়ীর

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : কাজের জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন ভিনরাজ্যে। ভেবেছিলেন, সেখানে উপার্জন করে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেবেন। কিন্তু সেখানেই ঘটল মর্মান্তিক পরিণতি, রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটল এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের। মৃতের নাম বাবর আলি (৪০)। ঘটনায় এদিন গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার ভগবানগোলা লাগোয়া এলাকায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তিন নাবালক সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে বাবরের সংসার। মাস কয়েক আগে বাবর ছত্তিশগড়ে একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে নির্মাণশ্রমিকের কাজে যোগ দিতে যান। সেখানে তিনি ঘরভাড়া নিয়ে অন্যদের সঙ্গে থাকতেন। এই পর্যন্ত সমস্তকিছু ঠিকঠাক চললেও শুক্রবার যখন সকলে নিজেদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সেসময় পাশের একটি ইটের গাদার মধ্যে বাবরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সেখানকার স্থানীয়রা তড়িঘড়ি খবর দেন ওই সংস্থার কর্মীদের। এরপরই বাবরের সঙ্গে থাকা তাঁর ভাগ্নে আজিজুল ইসলাম সকলের সঙ্গে মিলে বাবরকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে কিছুক্ষণ বাদেই তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হয়। আর তারপরেই মৃত্যু ঘটে বাবরের।

এদিকে, স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী রুনা বিবি। কোনওরকমে নিজেকে সামলে বলেন, 'সন্তানদের কথা ভেবেই ও কাজের জন্য বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু তা বলে যে এইভাবে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। এখন এই তিন নাবালক সন্তানকে নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব সেই দুশ্চিন্তাতেই আছি। হয়তো ওকে বাইরে কাজে যেতে না দিলেই এই দিন দেখতে হত না।' অন্যদিকে বাবরের ভাগ্নে আজিজুল জানিয়েছেন, হঠাৎই কয়েকজন এসে খবর দেন, মামা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করে পরপর দুটো হাসপাতালে তাঁরা নিয়ে যান কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছু করা সম্ভব হল না।

বাবর ইতিপূর্বে গ্রামগঞ্জে ঠিকাশ্রমিকের কাজে যুক্ত থাকায় তাঁর সঙ্গে বেশ কিছু ঠিকাদারি সংস্থার পরিচয় ঘটে। তাদের মাধ্যমে টাকা উপার্জনের জন্য তিনি ছত্তিশগড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। বাবরের মৃত্যুতে তাঁর অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক রিয়াত হোসেন। তিনি বলেন, 'এই পরিবারটিকে সরকারি আর্থিক সহযোগিতা যতটা করা সম্ভব সবটাই করার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি পরিবারের সন্তানদের পড়াশোনার দিকটাও আমরা সাধ্যমতো দেখব।'

মর্মান্তিক

- মাস কয়েক আগে ছত্তিশগড়ে নির্মাণশ্রমিকের কাজে যোগ দিতে যান ওই শ্রমিক
- একটি ইটের গাদায় বাবরকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়
- সেখানকার স্থানীয়রা তড়িঘড়ি খবর দেন ওই সংস্থার কর্মীদের
- হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাঁর মৃত্যু হয়

তবু মনে রেখো... প্রয়াত শিল্পী জুবিন গর্গকে শ্রদ্ধা এএএসইউ-এর। শুক্রবার গুয়াহাটিতে।

জনরোষে বিধায়ক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাতে বৈষ্ণবনগর থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলতলা এলাকায় গঙ্গার ভাঙন পরিদর্শনে পৌঁছান বিধায়ক চন্দনা সরকার। তখনই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বিধায়ককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, বিক্ষোভের ভয়ে দিনে না এসে রাতে গোপনে পৌঁছেছেন বিধায়ক।

স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন 'নেপাল মডেল'-এর প্রসঙ্গ টেনে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু করেন। তবে বিধায়ক চন্দনার কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, গত বুধবার বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পরও তাঁকে এলাকায় দেখা যায়নি। দুর্গতের পাশে দাঁড়াতে তিনি এদিন রাতের অন্ধকারে বিহারীটোলায় পৌঁছালে ক্ষুব্ধ মানুষ তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ উগরে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'বুধবার ঘরবাড়ি সব নদীগর্ভে চলে গেলেও আমাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ ছিল না। আজ রাতে আসার মানে কী?' জনাব আলির অভিযোগ, 'গঙ্গাভাঙনে প্রতি বছর আমরা সর্বস্ব হারাই। তবু সরকারের তরফে স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা নেই। শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই দায়িত্ব শেষ!'

আব্দুর রাকিব বলেন, 'মানুষ বাঁচার লড়াই করছেন। বিধায়ক তখনও এলাকায় আসেননি। আজ মানুষ ক্ষুব্ধ। তিনি রাতের অন্ধকারে এসে চলে যাচ্ছেন। এটা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।' স্থানীয়দের অভিযোগ, গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের উদাসীনতার ফলে এই বিপর্যয় চরম আকার নিয়েছে।

গুজরাটে মৃত্যু

বৈষ্ণবনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর : বৈষ্ণবনগরের ভাঙ্গাটোলা গ্রামের শ্যামনাথ সিংহ তিন মাস আগে গুজরাটে গিয়েছিলেন উপার্জনের আশায়। আহমেদাবাদের একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ভবনে কাজ করার সময় আচমকা বিদ্যুতের তারের স্পর্শে ঝলসে যায় শরীর। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। বৃহস্পতিবার রাতে শ্যামনাথের মৃত্যুর খবর পায় পরিবার। মরদেহ বাড়ি ফিরেছে শুক্রবার দুপুরে।

২০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০ লিটার চোলাই সহ রায়গঞ্জের আবগারি দপ্তর ২ জনকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম রঞ্জন রায় ও উত্তম রায়। তাঁদের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার রূপাহার সংলগ্ন বাঘনপাড়া এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে আবগারি দপ্তর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রূপাহার বাজার থেকে ওই ২ জনকে রায়গঞ্জ আবগারি দপ্তর গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। সেখানে বিচারক তাঁদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

চ্যাট অ্যাপে নজর

প্রথম পাতার পর

(জলপাইগুড়ি রেঞ্জ) সন্তোষ নিম্বলকর। নেপালের ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে এখানকার পুলিশ যে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে তা তাঁদের কথাতেই স্পষ্ট।

নেপালে সরকারিভাবে বেশ কিছু জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা হতেই যুবসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার ফলে দেশের সরকারই পড়ে যায়। সূত্রের খবর, সেই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি ও বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর বেশ কিছু অ্যাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেগুলি তুলনামূলক কম জনপ্রিয় হওয়ায় নজরদারিও কম ছিল। সেধরনের কোনও আঁচ যাতে এখানে না পড়ে সেজন্য সাধারণ সোশ্যাল মিডিয়াগুলির পাশাপাশি 'ডিসকর্ড'-এর মতো তুলনায় কম প্রচলিত গ্রুপ চ্যাট অ্যাপগুলিতেও পুলিশ নজর রাখছে। প্রতিটি সাইবার ক্রাইম থানায় কর্মরত সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা এগুলির ওপর নজর রাখবেন। কোনও 'পোস্ট' নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

এদিকে, সাইবার ক্রাইম থানার নতুন ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এঁরা সাইবার প্রতারণার পর খোয়া যাওয়া টাকা দক্ষতার সঙ্গে উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে যাঁদের টাকা খোয়া গিয়েছিল এরকম কয়েকজনকে এদিন টাকা ফেরত দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে আইজি, ডিআইজির পাশাপাশি পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্কুবা ডাইভিংই কাড়ল প্রাণ

প্রথম পাতার পর

উত্তর-পূর্বের গায়কদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আপনাদের সামনে তুলে ধরব। সবাই আসুন, আমাদের সমর্থন করুন। চিয়ার্স!' কে জানত, সেই পোস্টের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চিরতরে জুবিনের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে। উৎসব আয়োজক কমিটির তরফে শুক্রবার জানানো হয়, স্কুবা ডাইভিং চলাকালীন তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয় এবং দ্রুত সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসা চলাকালীন অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে ৩৮ হাজার গানের রেকর্ডের স্রষ্টার সুর হারিয়ে যায় চিরদিনের মতো। প্রয়াত শিল্পীর মননে ছিল প্রতিবাদও। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন আপসহীন। যাঁর বক্তব্য ছিল, 'মরে যাব, কিন্তু কোনওদিন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করতে দেব না।'

এই প্রতিবাদী চেতনা কিন্তু জুবিনের গ্রহণযোগ্যতাকে ম্লান করে দিতে পারেনি। যে কারণে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কট্টর সমর্থক অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর শোকবার্তায় আক্ষেপ করেছেন, 'অসম তাঁর অন্যতম প্রিয় সন্তানকে হারাল। জুবিন এই রাজ্যের কতখানি ছিল, তা বোঝানোর মতো ভাষা আমার নেই। বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল। এটা তো যাওয়ার বয়স নয়।'

জুবিনের জন্ম ১৯৭২-এর ১৮ নভেম্বর মেঘালয়ের তুরায়। তাঁর নাম জুবিন বড়ঠাকুর, গর্গ তাঁর গোত্র। মা ইলি বড়ঠাকুরের কাছে তাঁর গানে হাতেখড়ি। গানের টানে কলেজের পড়া ছাড়েন জুবিন। ১৯৯২ সালে যুব উৎসবে একক গান করে স্বর্ণপদক প্রাপ্তি তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। সে বছরই প্রথম অ্যালবাম 'অনামিকা' তাঁকে উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিচিত করে। ১৯৯৫ সাল থেকে হিন্দি গান গাওয়া শুরু।

২০০৬ সালের 'গ্যাংস্টার' ছবির 'ইয়া আলি মদত আলি' তাঁকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যায়। এই গানের জন্য জেতেন ইন্ডিয়ান গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড এবং জিআইএফএ সেরা গায়কের পুরস্কার। ২০০৭-এ স্টারডাস্ট তাঁকে নিউ মিউজিক্যাল সেনসেশন শিরোপা দেয়। 'ইকোজ অফ সাইলেন্স' ছবিতে গানের জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার পান। এছাড়াও প্রজ্ঞা ও বিএফজে পুরস্কার পেয়েছেন। বেশ কিছু ছবিও প্রযোজনা করেছিলেন। ফ্যাশন ডিজাইনার গরিমা শইকিয়াকে বিয়ে করেছিলেন ২০০২-এ।

ভূপেন হাজারিকার পর তিনিই অসমের সংস্কৃতির প্রতিনিধি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তায় অসমিয়া ভাষায় লিখেছেন, 'তিনি গানকে যেভাবে উপস্থাপন করতেন, তা সব ধরনের মানুষের কাছে পৌঁছেছিল।' জুবিনকে 'প্রিয় ভাই' সম্বোধন করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'সুরে থেকো। তোমার গান অমর হয়ে থাকবে।' লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির কথায়, 'জুবিন গর্গের মৃত্যু ভয়ংকর একটা ট্র্যাজেডি। তাঁর কণ্ঠস্বর একটা প্রজন্মের সংজ্ঞা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মতো প্রতিভা আর পাওয়া যাবে না।'

সংগীতশিল্পী শানের কথায়, 'জুবিন সত্যিই রাজা ছিল। নিজের নিয়মে বেঁচেছে, সেই নিয়মেই চলে গেল...।' বাংলার আরেক শিল্পী জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ও আমার কাছে শুধু গায়ক নয়, একটা আবেগ।'

ছোট মাছের চচ্চড়ি

প্রথম পাতার পর

জুবিন গর্গের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। দুজনের সেতুটা গড়ে দিয়েছিলেন অসমের বিখ্যাত সুরকার মানস রবিন। তখনও জুবিনদা দেশের সুরের জগতে জুবিন গর্গ হয়ে ওঠেননি।

তেজপুরের একটি অনুষ্ঠানে জুবিন ছিলেন শুধু অতিথি শিল্পী। কিন্তু আমি সাউন্ডে বসব শুনে একটু বিরক্তই হয়েছিলেন। কিন্তু মানসের নির্দেশে মুখের ওপর না করতে পারেননি। অনুষ্ঠান শেষে হাত বাড়িয়ে বলল বন্ধু হবে? না করতে পারিনি। এরপর দুই দশক ধরে দীর্ঘপথ হেঁটেছি আমরা। উত্তরবঙ্গ, উত্তর-পূর্ব ভারত তো বটেই, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে শো থাকলেই আমার তলব পড়ত। একবার মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানের জন্য ফোন করলেন। প্রচণ্ড জ্বর থাকায় না করেছিলাম। বলে বসলেন, তাহলে কনসার্ট বাতিল করে দেব। জ্বর নিয়েই চলে গেলাম। ওঁর গানে জ্বরও সেরে গিয়েছিল। তার কয়েক বছর আগে এমনই এক অনুষ্ঠানের জন্য জোর করে গুয়াহাটি থেকে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল। ওটাই ছিল আমার জীবনে প্রথম বিমানে চড়া।

'ইয়া আলি', 'বোঝে না' দিয়েই দেশ চিনেছে জুবিনদাকে। কিন্তু প্রথম প্লে ব্যাক কিন্তু 'জানে কিয়া রামা রে'। আজ অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। 'ইয়া আলি' গানটির ফাইনাল টেক দেওয়ার আগে আমায় ফোন করে পুরো গান শোনান। জানতে চাইল ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা? এমন নানান ছেলেমানুষি ছিল তার মধ্যে। ছেলেমানুষগুলির মধ্যে ছিল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের থেকেই বেশ কিছু সিদ্ধান্তের আগে একবার ফোন করে নিত। জুবিনদা শুধু সুগায়ক ছিল না, ভালো মনের মানুষ ছিল। কোনও শিল্পীকে ছোট না করে বলতে পারি, জুবিনদার মতো এত ভালো মনের মানুষ আমি পাইনি। নাহলে শিলিগুড়ির এক ছেলেকে এভাবে কাছে টেনে নিতে পারে না।

আমাদের সূর্যনগরের বাড়িতে একাধিকবার এসেছে। জুবিলি, শতাব্দীদের সঙ্গে মেঝেতে বসে দুপুরের খাবার খেয়েছে। প্রথমবারের পর যতবার বাড়িতে এসেছে, শর্ত দিয়েছে মায়ের হাতের ছোট মাছের চচ্চড়ি খাবে। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভালে যাওয়ার আগেও ফোন করে বলেছিল, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে বাড়ি আসবে। জুবিনদা আর আসবে না, কিন্তু দুই দশকের স্মৃতি ঘিরে থাকবে আমাকে।

(লেখক-সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার)

প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই

প্রথম পাতার পর

সেই জল মিশছে ফুলহরে। গত ১৩ অগাস্ট ফুলহরের প্রচণ্ড জলের স্রোতে ভেঙে যায় এক কোটি ৩৫ লক্ষ টাকায় সদ্য তৈরি বাঁধ। ১০ দিন আগে ভেঙেছিল পশ্চিম রতনপুরে সদ্যনির্মিত ৬ কোটি টাকার বাঁধ। ফলে ফুলহরের পর গঙ্গার জল ঢুকতে শুরু করে ভূতনিতে। প্রায় ১৫টি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে বালির বস্তা দিয়ে চণ্ডীপুরের কাটা বাঁধ মেরামত শুরু করে সেচ দপ্তর। যা নিয়ে আপত্তি তোলেন ভূতনিবাসী। বালির বস্তা দিলে এলাকার জল বের হতে পারবে না বলে তাঁরা দাবি করেন। এমন কাজের চরম বিরোধিতা করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। তবে কর্ণপাত করেনি সেচ দপ্তর। যার জেরে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিস্তর অভিযোগ পেয়ে বৃহস্পতিবার দায়িত্বে থাকা মালদা জেলা সেচ দপ্তরের তিন আধিকারিককে বদলির নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। এরপরেই দক্ষিণ চণ্ডীপুরের কাটা বাঁধ থেকে বালির বস্তা সরাতে উদ্যোগ নেয় সেচ দপ্তর।

কিন্তু আগে কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না? জেলার বাম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'পরিকল্পনার অভাবে নয়, শুধুমাত্র কাটমানির স্বার্থে এই কাজ চালিয়েছে সেচ দপ্তর। তৃণমূল নেতা ও প্রশাসনিক কর্তাদের পকেট ভরাতে হাজারো প্রতিবাদ সত্ত্বেও বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজ করা হয়েছে।' যদিও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী। বিডিও বলেন, 'কাজটি সেচ দপ্তরের। যা মন্তব্য করার সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা করবেন।'

তৎপর পুলিশ

কুমারগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : গত জুন মাসে ছাগল নিয়ে মারপিটের ঘটনায় কুমারগঞ্জ গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা বছর ৫৫-এর শুকো বর্মন গুরুতর আহত হন। তিনি প্রথমে কুমারগঞ্জ থানায় এবং পরে এসপি'র কাছে অভিযোগ জানান। তবে অভিযুক্ত তফু বর্মন সহ চারজনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি বলে অভিযোগ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বালুরঘাট আদালতের দ্বারস্থ হন শুকো। আদালতের নির্দেশে কুমারগঞ্জ থানায় ফের মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আটক ১২

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কুমারগঞ্জ ও পতিরাম থানার তরফ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। কুমারগঞ্জ থানা এলাকা থেকে অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, পতিরাম থানা এলাকা থেকে আরও ৬ জনকে আটক করা হয়েছে, যার মধ্যে বোল্লা এলাকা থেকে ৫ জন সন্দেহভাজন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'স্বাদে-গন্ধে' ভেদ নেই পদ্ম-ঘাসফুলে

প্রথম পাতার পর

অথচ রেস্তোরাঁর কর্মীদের তিনি নাকি মাস গেলে ১৫ লক্ষ টাকা মাইনে দেন। ভাবটা এমন, রাজনীতি করতে এসে এত খেসারত দেওয়া যায় নাকি! রাজনীতি করতে এসে তাঁর রোজগার কম হচ্ছে বলে কয়েক মাস আগে আক্ষেপ করেছিলেন। এখন হিমাচলপ্রদেশে বন্যাদুর্গতদের দুর্দশা ছাপিয়ে তাঁর কষ্টটাই বড় হয়ে উঠল। কথায় আছে না- লজ্জা, ঘেন্না, ভয়- তিন থাকতে নয়। কথাটা রাজনীতিতে খুব খাটে। শিলিগুড়িতে বিজেপির জেলা দপ্তরে ধুন্ধুমার ঘটে গেল দিনকয়েক আগে। দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে ঝগড়ায় এমন হল যে, সহ সভাপতি দেবযানী সেনগুপ্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অপমানে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলেও খবর প্রকাশিত হয়েছে। কী আশ্চর্য! দলের অন্যতম জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্ট অবলীলায় বলে দিলেন 'এরকম ঘটনা ঘটে থাকে।' যেমন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক কিছুকে ছোট ঘটনা বলে উড়িয়ে দেন।

লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের নিরিখে শিলিগুড়ি মহকুমায় পদ্মফুলের একচ্ছত্র প্রভাব। তিনটি বিধানসভা আসনের তিনটিই বিজেপির। এলাকার সাংসদও সেই দলের। অথচ গোষ্ঠীকোন্দলে শিলিগুড়ির বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলে কোনও ফারাক নেই। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির অদূরে বিধাননগরের একদল নেতা-কর্মী জেলা দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বিক্ষুব্ধরা একটি হোটেলে আলাদা বৈঠক করে বিধানসভাভিত্তিক পৃথক কমিটি করে ফেলবেন ঠিক করেছেন।

এ যেন দলের সাংগঠনিক কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ। এতটা সাহস তৃণমূলে কিন্তু কারও নেই। কোচবিহারে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা লগ্নের সেনাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় আজকাল দলের জেলা কমিটির সভা বা কর্মসূচি এড়িয়ে চলেন। তাই বলে সমান্তরাল সংগঠন বা কমিটি গড়ার দুঃসাহস তাঁদের নেই। দক্ষিণ দিনাজপুরে জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বিড়ম্বনা বেড়েছে তাঁর সুপারিশমতো জেলা কমিটির প্যানেলে রাজ্য নেতৃত্ব সায় না দেওয়ায়।

জেলা কমিটি ঘোষণার জন্য সাংবাদিক বৈঠক ডেকে শেষপর্যন্ত তাঁকেই সাময়িক 'আত্মগোপন' করতে হয়েছিল। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ঘনিষ্ঠ। কিন্তু জেলায় যতই প্রতাপ থাক, রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো ঘাড়ে মাথা না আছে সুভাষের, না আছে বিপ্লবের। শুধু গোষ্ঠীকোন্দল নয়, কুকথা আর আলটপকা মন্তব্যতেও তৃণমূলের সঙ্গে জোর টক্কর এখন বিজেপির।

অটলবিহারী বাজপেয়ী একসময় গর্ব করে নিজের দলকে বলতেন, 'পার্টি উইথ ডিফারেন্স।' সেই 'ডিফারেন্স'টা এখন ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ সিপিএমে দাপুটে যুব নেতা ছিলেন। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি শুধু বিধায়ক নন, বিধানসভায় পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতকের দায়িত্বও পেয়েছেন। কিন্তু তিনি যে স্বস্তিতে নেই, তার প্রমাণ সম্প্রতি তাঁর ফেসবুক পোস্ট।

যেখানে আক্ষেপ করেছেন, লড়াইটা তাঁর 'একক'। দলের মধ্যে এই নিঃসঙ্গতার কারণ যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, তা বুঝতে রাজনীতিতে পণ্ডিত হওয়ার দরকার হয় না। ভাগ্যিস, মালদার বাইরে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীকে বড় একটা কেউ চেনেন না। নাহলে অনুব্রত মণ্ডল বা উদয়ন গুহদের মতো তিনি কুকথার 'সেলেব্রিটি' হয়ে যেতেন। কখনও তিনি বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢেলে দেবেন হুংকার দিচ্ছেন। কখনও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই 'মানুষখেকো' বলে গাল পাড়ছেন।

তৃণমূলের এই হুমকি মাস্টারদের 'অনুপ্রেরণা'র সংক্রমণে 'এক সে বড়কর এক' আগুন ঝরাচ্ছেন বিজেপির নেতারা। এব্যাপারে একসময় কুখ্যাতি ছিল দিলীপ ঘোষের। তৃণমূল থেকে হুমকির পারদর্শিতা নিয়ে বিজেপিতে গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। অধ্যাপকের ভদ্র আলখাল্লাটা ছুড়ে ফেলে সুকান্ত মজুমদার এখন আস্ফালনের 'সুপারহিট হিরো'। ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটে জিতে রাজ্যের মসনদে বসেই নাকি তিনি তৃণমূলের 'বেয়াদব' নেতা-কর্মীদের 'প্যাকেট করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে' দেবেন।

প্যাকেট করে ফ্রিজে! ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। ছত্রে ছত্রে হিংসার আগমনী। 'পার্টি উইথ ডিফারেন্স'কে কোনও বিষয়েই আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তৃণমূলের উদয়ন গুহর হাঁটু ভেঙে দেওয়া, ভোটে জিততে গুন্ডামি করার সুরে মিলে যায় সুকান্তর 'প্যাকেট করে' দেওয়ার আস্ফালন। দুজনের কেউই কিন্তু এলিতেলি নেতা নন। একজন রাজ্যের, অন্যজন কেন্দ্রের মন্ত্রী। তাঁদের কাছ থেকে দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা তো হুমকি সংস্কৃতিই শিখছেন।

গোষ্ঠীকোন্দলে তৃণমূলের দেখানো পথে বিজেপির যেন গুরুমারা বিদ্যা শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় ঠাকুরনগরের মতুয়াগড় সেই বিদ্যায় এত চৌখস হয়ে উঠেছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও তাঁর ভাই সুব্রতর কাজিয়ায় ঘরের অনেক 'গোপন' কথা বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। পাঠক, একবার ভেবে দেখুন তো, নবীন প্রজন্মের কেউ যদি দেশের সেবা করার মহান ব্রত নিয়ে রাজনীতিতে নিজেকে জড়াতে চান, তাহলে তাঁর সামনে আদর্শ কে বা কারা? কাকে বা কাদের দেখে রাজনীতিতে আসবে পরবর্তী প্রজন্ম? কুকথা, আস্ফালন আর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যেখানে রাজনীতির সমার্থক হয়ে ওঠে, সেখানে এসব প্রশ্ন অর্থহীন বোধ হয়। মতাদর্শগত দেউলিয়াপনার এই অকূলপাথার তাই দেশসেবার বদলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার আখড়া হয়ে উঠেছে।

ছোট্ট তারা

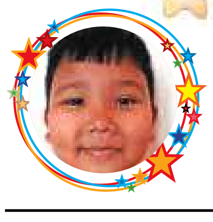

বুনিয়াদপুরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌভিক দেব (১০) কচিমন শিশুশিক্ষা নিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। স্কুল পর্যায়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে।

বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও পড়ুয়াদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ ব্লকের বরুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগ্রাম হাসিমুদ্দিন হাইস্কুলে বহুদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বেহাল। লো ভোল্টেজের কারণে শ্রেণিকক্ষে আলো জ্বলে না, পাখা চলে না। এমনকি সেই কারণে স্কুল অফিসের কম্পিউটারও বহুদিন ধরে অচল। যার জেরে স্কুলের দৈনন্দিন পঠনপাঠন ও প্রশাসনিক সমস্ত কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বহুদিন ধরে বহু আবেদন নিবেদন করা হলেও হাল ফেরেনি। সেই অভিযোগে শুক্রবার রায়গঞ্জের নেতাজিপল্লিতে অবস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে কয়েকশো পড়ুয়াকে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। অভিভাকদের আন্দোলনে সম্মতি জানিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্য শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন। এরপরেও স্কুলের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে যদি ট্রান্সফর্মার না বসে, তবে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিভাবকরা।

মাস দুয়েক আগে বিদ্যালয়ে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি করেছিলেন অভিভাবকরা। একই দাবিতে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সকল শিক্ষক বিডিওকে স্মারকলিপি দিলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। বিগত প্রায় দু'বছর ধরে বিদ্যালয়ে এই পরিস্থিতি লেগেই রয়েছে। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুদ্দিন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মাধব রায় বলেন, 'দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে লো ভোল্টেজের সমস্যা লেগে রয়েছে। অনেক আবেদন করেও সমস্যা মেটেনি। তাই আজ অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেজন্য আমরা এসেছি।'

ভোল্টেজ সমস্যার পাশাপাশি স্কুলে লাগানো সোলার প্যানেলগুলিও বর্তমানে বিকল। ফ্যান না চলায় তীব্র গরমের স্কুলে যেতে চাইছে না ছাত্রছাত্রীরা। ওই স্কুলের ছাত্রী চামেলি তালুকদার বলে, 'আমরা নিয়মিত স্কুলে যেতে চাই। কিন্তু গরমে সবাই একসঙ্গে বসতে পারি না। তাই বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে এসেছি।' অভিভাবক নন্দলাল দাস বলেন, 'গরমের ভয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে পারি না। তাই এদিন ট্রান্সফর্মার বসানোর দাবি জানালাম।'

স্কুলের শিক্ষক মিলন পাল বলেন, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। গরমে ফ্যান না ঘোরায় ছেলেমেয়েরা বহুদিন স্কুলে আসে না। অভিভাবকরা এসে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ পরিষেবার দাবি নিয়ে আন্দোলন করলেন। আমরাও তাঁদের পাশে আছি।' এদিন আন্দোলন চলাকালীন অভিভাবকদের একটি প্রতিনিধিদল আধিকারিকদের কাছে দাবিপত্র পেশ করে।

বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার মনুচন্দ্র বর্মন বলেন, 'আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি। বিডিও পুলিশ দিয়ে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের একাংশ ওখানে ট্রান্সফর্মার বসাতে দেননি। আজ গ্রামবাসীরা আমাদের জানান, তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে ট্রান্সফর্মার বসাবেন। আমরা আগামীকালই ওই এলাকায় ট্রান্সফর্মার বসানোর প্রাথমিক কাজ শুরু করব। এক বছর আগে ৬৩ কেভির ট্রান্সফর্মার বসানোর অর্ডার হয়ে আছে। ট্রান্সফর্মার বসলে স্কুলের ভোল্টেজের সমস্যা থাকবে না।'

পড়ুয়াদের সঙ্গে অভিভাবকরাও ঘেরাও আন্দোলনে শামিল। শুক্রবার।

পরিষেবা বেহাল

বিদ্যুৎ পরিষেবা বেহাল, ভোল্টেজের সমস্যায় জ্বলে না আলো, ঘোরে না পাখাও

বিদ্যুৎ দপ্তরে পড়ুয়াদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা

স্কুলের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে ট্রান্সফর্মার না বসলে, আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা

এক বছর আগে ৬৩ কেভির ট্রান্সফর্মার বসানোর অর্ডার হয়ে আছে। ট্রান্সফর্মার বসলে স্কুলের ভোল্টেজের সমস্যা থাকবে না।

গোরু পাচারে গ্রেপ্তার দুই

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে গোরু পাচারের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে শুক্রবার চাকুলিয়া থেকে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মকিম খান, তাঁর বাড়ি হরিয়ানা। অপরজনের নাম মহম্মদ মুন্না, তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার ডুমাগড় গ্রামের বাসিন্দা। এদিন ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'গোরু পাচারের অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বিচারক তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

সম্প্রতি রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়া সহ একাধিক এলাকায় একটি বিলাসবহুল গাড়িতে গোরু পাচার হচ্ছিল। বিষয়টি চলতি মাসের ১৬ তারিখে ছবি সহ ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদ যদিও সেই ছবি কিংবা ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি। পুলিশ একটি সুয়োমোটো মামলা রুজু করে চাকুলিয়া থানা এলাকা থেকে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। সেইসঙ্গে ২ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

ওআরএস প্রদান

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে জনবহুল রায়গঞ্জ শহরে যানজট ও ভিড় সামলাতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের উপরে বাড়তি চাপ পড়ে। এই গরমে কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কাহিল হয়ে পড়ছেন পুলিশকর্মীরা। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার তরফে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের মধ্যে শুক্রবার থেকে পানীয় জল এবং ওআরএস বিতরণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পুজোর মরশুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুইবেলাই এই পানীয় প্রদান করা হবে।

চেয়ারপার্সনের চেম্বারের সামনে অবস্থান। শুক্রবার। –সংবাদচিত্র

অবস্থান চুক্তিকর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের

পুরসভায় বেতন ও পেনশনের দাবিতে বিক্ষোভ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : বকেয়া বেতন ও পেনশনের দাবিতে এবার শুক্রবার অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হলেন রায়গঞ্জ পুরসভার অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তরা। আগামী সোমবারের মধ্যে দুই মাসের বেতন না পেলে তাঁরা ধর্না চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস আশ্বাস দেন, খুব শীঘ্রই বেতন ও বোনাস দেওয়া হবে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, '৭৮ জন স্থায়ী কর্মীদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। বেতন ও পেনশনের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন অস্থায়ী কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তরা। আয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পেনশন ও বেতন দিতে হয়, তা আমরা পারছি না।'

এক সপ্তাহ ধরে পুরসভার সাফাইকর্মীদের একাংশ সাফাইয়ের কাজ বন্ধ করে রেখেছেন। এদিন আন্দোলনকারীরা চেয়ারপার্সনের সঙ্গে দেখা করে বেতন ও বোনাস দেওয়ার দাবি জানান। পুরসভার আধিকারিক দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুই মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি না, বোনাস পাইনি। কেউ বেতন পাচ্ছে, আবার কেউ পাচ্ছে না। আমাদের দাবি একসঙ্গে সবাইকে বেতন দিতে হবে। চেয়ারপার্সন আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন।' আরেক কর্মী সত্যরঞ্জন সরকার বলেন, 'ছয়-সাত মাস ধরে এই সমস্যা চলছে। কী কারণে আমরা বেতন পাচ্ছি না কর্তৃপক্ষ জানে। সোমবারের মধ্যে সমস্যা না মিটলে ধর্নায় বসব।'

অন্যদিকে, এদিন পেনশনের দাবিতে ধর্নায় বসেন অবসরপ্রাপ্তরা। ৫ মাস ধরে রায়গঞ্জ পুরসভার অবসরপ্রাপ্তরা পেনশন পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন না গ্র্যাচুইটি। ফলে পরিবার নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন প্রায় ১৬৮ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। পেনশন ও গ্র্যাচুইটির দাবিতে এদিন দুপুরে চেয়ারপার্সনের ঘরের সামনে ধর্নায় বসেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মী জীবেশ দাস বলেন, 'আগামী সোমবারের মধ্যে পেনশন না মিললে পরিবার নিয়ে পুরসভার সামনে ফের ধর্নায় বসব।' পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অসিতাভ ঘোষ বলেন, 'চেয়ারম্যান বিভিন্ন আশ্বাস দিয়ে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ৫ মাস ধরে পেনশন পাচ্ছি না। আমাদের চলার মতো আর সামর্থ্য নেই। তাই বাধ্য হয়ে চেয়ারপার্সনের ঘরের সামনে ধর্নায় বসেছি।'

ঢাকনা নেই নিকাশিনালা

নিত্য দুর্ভোগ শহরবাসীর

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর : নিকাশিনালার ওপর বসেনি স্ল্যাব। রাস্তার মাঝে উন্মুক্ত ড্রেনের অংশ কার্যত মারণফাঁদের রূপ নিয়েছে। উন্মুক্ত ড্রেনে গাড়ির চাকা পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বাইক, সাইকেল থেকে শুরু করে টোটো। আর এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়াচ্ছে মালদা শহরের হায়দরপুর এলাকায়। পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও কাউন্সিলারের দাবি, 'এলাকায় রাস্তার কাজ চলছিল মাস খানেক ধরে। ঠিকাদার ড্রেনের একটি স্ল্যাব খোলা রেখেই রণে ভঙ্গ দিয়েছেন।' পুজোর আগে স্ল্যাব বসানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মালদা শহরের হায়দরপুর এলাকায় সাঁকোপাড়ার প্রধান সড়ক হয়ে একটি রাস্তা পুরসভার ১৮ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে হায়দরপুর মসজিদের দিকে। শর্টকাট রাস্তা বলে মানুষের আনাগোনা এই পথে বেশি। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার ওপর দিয়ে পুরসভার একটি নিকাশিনালা গিয়েছে। জাহির আব্বাস নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বললেন, 'প্রায় ২ মাস ধরে ড্রেনের একটা অংশ উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমাদের এই রাস্তা দিয়ে অসংখ্য যানবাহন যাতায়াত করে প্রতিদিন। প্রায় রোজই খোলা ড্রেনে গাড়ির চাকা পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। দিনকয়েক আগে এক যাত্রীবোঝাই টোটো ওই গর্তের কাছে উলটে গিয়ে আহত হন যাত্রীরা। রাস্তাটি দুটি ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে, এবার কোন কাউন্সিলার মেরামতির কাজ করবেন আমরা জানি না।'

রহিম মহলদার নামে অপর এক ব্যক্তি বলেন, 'বাজার থেকে বাড়ি ফিরতে হয় এই পথ দিয়েই। রাস্তার মধ্যে খোলা ড্রেন। অত্যন্ত বিপজ্জনক! প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে এই জায়গায়। কিন্তু কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।' স্থানীয় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিবেদিতা কুণ্ডুর সাফাই, 'পুজোর আগেই ওই ড্রেনের স্ল্যাবটি বসানো হবে। মাসখানেক আগে রাস্তার কাজ হয়েছে। আমরা বিষয়টি পুরসভায় জানিয়েছি।'

> পুজোর আগেই ওই ড্রেনের স্ল্যাবটি বসানো হবে। মাসখানেক আগে রাস্তার কাজ হয়েছে। আমরা বিষয়টি পুরসভাকে জানিয়েছি।
>
> **নিবেদিতা কুণ্ডু**
> *কাউন্সিলার, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড*

অবাক দৃষ্টিতে।। *বালুঘাটের একটি পুজোমণ্ডপ। শুক্রবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।*

পুজো কমিটির অনুদান বাড়ল

পুরাতন মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পুরাতন মালদা শহরের পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার বিকেলে শহরের একটি ভবনে আয়োজিত এই বৈঠকে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ সহ অন্য প্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পুরসভা সূত্রে খবর, এবছর প্রতিটি পুজো কমিটিকে ৮ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। যা গতবারের তুলনায় ১০০০ টাকা বেশি। এদিন ৯৩টি পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই খবর পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করেছে। পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, 'পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করে পুজো সংক্রান্ত যাবতীয় গাইডলাইন বলে দেওয়া হয়েছে।'

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে জেলায় বেড়ে চলা রক্ত সংকট মেটাতে শুক্রবার বালুরঘাটে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল সিটু সমর্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন। এদিন কুঠিকাছারি এলাকায় বালুরঘাট ব্যবসায়ী সংঘের কার্যালয়ে এই শিবিরে মোট ৩০ জন রক্তদান করেছেন। শিবিরে সংগৃহীত রক্ত বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কার্নিভালের বিকল্প জায়গার খোঁজে প্রশাসন

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো আসন্ন। বিগত কয়েকবছর ধরে পুজোর পাশাপাশি বালুরঘাটবাসীর কাছে অন্যতম আকর্ষণ কার্নিভাল। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের আয়োজন করা হয় কার্নিভাল। কিন্তু কার্নিভালের জন্য তীব্র যানজট দেখা দেয়। এবার যানজট সমস্যা সমাধানে কার্নিভালের স্থান পরিবর্তনের কথা ভাবছে জেলা প্রশাসন। উৎসবের আবহে মানুষের ভিড় উপচে পড়লেও, তার জেরে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছিল একাংশকে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খেতে হয় ট্রাফিক পুলিশকে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে রাস্তায় নামল প্রশাসন।

শুক্রবার পুলিশ প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, ট্রাফিক দপ্তর ও পুরসভা কর্তৃপক্ষ একাধিক বিকল্প জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজে নামে। বিভিন্ন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলপুর এলাকার ট্রাক টার্মিনাসের সামনের রাস্তাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়। প্রাথমিক পরিদর্শনে জায়গাটি পছন্দ হয়েছে প্রশাসনের। অনুমান, ওই জায়গায় কার্নিভাল করা হলে জাতীয় সড়কে যানজটের সমস্যা অনেকটা কমবে। একইসঙ্গে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে সহজ হবে।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা সাংবাদিক বৈঠক করে আগামী ৪ অক্টোবর কার্নিভাল হবে বলে জানিয়েছেন। তারপর বালুরঘাট সদর ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ, পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, ট্রাফিক ডিএসপি বিল্বমঙ্গল সাহা, মহকুমা শাসক সুব্রত বর্মন যৌথভাবে নতুন জায়গা খুঁজতে রাস্তায় নামেন।

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, 'পুরসভার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, প্রশাসন ও পুলিশ একসঙ্গে প্রাথমিকভাবে মঙ্গলপুরের রাস্তা কার্নিভালের জন্য দেখেছি। সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে ও কার্নিভাল পরিচালনা করা সহজ হবে। আলোচনার মাধ্যমে দু-একদিনের মধ্যে জায়গা নিশ্চিত করা হবে।' শুধু তাই নয়, বিসর্জনের পরিকল্পনায় আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে দীর্ঘক্ষণ পরিদর্শন চলেছে প্রশাসনিক কর্তাদের। হাইড্রোলিক ট্রলারের মাধ্যমে প্রতিমা নিরঞ্জনের কথা উঠে এসেছে আলোচনায়। সুষ্ঠুভাবে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য ট্রলারের ঢাল ঠিক করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলে সময় বাঁচবে, দুর্ঘটনার ঝুঁকিও কমবে।

বালুরঘাট সদর ডিএসপি বিক্রম প্রসাদের কথায়, 'যেখানে গত কয়েক বছর কার্নিভাল হচ্ছে, সেখানে ট্রাফিক ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জের। তাই আমরা বিকল্প জায়গা দেখছি। পুজো ও বিসর্জনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

সদর ঘাটে বিসর্জনের জন্য পরিদর্শন প্রশাসনিক কর্তাদের।

কিছুদিন আগেই জেলা শাসকের কাছে কার্নিভালের জায়গা পরিবর্তনের দাবি জানায় কংগ্রেস। দাবি ছিল, সার্কিট হাউসের সামনে জাতীয় সড়ক কার্নিভালের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ পাশেই জেলা হাসপাতাল। সেখানে রোগী নিয়ে যেতে সমস্যা হয়। অবশেষে প্রশাসনের তরফে বিকল্প জায়গা খোঁজার জন্য তোড়জোড় শুরু হল। নতুন উদ্যোগে উৎসবের আনন্দ অটুট থাকবে, আর সাধারণ মানুষের ভোগান্তিও কমবে- এমনটাই চাইছে জেলা প্রশাসন।

টুকরো খবর

পদযাত্রা

মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর : স্বচ্ছতার প্রচারে দৌড় প্রতিযোগিতা ও পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করল পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন। শুক্রবার দুপুরে ডিআরএম ভবন থেকে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। রেল কলোনির বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিদ্রোহী গ্রাউন্ড ঘুরে পুনরায় ডিআরএম ভবনে ফিরে আসেন প্রতিযোগীরা। মালদা ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার মণীশকুমার গুপ্ত সহ রেলের আধিকারিকরা ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে স্বচ্ছতার প্রচারে মালদা টাউন স্টেশন চত্বরেও পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শেওকুমার প্রসাদ, জিএসইউ আরভি নাগরালে, চিকিৎসা আধিকারিক অনুপা ঘোষ সহ আরপিএফ ও রেলকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মণীশ জানান, এই ধরনের উদ্যোগ রেলের পরিচ্ছন্নতার প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করে। এমনকি আমাদের সকলকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

পুজোর বৈঠক

বুনিয়াদপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর : বিসর্জনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই ভিড় জমে টাঙনের পাড়ে। যে কারণে এই বছর ৩ দিন ধরে কার্নিভালের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বুনিয়াদপুর পুরসভা। দেবী বিসর্জন চলবে হাইড্রলিকের সাহায্যে। শুক্রবার পুরসভার সভাকক্ষে আয়োজিত এক বৈঠকে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। শহরে পুরসভা এলাকায় ৪৩টি দুর্গাপুজো কমিটির সঙ্গে এদিন বৈঠক করেন প্রশাসনিক কর্তারা। বিদ্যুৎ সংযোগ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, শব্দবিধি সহ নানা বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সিসি ক্যামেরায়।

৭৫ বছর পূর্তি

রায়গঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর : রায়গঞ্জ পুরসভার ৭৫তম বর্ষ উদযাপন তথা প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে এক বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের তৃতীয় মাসে শুক্রবার রায়গঞ্জ বিধান মঞ্চে পুরসভার উদ্যোগে ও কালচারাল ফোরামের সহযোগিতায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রায়গঞ্জের শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

অতীতের বাদ্যযন্ত্রের থিম ব্রতী সংঘে

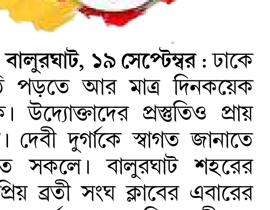

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : ঢাকে কাঠি পড়তে আর মাত্র দিনকয়েক বাকি। উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। দেবী দুর্গাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সকলে। বালুরঘাট শহরের জনপ্রিয় ব্রতী সংঘ ক্লাবের এবারের ৭০তম বর্ষের পুজোর থিম অতীতের সুর। তাই এবছর নস্টালজিক আবহে ভাসতে চলেছে শহর। এই থিমে মণ্ডপে ফুটে উঠবে পুরোনো দিনের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। যেগুলোর সঙ্গে একসময় গ্রামীণ মেলা থেকে শহরের আসর পর্যন্ত মানুষের গভীর সম্পর্ক ছিল। একতারা, বাঁশি, ঢোল, এসরাজ, সারেঙ্গির মতো বাদ্যযন্ত্র আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের অনেকেই হয়তো এসব বাদ্যযন্ত্রের নামও শোনেনি। সেই সুরগুলিকেই আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে শিল্পী সুদীপ সাহার মণ্ডপে।

গতবার তাদের থিম ছিল 'মহাশক্তি'। যেখানে ফুটে উঠেছিল নারী শক্তির বহুমাত্রিক রূপ। এবছর সেই ধারাবাহিকতায় দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছে আরেক আবেগঘন গল্প। শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, এ বছর শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে সংগীতের সেই মহারথীদেরও, যাঁরা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। লতা মঙ্গেশকর, কিশোরকুমার, বাপি লাহিড়ী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তির স্মৃতিকে মণ্ডপে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। তাঁদের গান, তাঁদের সুরেই বেঁচে আছে অতীতের আবেগ। ৪.৫ লক্ষ টাকার বাজেটে সাজছে এবারের পুজো। মণ্ডপশিল্পে সুদীপ সাহা, প্রতিমায় বিকাশ বিশ্বাস ও আলোসজ্জায় সুশান্ত সাহা তাঁদের সৃজনশীলতায় গড়ে তুলছেন এই অনন্য আবহ।

ক্লাব সভাপতি সুবীর নন্দী বললেন, 'আজকের কোলাহল আর অস্থিরতার মধ্যে গানই মানুষের মানসিক শান্তির আশ্রয়। নতুন প্রজন্মকে আমরা নিয়ে যেতে চাই সেই হারানো সুরের জগতে। প্রবীণ প্রজন্মকে মনে করাতে চাই তাঁদের সোনালি দিনের স্মৃতি।'

ক্লাব সম্পাদক দেবাশিস মহন্ত বলেন, '৭০ বছরে এসে আমরা শুধু একটা পুজো নয়, অনুভূতিও তৈরি করতে চাইছি। সাজসজ্জা যেন চোখে ধরা দেয়, আবার মনেও গভীর আবেগ জাগায়।'

পুজো সম্পাদক অর্পণ ঘোষের কথায়, 'আজকের প্রজন্ম অনেক বাদ্যযন্ত্রের নামই জানে না। তাদের কাছে সেই সুর পৌঁছে দিতেই আমাদের এই থিম। একই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে সেই শিল্পীদের, যাঁরা আমাদের সংগীতভুবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।'

প্রতিমা থেকে অলংকার, কারিগর মহিলারাই

এল এল পুজো এল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রতিমা তৈরি করা বলুন, প্রতিমার অলংকার তৈরি করা বলুন বা প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলা- সব কাজেই হাত পাকিয়েছেন বালুরঘাটের মহিলারা। সংসার সামলে বধূরা এখন প্রতিমার রূপ দিতে ও তাঁদের সাজ তৈরিতে ব্যস্ত। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোমর বেঁধেছেন কলেজ পড়ুয়া তরুণীরাও। যেভাবে একসময় প্রতিমাশিল্পে সর্বত্র পুরুষদের দাপটই চোখে পড়ত, বালুরঘাটের তরুণী ও গৃহিণীরা সেই পুরোনো ধারণা ভেঙে দিচ্ছেন। গোটা বছরের মতো সংসারের কাজকর্ম অথবা পড়াশোনা করেও এই পুজোর মরশুমে একের পর এক প্রতিমা তৈরি করে যাওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই স্বনির্ভরতার দৃষ্টান্তে তাঁরা চিরাচরিতভাবে মহিলাদের গৃহকাজে সীমাবদ্ধ থাকার সেকেলে সামাজিক ধারণাকেও আঘাত করছেন।

কাঠামো বেঁধে, হাতে মাটি মেখে মূর্তি গড়া থেকে কাগজ বা থার্মোকল কেটে অলংকার তৈরি করা বা তাতে রঙিন জরির কাজ করা, সবেতেই সমান পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন তাঁরা। আবার প্রতিমা অবয়ব পেয়ে গেলে রংতুলি হাতেও প্রতিমাকে সাজাচ্ছেন। চকভৃগু এলাকায় গেলেই এখন তাঁদের কর্মব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিমার অলংকার গড়ায় ব্যস্ত মঙ্গলা পালের কথায়, 'বছরের এই কয়েক মাসই আমরা কাজ করি। দীর্ঘদিন অন্যের কাছে কাজ করেছি। কিন্তু এবার নিজে জরির কাজ শুরু করেছি। হাতে তৈরি অলংকারের কদর বাড়ছে তাই লাভ থেকে পরিবারকেও সাহায্য করতে পারছি। এই শিল্পই আমাকে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছে।' আরেক অলংকারশিল্পী কালিদাসী পাল বলেন, 'আমরা আগে কখনও ভাবিনি প্রতিমার সাজসজ্জা বানানো থেকেও আয় হতে পারে। প্রতিটি অলংকার খুব যত্নে বানাচ্ছি। মানুষ প্রশংসা করছে। অর্ডারও বাড়ছে।'

প্রতিমার অলংকার তৈরিতে ব্যস্ত মহিলারা। ছবি : মাজিদুর সরদার

অন্যদিকে আবার বারো মাসের মৃৎশিল্পী ঊর্মি পাল ও তাঁর মা মিতা পাল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ছেন। শুধু দু-একটি নয়, চলতি বছর ১৮টি প্রতিমার বরাত পেয়েছেন তাঁরা। রবিবার মহালয়া। তাই এখন যেন তাঁদের নাওয়া-খাওয়ার সময়ও নেই। মিতা বলেন, 'স্বপ্ন ছিল মেয়েও একদিন প্রতিমা গড়বে। এখন আমরা একসঙ্গে প্রতিমা গড়ছি। মেয়ের হাতে মা দুর্গাকে সাজতে দেখে মন ভরে যায়। আমার কাছে এর চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। সময় কমে আসছে, তাই চাপও বাড়ছে। তবুও মা ঠিকই সাজবেন।'

মৃৎশিল্পী উত্তম পালের মেয়ে ঊর্মি ছোট থেকেই বাবার হাত ধরে প্রতিমা গড়া শিখেছেন। এখন তিনি পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। প্রতিমা গড়া থেকে শুরু করে সাজসজ্জা- সবই নিজের হাতে করছেন তিনি। বর্তমানে কলেজে কলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ঊর্মি জানাচ্ছেন, 'প্রতিমার চোখ আঁকার সময় মনে হয় নিজের গড়া শিল্পেই প্রাণের সঞ্চার করে দিতে পারছি। এটা আমার কাছে পেশা নয়, বরং নেশাই।'

আগামীদিনে বড় শিল্পী হওয়ার স্বপ্নই দেখেন ঊর্মি। দুর্গাপুজো যত ঘনিয়ে আসছে, কাজের গতিও ততই বাড়ছে। বালুরঘাটের পালপাড়াজুড়ে এখন উৎসবের আগেকার চিরচেনা মাটির গন্ধ। আর তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একঝাঁক তরুণী ও গৃহবধূর স্বপ্নের ক্যানভাস।

র‍্যাশফোর্ডের জোড়ায় বার্সেলোনার জয়

বার্সেলোনার জার্সিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জোড়া গোলের পর মার্কাস র‍্যাশফোর্ড।

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর : দশ মিনিটেরও কম সময়ের ব্যবধানে দুইটি গোল করলেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে তাদেরই ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হারাল বার্সেলোনা। অন্যদিকে নাপোলির বিরুদ্ধে সহজ জয়ে অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

বৃহস্পতিবার বার্সেলোনা-নিউক্যাসল ম্যাচের তিনটি গোলই হল দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৮ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে জুলেস কুন্দের ক্রস বেশ কিছুটা দূর থেকেই মাথা দিয়ে গোলে ঠেলে দেন র‍্যাশফোর্ড। ৬৭ মিনিটে ফের প্রায় ২০ গজ দূর থেকে নিখুঁত শটে গোল করেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে নিউক্যাসেলর হয়ে অ্যান্টোনি গর্ডন একটি গোল শোধ করলেও তা বার্সেলোনাকে চাপে ফেলতে পারেনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রায় চার বছর পর গোল করলেন র‍্যাশফোর্ড। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে তিনি বার্সেলোনায় এসেছেন লোনে। তবে র‍্যাশফোর্ড বার্সাতেই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাইছেন। বৃহস্পতিবার ম্যাচের পর বলেছেন, 'বার্সেলোনায় নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। যতটা দীর্ঘ সময় সম্ভব থাকতে চাই এখানে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম ৫০ গোল হাল্যান্ডের

> বার্সেলোনায় নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। যতটা দীর্ঘ সময় সম্ভব থাকতে চাই এখানে। হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে অনুশীলন আমাকে আরও উন্নত করছে। আশা করছি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা অনেকটা পথ এগোতে পারব।
>
> **মার্কাস র‍্যাশফোর্ড**

হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে অনুশীলন আমাকে আরও উন্নত করছে। আশা করছি, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা অনেকটা পথ এগোতে পারব।' ম্যাচ শেষে র‍্যাশফোর্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ফ্লিকও।

অন্যদিকে, নাপোলিকে ২-০ গোলে হারাল ম্যান সিটি। এতিহাদ স্টেডিয়ামে প্রত্যাবর্তনে সেই অর্থে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগটাই পেলেন না কেভিন ডি ব্রুয়েন। ২১ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন নাপোলির অধিনায়ক জিওভান্নি ডি লরেঞ্জো। এরপর কৌশলগত কারণে মাঠ ছাড়তে হয় ডি ব্রুয়েনকে। তারপরই নাপোলির ওপর জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে নীল ম্যাঞ্চেস্টার। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সিটিকে এগিয়ে দেন হাল্যান্ড। ৫৬ মিনিটে ফিল ফোডেনের ভাসানো বল হেডে গোলে পাঠান তিনি। এই গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের নজির গড়লেন তিনি। ৬৫ মিনিটে অপর গোলটি জেরেমি ডোকুর। বক্সের বাইরে থেকে বল নিয়ে ঢুকে তিন ডিফেন্ডারকে মাটি ধরিয়ে গোল করেন তিনি।

দ্রুততম ৫০ গোল করে অন্য ধরনের সেলিব্রেশন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ নাপোলি
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ১-২ বার্সেলোনা
স্পোর্টিং লিসবন ৪-১ এফসি কাইরাত
এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট ৫-১ গালাতাসারে
ক্লাব ব্রাগ ৪-১ এএস মোনাকো
এফসি কোপেনহেগেন ২-২ বেয়ার লেভারকুসেন

মোহনবাগানেই থাকছেন দিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : এখনই দিমিত্রিস পেত্রাতোসের মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই।

সম্প্রতি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আহল এফকে-র কাছে হারের পর সবুজ-মেরুন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল পেত্রাতোসকে। আসলে বাকি পাঁচ বিদেশিকে খেলালেও তাঁকে মাঠে নামাননি মোলিনা। ওই ম্যাচের পর সমাজমাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন মোহনবাগানের অজি তারকা। যেখানে সমর্থকদের দিকে দিমিকে হাতজোড় করে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

এরপর হঠাৎই এই গুজব রটে যায় যে দেশে ফিরছেন দিমিত্রি। যদিও মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের তরফে দাবি করা হয়েছে তাদের পেত্রাতোসকে ছাড়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই। পাশাপাশি অজি ফুটবলার নিজেও সবুজ-মেরুনেই থাকতে চান।

গতকাল এই ছবি পোস্ট করেছিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তারপরই জল্পনা শুরু হয় অস্ট্রেলিয়ান তারকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়তে চলেছেন।

এশিয়া কাপে আজ
সুপার ফোর
বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা
সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** দুবাই
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

কলকাতায় এমএসডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দুপুরের কলকাতা বিমানবন্দর। আচমকা সেখানে হইচই। সৌজন্যে মহেন্দ্র সিং ধোনি। আজ দুপুরে আচমকাই কলকাতায় হাজির হন মাহি। জানা গিয়েছে, এক বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ের কাজে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হাজির হয়েছেন কলকাতায়। শনিবারও তিনি কলকাতায় থাকবেন বলে খবর। মাহি একা নন। যে বহুজাতিক সংস্থার শুটিংয়ের কাজে ধোনি কলকাতায় এসেছেন আজ, সেই একই সংস্থার হয়ে শুটিং করতে রোহিত শর্মা ও কপিল দেবেরও কলকাতায় আসার কথা।

বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে কলকাতায় এসেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

এশিয়া কাপের মাঝে শোকস্তব্ধ শ্রীলঙ্কা

ছেলের খেলার মাঝে মৃত্যু দুনিথের বাবার

দুবাই, ১৯ সেপ্টেম্বর : ছেলের খেলা থাকলে মিস করেন না।

মাঠে থাকতে না পারলে টিভির সামনে বসে পড়েন। গতকালও বসেছিলেন। শেষবারের মতো! শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ দেখতে দেখতেই চিরঘুমে ঢলে পড়লেন দুনিথ ওয়েল্লালাগের বাবা।

আফগান-ইনিংসের শেষ ওভারে দুনিথের বলে ৫টি ছক্কা মারেন মহম্মদ নবি। ছেলের যে অসহায় হাল হয়তো সহ্য করতে পারেননি বাবা সুরঙ্গা ওয়েল্লালাগে। খেলা দেখতে দেখতেই হার্ট অ্যাটাক। বাঁচানো সম্ভব হয়নি বছর চুয়ান্নর সুরঙ্গাকে।

> বাবাকে হারানোর জন্য হৃদয় থেকে দুনিথ ওয়েল্লালাগে ও তার পরিবারকে সান্ত্বনা জানাই। মানসিকভাবে শক্ত থাকো ভাই।
>
> **মহম্মদ নবি**

ম্যাচ চলাকালীন শ্রীলঙ্কার সাজঘরে দুঃসংবাদ পৌঁছোয়। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর দলের তরফে দুনিথকে বাবার মৃত্যুর সংবাদ জানানো হয়। মাঠের মধ্যেই ভেঙে পড়েন। দুনিথকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় কোচ সনৎ জয়সূর্য, সতীর্থদের। সবমিলিয়ে উত্তেজক জয়ে সুপার ফোরে পৌঁছোনোর খুশির মাঝে যে খবরে শোকস্তব্ধ শ্রীলঙ্কা শিবির।

মহেশ থিকসানার পরিবর্তে গতকালই প্রথম ম্যাচ খেলেন এশিয়া কাপে। নবির মারের মুখে খেই হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি ম্যাচের পর আরও বড় দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। দুনিথকে দেখা যায় সঙ্গে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। বৃহস্পতিবার রাতের বিমানেই দেশে ফেরেন।

তবে শুক্রবার রাতের দিকের খবর, বাবার মৃত্যুর ধাক্কা সামলে দুবাইয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন দুনিথ। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে তিনি দুবাই পৌঁছে যাবেন। এমনকি দুনিথকে সুপার ফোরে আগামীকালের বাংলাদেশ ম্যাচেও পাওয়া যাবে।

শেষ ওভারে পাঁচ ছক্কা খাওয়া দুনিথ ওয়েল্লালাগেকে সান্ত্বনা সনৎ জয়সূর্যর।

দুনিথের বাবা সুরঙ্গাও ক্রিকেটার ছিলেন। কলেজ ক্রিকেটে নিজের দলের অধিনায়ক ছিলেন। তবে দেশের হয়ে খেলার অধরা স্বপ্নটা ছেলে দুনিথ পূরণ করেছিলেন। শেষপর্যন্ত জাতীয় দলের জার্সিতে ছেলের খেলা দেখতে দেখতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ মাত্র ৫৪ বছর বয়সেই।

'বি' গ্রুপ থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে সুপার ফোরে পা রেখেছে শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচ। পরবর্তী দুটি ম্যাচ পাকিস্তান (২৩ সেপ্টেম্বর) ও ভারতের (২৬ সেপ্টেম্বর) বিরুদ্ধে। সেক্ষেত্রে দুনিথের পরিবর্ত হিসেবে কাউকে নেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা টিম হয়তো আবেদন জানাবে।

নবিও খবর শুনে রীতিমতো হতবাক। শেষ ওভারেই ৫ ছক্কা মেরে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়েছিলেন নবি। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শেষপর্যন্ত হেরে এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যেতে হয়েছে আফগানিস্তানকে। তার মাঝে দুনিথের বাবার অকাল প্রয়াণে সমব্যথী আফগান টিমও। সাংবাদিকদের থেকে খবর পান। পরে সমাজমাধ্যমে নবি লিখেছেন, 'বাবাকে হারানোর জন্য হৃদয় থেকে দুনিথ ও তার পরিবারকে সান্ত্বনা জানাই। মানসিকভাবে শক্ত থাকো ভাই।'

২০ উইকেট নেওয়ার ক্ষমতা রাখি : স্যামি

পোর্ট অফ স্পেন, ১৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ চলছে।

মহাদেশীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। দুবাই, আবু ধাবিতে টি২০-র টক্কর শেষে দেশে ফিরলেই নতুন দ্বৈরথ অপেক্ষা করবে ভারতীয় দলের জন্য। টি২০ ফরম্যাটের রঙিন পোশাকের ক্রিকেটের বদলে টেস্টের চ্যালেঞ্জ। দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতে পা রাখবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

২ অক্টোবর আহমেদাবাদে সিরিজের শুরু। দ্বিতীয় টেস্ট দিল্লিতে। গুরুত্বপূর্ণ যে সিরিজের প্রাক্কালে ভারতীয় দলের উদ্দেশে সতর্কবার্তা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচ ড্যারেন স্যামির। চিরাচরিত পেস অস্ত্রেই ভারতকে ঘায়েল করার হুংকার। স্যামির দাবি, তাঁর পেস ব্রিগেডে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। ভারতীয় দলের ২০ উইকেট তুলে নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন তাঁরা।

স্যামি বলেছেন, 'যে কোনও পরিবেশ, পরিস্থিতিতে আমাদের পেস অ্যাটাকের সফর হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আর ৬-৮ মিটার লেংথে বল করলে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই তা কার্যকর। পেস বৈচিত্র্য আমাদের অস্ত্র। পেস ব্রিগেডে চারজন আলাদা ধরনের ফাস্ট বোলার রয়েছে। ওদের প্রত্যেকের নিজস্বতা রয়েছে।'

চার পেসার হলেন আলজারি জোসেফ, সামার জোসেফ, অ্যান্ডারসন ফিলিপ ও জেডন সিলস। এছাড়াও রয়েছেন পেস

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজ

> নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী প্রয়োগে জোর দিতে চাই। মূল কথা টেস্ট সিরিজে ১০টা দিন নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। পারলে ভারতের মাটিতে ভারত-বধ সম্ভব। নিশ্চিতভাবে জয়ের মানসিকতা নিয়ে নামব। ভারতে খেলা কঠিন, জেতা আরও কঠিন -এই ধরনের ভাবনা ঝেড়ে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত আমরা।
>
> **ড্যারেন স্যামি**

অলরাউন্ডার জাস্টিন গ্রিভস। যাঁরা ভরসা জোগাচ্ছেন। স্যামির বিশ্বাস, চারজনের পেস বৈচিত্র্য ভারত সহ যে কোনও ব্যাটিং বিভাগকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে সক্ষম। গত এক বছর ধরে সেই দক্ষতার প্রমাণও রাখছেন সামার-আলজারিরা। ভারত সিরিজেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

আইপিএলের সুবাদে ভারতের আবহাওয়া, পিচ সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল স্যামি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে একাধিকবার ভারত সফরও করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রাক্তন অলরাউন্ডার স্যামি বলেছেন, 'ভারতে সাফল্য পেতে হলে ২০ উইকেট জরুরি। নাহলে ব্যাকফুটে চলে যাবে। আর এখানেই আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে দলের পেস ব্রিগেড।'

ভারতের মাটিতে নিউজিল্যান্ডে ৩-০ টেস্ট সিরিজ জয় থেকেও অনুপ্রেরণা নিচ্ছেন। স্যামির কথায়, 'গত বছর নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে দুর্দান্ত খেলেছিল। ওদের সাফল্য থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছি। একইসঙ্গে নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী প্রয়োগে জোর দিতে চাই। মূল কথা টেস্ট সিরিজে ১০টা দিন নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। পারলে ভারতের মাটিতে ভারত-বধ সম্ভব। নিশ্চিতভাবে জয়ের মানসিকতা নিয়ে নামব। ভারতে খেলা কঠিন, জেতা আরও কঠিন-এই ধরনের ভাবনা ঝেড়ে নিজেদের সেরাটা দিতে প্রস্তুত আমরা।'

রাহুলকে চাইছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গালুরু এফসি-র রাহুল ভেকের দিকে হাত বাড়াল ইস্টবেঙ্গল।

মরশুমের শুরু থেকেই একজন ভারতীয় ডিফেন্ডারের খোঁজে ছিলেন অস্কার ব্রুজোঁ। তিনি এমন একজনকে চাইছেন যিনি সাইডব্যাকে খেলতেও অভ্যস্ত। ভালপুইয়ার সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা হলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে ছাড়তে রাজি হয়নি মুম্বই সিটি এফসি। তারপরই রাহুল ভেকেকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

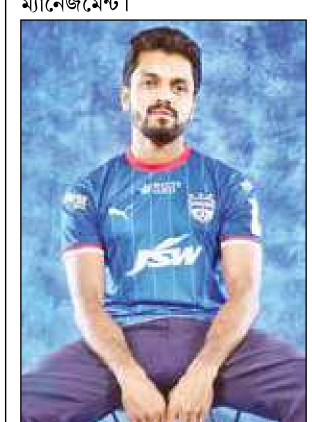

সব ঠিক থাকলে রাহুল ভেকেকে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে দেখা যেতে পারে।

জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তাবে রাজিও হয়েছেন ভেকে। তবে মাঝে বাদ সাধছে বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে তাঁর চুক্তি। আসলে ২০২৬ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন তিনি। ভেকেকে ছাড়তে বেঙ্গালুরু যে অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দাবি করেছে, তা দিতে এখনও রাজি হয়নি ইস্টবেঙ্গল। তবে আলোচনা চলছে। শেষপর্যন্ত দুই পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপাতে পারেন ভেকে।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি হিরোশি ইবুসুকি শুক্রবারই ভিসা পেয়ে গিয়েছেন। রবিবারই কলকাতায় চলে আসছেন তিনি।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপোকে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চেন্নাইয়ান এফসি। এছাড়াও কার্ল ম্যাকহিউ ও ওডিশা এফসি-র ডিমাস ডেলগাডোও তাদের নজরে রয়েছে।

প্রয়াত বাগানের প্রাক্তনী মৃত্যুঞ্জয়

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। পাঁচের দশকের শেষ থেকে ছয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত মোহনবাগানের হয়ে খেলেছেন তিনি। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন মৃত্যুঞ্জয়। ১৯৬৪ সালে এএফসি এশিয়ান কাপে রানার্স ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আন্তঃ কলেজ ফুটবল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : ইস্টার্ন ইন্সটিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ইন ম্যানেজমেন্ট কলকাতার উদ্যোগে এক আন্তঃ কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। নিউটাউনের এনকেডিএ মাঠে ২০ সেপ্টেম্বর এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

মঙ্গলবার বৈঠকে আইএফএ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : আইএফএ শিল্ডে নিয়ে মঙ্গলবার ক্লাবগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসছে আইএফএ। মৌখিকভাবে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার। ক্লাবগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে শনিবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক করবেন আইএফএ কর্তারা।

সেমিফাইনালে ওঠার পথে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

সেমিফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

বেজিং, ১৯ সেপ্টেম্বর : চায়না মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনে ভারতের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রেঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। তবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর।

বিদায় সিন্ধুর

শুক্রবার পুরুষদের ডাবলসে কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেয়েছেন সাত্ত্বিকরা। তাঁরা চিনের রেন জিয়াং উ-জিয়েই হনানকে হারিয়েছেন ২১-১৪, ২১-১৪ পয়েন্টে। মাত্র ৩৮ মিনিটের লড়াইয়ে বাজিমাত করে 'সাতচি' জুটি।

সাত্ত্বিকরা জিতলেও হতাশ করেছেন পিভি সিন্ধু। তিনি প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই আন সে ইয়ংয়ের কাছে পরাজিত হন ২১-১৪, ২১-১৩ পয়েন্টে। আগেই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন লক্ষ্য সেন, আয়ুষ শেট্টিরা। ফলে এই প্রতিযোগিতায় ভারতের একমাত্র ভরসা এখন 'সাতচি' জুটি।

'ফাইনালের জন্য তুলে রাখুক'

পাক-দ্বৈরথেও বুমরাহর বিশ্রাম! পরামর্শ সানির

আবু ধাবি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নামেই মহারণ। হাইভোল্টেজ ম্যাচ।

পাকিস্তানের এই দলকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ সুনীল গাভাসকার। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সুপার ফোরের

> টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের আগে সবাইকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জু এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়নি। টিম ম্যানেজমেন্টের যা মাথায় রাখা উচিত।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

প্রথম ম্যাচ। যদিও সানির দাবি, ওই ম্যাচে প্রয়োজন নেই জসপ্রীত বুমরাহকে। বিশ্রাম দিয়ে বুমরাহকে তুলে রাখা হোক 'বড়' ম্যাচের জন্য! গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবদের এমনই অবাক পরামর্শ দিয়েছেন।

ওমানের বিরুদ্ধে খেলতে না নামলেও প্রস্তুতিতে ফাঁক নেই জসপ্রীত বুমরাহর।

ভারত ইতিমধ্যেই শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছে। শুক্রবার শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে শেষ তথা নিয়মরক্ষার ম্যাচ। প্রত্যাশামাফিক বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গাভাসকার চাইছেন, রবিবারের পাকিস্তান-দ্বৈরথেও বিশ্রামে থাকুক বুমরাহ। সানি বলেছেন, 'শুধু ওমান নয়, বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হোক রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচেও। আমার মতে, ২৮ সেপ্টেম্বর ফাইনালের বড় ম্যাচের জন্য বুমরাহকে তুলে রাখা উচিত।'

গাভাসকারের বিশ্বাস, ফাইনালে ভারত উঠবে। আর খেতাবি যুদ্ধের জন্য দলের একনম্বর স্পিডস্টারকে তরতাজা রাখাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাঁর আগে সুপার ফোর বা অন্য কোনও ম্যাচে বুমরাহকে খেলানোর প্রয়োজন নেই। বাকিরাই যথেষ্ট। বুমরাহ যেমন বিশ্রাম পাবে, পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়দেরও প্রস্তুত রাখার যাবে।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের জন্য গাভাসকারের পরামর্শ, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসনকে ব্যাটিং অর্ডারে আরও উপরে খেলানো উচিত। সেক্ষেত্রে সূর্য নিজেকে কিছুটা পিছিয়ে দিক। সানির মতে, 'টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের আগে সবাইকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জু এখনও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়নি। টিম ম্যানেজমেন্টের যা মাথায় রাখা উচিত।'

অ্যাথলিটদের আর্থিক সাহায্য

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : জোনাল পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স মিটের আগে দশজন নির্বাচিত অ্যাথলিটকে ৫০০০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। তারা আরও ঘোষণা করেছে, প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। সোনা জয়ীদের ১৫০০০, রূপো জয়ীদের ১২০০০ ও ব্রোঞ্জ জয়ীদের ১০০০০ টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

শিবিরে যোগ দিচ্ছেন না ইস্টবেঙ্গল সহ তিন ক্লাবের ফুটবলার

সন্দেশকে পাওয়া যাবে সিঙ্গাপুর ম্যাচে : খালিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : চোট থাকলেও সিঙ্গাপুর ম্যাচে পাওয়া যাবে সন্দেশ ঝিংগানকে। অথচ ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি ও পাঞ্জাব এফসি ফুটবলার না ছাড়ার কথা জানিয়ে চিঠি দিল এআইএফএফ-কে।

কাফা নেশনস কাপে মুখে চোট পাওয়ায় অস্ত্রোপচার করাতে হয় সন্দেশকে। ডাক্তাররা ৬ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বললেও তিনি ১৭ তারিখ এফসি গোয়া-আল জাওরা ম্যাচে বেঞ্চে ছিলেন। ৯ অক্টোবর, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অ্যাওয়ে ম্যাচেও তাঁকে পাওয়া যাবে বলে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আশাপ্রকাশ করেন খালিদ জামিল। ফিরতি ম্যাচে গোয়াতে ১৪ অক্টোবর। খালিদ বলেছেন, 'হ্যাঁ, সন্দেশকে অ্যাওয়ে এবং হোম দুই ম্যাচেই পাওয়া যাবে।' তিনি স্বীকার করে নেন যে তাঁদের উপরেই এবার চাপ বেশি। কারণ প্রথম ম্যাচে ড্র ও হংকংয়ের বিপক্ষে হারের পর এখন বাকি চার ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। খালিদের বক্তব্য, 'চাপ আমাদের উপরেই। তবে চাপ ছাড়া সেরাটা বেরিয়ে আসে না। খুবই কঠিন ম্যাচ। কিন্তু আমাদের এই জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।' এদিন থেকে প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিবিরে এখনও ঢোকেননি একাধিক ফুটবলার। তাই ৩০ জনের বাইরে মুম্বই সিটি এফসি-র ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র আশির আখতারকে ডেকে নিয়েছেন জাতীয় দলের হেড কোচ।

কারণ ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব পরিষ্কার চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, তারা এখনই ফুটবলারদের ছাড়বে না। এই মাসের শেষে অর্থাৎ ম্যাচের দিন সাতেক আগে হয়তো শিবিরে পাঠানো হবে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের। এই নিয়ে এখন টানাপোড়েন চলছে ফেডারেশন ও ক্লাবের মধ্যে। খালিদ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'কাদের পাচ্ছি তার উপরেই প্রস্তুতি নির্ভর করবে। কীভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হবে তার জন্য পরিকল্পনা দরকার। আমি সব ক্লাবের কাছে আবেদন করছি দয়া করে শিবিরে ফুটবলার পাঠান। ভালো ফল করতে হলে ঐক্যবদ্ধতা দরকার। এতে শুধু জাতীয় দল নয়, আদতে ভারতীয় ফুটবলেরই উন্নতি হবে।' কাফা নেশনস কাপে না ডাকলেও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সুনীল ছেত্রীকে প্রয়োজন বলে মনে করছেন খালিদ। একইভাবে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত তিনি। তবে দুজনের কেউই এখনও শিবিরে যোগ দেননি। দুই সিনিয়ার সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, 'সুনীল গত মরশুমে খুবই ভালো খেলেছে। যারা ভালো খেলেছে তাদের তো সুযোগ দিতেই হবে। আর গুরপ্রীত কাফাতে দুর্দান্ত খেলেছে। ওর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে আমাদের। ওর মত একজনকে কোচ হিসাবে পেয়ে গর্বিত।' আপাতত খালিদ অবশ্য ক্লাবগুলির ফুটবলার ছাড়ার অপেক্ষায়। শেষপর্যন্ত একাধিক ফুটবলার হাতে না পেলে সমস্যায় তিনি নন, আসলে পড়বে জাতীয় দলই।

সাংবাদিক সম্মেলনে কল্যাণ চৌবের সঙ্গে জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল। শুক্রবার।

খসড়া সংবিধানের অনুমোদন সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট এদিন সামান্য অদলবদল করে খসড়া সংবিধান দিয়ে দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে। একইসঙ্গে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের হাত থেকে বেঁচে গেল কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমান কমিটি।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালের জুলাই মাসে জমা দেওয়া খসড়া সংবিধানকে অনুমোদন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তি এআইএফএফ এবং সারা দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে এই খসড়া সংবিধান জমা পড়ে। যা নিয়ে আদালতে মামলা শুরু হয় ২০১৭ সালে। অবশেষে সেই খসড়া সংবিধানই সামান্য কিছু অদলবদলের পর অনুমোদন পেল। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে ফেডারেশনকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে এই সংবিধান পাশ করিয়ে নিতে বলা হয়েছে। ফিফা ও এএফসি ইতিমধ্যেই সংবিধান কার্যকরী করে ফেডারেশনের কার্যাবলি স্বাভাবিক করার জন্য ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। নাহলে নির্বাসিত হতে হবে, এমন চিঠিও পাঠানো হয় ফেডারেশনকে। এআইএফএফ সূত্রের খবর, খুব সম্ভবত ১৪ অক্টোবর ফেডারেশন বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে এই নতুন সংবিধান পাশ করিয়ে নেবে। কিন্তু এই খসড়া সংবিধানে একটি বিষয় রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, আদালতের অনুমোদন ছাড়া সংবিধানে কোনও পরিবর্তন করতে পারবে না এআইএফএফ। যার অর্থ তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ থেকেই গেল। যা ফিফার আইনের পরিপন্থী। ফলে নির্বাসন এড়ানো যাবে কি না, নানা মহল থেকে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একইভাবে এই খসড়ায় দেশের সর্বোচ্চ লিগ ফেডারেশনের অধীনে পরিচালিত হবে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে 'প্রোমোশন ও রেলিগেশন' চালু করার কথা বলা হয়েছে সর্বোচ্চ লিগে। এর ফলে এফএসডিএল আর নতুন করে চুক্তি করতে রাজি হবে কিনা প্রশ্ন উঠছে সেটা নিয়ে।

INDIA ALL INDIA FOOTBALL FEDERATION

এআইএফএফ-কে সাধারণ সভায় পাশ করানোর নির্দেশ

তবে আপাতত স্বস্তি কল্যাণ ও তাঁর কমিটির। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ আপাতত বর্তমান কমিটিকে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ এখনই নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না কল্যাণদের। ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদ বর্তমান কমিটির। সেই পর্যন্ত নিজেদের কাজ চালিয়ে যাবেন তাঁরা। এই মাসের গোড়াতেই সুপ্রিম কোর্টের তরফে ফুটবল শুরু করার বিষয়ে উদ্যোগ নিয়ে নির্দেশ আসে। তখনই বোঝা গেছিল, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে উদ্যোগী হবেন সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। তারপরেই সুপার কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করার কথা ঘোষণা করা হয় ফেডারেশনের তরফে। একইসঙ্গে যা খবর তাতে ডিসেম্বরের ১০ তারিখ থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করার একটা মৌখিক ইঙ্গিত ক্লাবগুলিকে দিয়ে রাখা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই নিজেদের বাণিজ্যিক সঙ্গী নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বাছাই পদ্ধতি পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি কোম্পানিকে টেন্ডারের মাধ্যমে নির্বাচিত করেছে এআইএফএফ। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো তারা কাজ শুরু করে দেবে। যা খবর তাতে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ফেডারেশনের নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গীও ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতকিছুর পরও থেকে গেল অনেক প্রশ্ন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জ্যাভলিন থ্রোয়ে চতুর্থ হন শচীন যাদব।

'নাদিমকে টপকাতে হবে'

শচীনকে বলেছিলেন কোচ নভাল

টোকিও, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমকে তো বটেই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ চোপড়াকেও পিছনে ফেলেছেন ভারতের আরেক জ্যাভলিন থ্রোয়ার শচীন যাদব।

টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জ্যাভলিনে আসমুদ্র হিমাচলের নজর ছিল নীরজের দিকেই। তবে হতাশ করেছেন পানিপথের জ্যাভলার। বরং অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেন প্রচারের আড়ালে থাকা শচীন। তাঁর কোচ নভাল সিং বলেছেন, 'আমি একটা কথাই বলেছিলাম, যেভাবেই হোক তোমাকে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের আগে থাকতে হবে। ও নিজেও সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।' নভাল মনে করেন সেটাই শচীনের তাগিদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

১৯ বছর বয়সে ক্রিকেট ছেড়ে জ্যাভলিনকে বেছে নিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের শচীন। চলতি বছর দেরাদুনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল গেমসে সোনা জিতে নজরে আসেন ২৫ বছরের জ্যাভলিন থ্রোয়ার। তারপর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ, আর্শাদের মতো অলিম্পিক পদকজয়ীরা যেখানে ষষ্ঠ থ্রো পর্যন্ত যেতেই পারেননি সেখানে শেষপর্যন্ত প্রত্যাশা জিইয়ে রেখেছিলেন শচীন। মাত্র ৪০ সেন্টিমিটারের জন্য তাঁর ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হয়। তবে শচীনকে নিয়ে আশাবাদী নভাল। বলেছেন, 'নীরজ বিশ্বসেরা। তবে শচীনও প্রমাণ করেছে ও সম্ভাবনাময়। বড় থ্রো করতে পারে। চাপ সামলানোর ক্ষমতাও আছে।'

লেভার কাপের আগে ফেডেরারের সঙ্গে গলফ কোর্টে কার্লোস আলকারাজ।

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ড্র ভারতের

অস্ট্রেলিয়া 'এ'-৫৩২/৬ ডি. ও ৫৬/০
ভারত 'এ'-৫৩১/৭ ডি.

লখনউ, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশা মতোই ড্র হল ভারতীয় 'এ' দল বনাম অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের প্রথম বেসরকারি টেস্ট ম্যাচ।

শুক্রবার ম্যাচের শেষদিনে প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ৪০৩ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ভারত। ক্রিজে ছিলেন ধ্রুব জুরেল (১১৩) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (৮৬)। এদিন অবশ্য বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি জুরেল। তিনি ১৯৭ বলে ১৪০ রান করে আউট হন। পাডিক্কাল শতরান করেছেন। তিনি ২৮১ বলে ১৫০ রানের দুরন্ত ইনিংস উপহার দেন।

৭ উইকেটে ৫৩১ রান করার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের চোখে নাথান লায়োনের বিকল্প হিসেবে থাকা টড মারফি নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেও ৩৫ ওভার করেও কোনও উইকেট তুলতে পারেননি।

প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া করেছিল ৬ উইকেটে ৫৩২ রান। মাত্র ১ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে অস্ট্রেলিয়া। দিনের শেষে তারা বিনা উইকেটে ৫৬ রান সংগ্রহ করেছে। স্যাম কনস্টাস ২৭ এবং ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে ২৪ রান করেছেন।

আগামী মঙ্গলবার থেকে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট শুরু হচ্ছে। এই ম্যাচে খেলবেন লোকেশ রাহুল ও মহম্মদ সিরাজ।

শতরানের পর দেবদত্ত পাডিক্কাল। শেষপর্যন্ত থামলেন ১৫০ রানে।

মন্থর বোলিংয়ে গিলদের পরীক্ষায় ওমান

টানলেন সঞ্জু, ব্যাট করলেন না সূর্য!

টসের পর প্রথম একাদশ পরিবর্তনের কথা জানাতে গিয়ে সতীর্থদের নাম ভুলে যান সূর্যকুমার যাদব। তারপরই তাঁর রসিকতা, আমি কি রোহিত (শর্মা) হয়ে গেলাম?

ভারত-১৮৮/৮

আবু ধাবি, ১৯ সেপ্টেম্বর : নেতৃত্বের ব্যাটন বদলেছে।

যদিও বদলায়নি ভারতীয় অধিনায়কদের ভুলে যাওয়ার রোগ। রোহিত শর্মার জায়গায় এবার সূর্যকুমার যাদব। টসের সময় সতীর্থের নামই ভুলে গেলেন! ওমানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে এদিন জোড়া পরিবর্তন। জসপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তীর পরিবর্তে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং।

অথচ, টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর অর্শদীপের নাম মনেই করতে পারলেন না সূর্য! নিজেই মজা করে বললেন, আমিও রোহিত হয়ে যাচ্ছি! একই রোগে আক্রান্ত ওমানের ভারতীয় বংশোদ্ভূত অধিনায়ক যতীন্দার সিংও। ম্যানেজ করেন রবি শাস্ত্রী। জানান, ভারত অধিনায়কও ভুলেছে। এবার তুমি। ঠিকই আছে! নো প্রবলেম!

শুরুতে ভারতের জন্য অবশ্য চিন্তার ভাঁজ। সূর্য জানান, গত দুই ম্যাচে রান তাড়া করেছেন। তাই প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত। মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিতের ভক্ত যতীন্দার জানান, তিনিও একই পথে হাঁটতেন। যদিও প্রথম ২ ওভারে ওমানের মনে হতেই পারে 'টসে হেরে ভালোই হয়েছে'।

সৌজন্যে বাঁহাতি স্পিনার শাকিল আহমেদ ও পেসার শা ফয়জল। ম্যাচের প্রথম বলেই অভিষেক শর্মার বিরুদ্ধে লেগবিফোরের দাবিতে ডিআরএস নেয় ওমান। উইকেট না এলেও ভারতীয় ওপেনারদ্বয়কে চাপে রাখলেন শাকিল। পরের ওভারেই আউট শুভমান গিল।

পেসার ফয়জলের ভিতরে ঢুকে আসা বলে ভেঙে যায় গিলের রক্ষণ। ভারতীয় সমর্থকদের হতাশ করে উইকেট মাটিতে গড়াগড়ি। ব্যাটিং অর্ডারে তিনে প্রোমোশন পাওয়া সঞ্জু স্যামসনও শুরুর কয়েকটা বল সামলাতে হিমসিম খেলেন। ভালো বোলিংয়ের পুরস্কার উইকেট মেডেন ফয়জলের!

২ ওভার শেষে ৬/১। শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামের পিচে ঘাস থাকলেও কিছুটা মন্থর। মাঠও বড়। তার সঙ্গে অসম্ভব গরম। প্রতিপক্ষ ওমান হলেও ভারতীয় ব্যাটারদের লড়াই মূলত নিজেদের সঙ্গে। তৃতীয় ওভারে প্রথম দুই বলে চার-ছক্কায় ওমানের তৈরি বাঁধন আলগা করার কাজ শুরু করেন অভিষেক।

দ্রুত অভিষেকের রান-পার্টিতে যোগ দেন স্যামসনও। ফল, পরের চার ওভারে ৫৪, পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। চেনা মেজাজে অভিষেকের ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসছিল চোখধাধাঁনো সব শট। কমেন্ট্রি বক্সে থাকা ওয়াসিম আক্রামও প্রশংসায় বলছিলেন, স্পেশাল প্লেয়ার। দুরন্ত শটের ফুলঝুরি।

খেলার বিপরীতে অনেকটা বাইরের বল চালাতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লাগিয়ে আউট অভিষেক

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে সঞ্জু স্যামসন। শুক্রবার আবু ধাবিতে।

(১৫ বলে ৩৮)। তিন ম্যাচেই রান পেয়েছেন বিশ্বের একনম্বর টি২০ ব্যাটার। তবে মাঠ ভর্তি ভারতীয় সমর্থকদের লম্বা ইনিংসের প্রত্যাশা এদিনও পূরণে ব্যর্থ অভিষেক।

জিতেন রামানন্দির ওভারের তৃতীয় বলে আউট হার্দিক পান্ডিয়াও (১)। সুপার ফোরে আগে গ্রুপ লিগে শেষ ম্যাচে বাকি ব্যাটারদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিতে ব্যাটিং অর্ডারে প্রোমোশন হার্দিককে। চারে নামলেও সুযোগ হাতছাড়া। লাল জার্সির টিম ওমানের উন্মাদনা বাড়িয়ে রানআউট হয়ে ফেরেন হার্দিক।

সঞ্জুর সোজা শট বোলারের হাতে লেগে নন স্ট্রাইকার প্রান্তের উইকেটে গিয়ে লাগে। তখনও ক্রিজে বাইরে হার্দিক। ৭২/১ থেকে ৭৩/৩। সঞ্জুর সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ৪৫ রানের জুটিতে চাপ কিছুটা কাটান অক্ষর প্যাটেল (১৩ বলে ২৬)। শেষপর্যন্ত উইকেটকিপার বিনায়ক শুক্লার দারুণ ক্যাচ ফিরতে হয়।

১১৮/৪। তখনও ইনিংসের ৪৬ বল বাকি। ক্রিজে জমে যাওয়া সঞ্জুর সঙ্গে বিগহিটার শিবম দুবে। শিবম (৮ বলে ৫ রান) কিন্তু নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। পুরোনো হয়ে আসা বল, মন্থর পিচে শট খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। ঠিকঠাক টাইমিং হচ্ছিল না। বিগহিট নিতে গিয়ে মিডঅফে লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে বসেন শিবম।

আমির কলিমের আগের বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে যান সঞ্জু। হতাশার ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে শিবম-শিকার। টসের সময় লুধিয়ানার ছেলে যতীন্দার বলছিলেন, ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণের সুযোগ কাজে লাগাতে চান। সীমিত বোলিং ক্ষমতা নিয়ে সেই প্রয়াস মিলল।

১৩.২ ওভারে ১৩০/৫। তিলক ভার্মার সঙ্গে ৪১ রানের জুটির পর সঞ্জু (৪৪ বলে ৫৬) ফেরেন। তিনটি চার ও তিনটি ছক্কায় দলের পক্ষে সর্বাধিক রান করে দলকে ভরসা জোগান। তিলকের অবদান ২৯। ভারত ১৮৮/৮। তখনও প্যাড পরে ডাগআউটে বসে সূর্য! সতীর্থদের প্র্যাকটিস দিতে ব্যাটিং করতেই নামলেন না!

কুড়ির ক্রিকেটে

আড়াইশোর পথে টিম ইন্ডিয়া

প্রথম টি২০
তারিখ : ১ ডিসেম্বর, ২০০৬
অধিনায়ক : বীরেন্দ্র শেহবাগ
প্রতিপক্ষ : দক্ষিণ আফ্রিকা
স্থান : জোহানেসবার্গ

৫০তম টি২০
তারিখ : ২৮ মার্চ, ২০১৪
অধিনায়ক : মহেন্দ্র সিং ধোনি
প্রতিপক্ষ : বাংলাদেশ
স্থান ঃ ঢাকা

১০০তম টি২০
তারিখ : ১২ মার্চ, ২০১৮
অধিনায়ক : রোহিত শর্মা
প্রতিপক্ষ : শ্রীলঙ্কা
স্থান : কলম্বো

১৫০তম টি২০
তারিখ : ২৪ অক্টোবর, ২০২১
অধিনায়ক : বিরাট কোহলি
প্রতিপক্ষ : পাকিস্তান
স্থান : দুবাই

২০০তম টি২০
তারিখ : ৫ জানুয়ারি, ২০২৩
অধিনায়ক : হার্দিক পান্ডিয়া
প্রতিপক্ষ : শ্রীলঙ্কা
স্থান : পুনে

২৫০তম টি২০
তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
অধিনায়ক : সূর্যকুমার যাদব
প্রতিপক্ষ : ওমান
স্থান : আবু ধাবি

বিস্ফোরক অভিযোগ আইসিসি-র

নিয়ম ভেঙেছে পাকিস্তান

দুবাই, ১ ৯ সেপ্টেম্বর : শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না বিতর্ক। বরং ক্রমশ তা আরও বেড়ে চলেছে।

দুবাইয়ে শেষ রবিবারের ভারত-পাক মহারণ নিয়ে উত্তাপ এখনও কমেনি। বরং তা বেড়েই চলেছে। পরশু ফের আরও একটি ভারত-পাক মহারণ কড়া নাড়ছে দরজায়। তার আগে পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে পাকিস্তানকে। আইসিসি-র তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দুটি বিষয়। এক, ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক মহারণের আসরে নিয়ম ভেঙেছে পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে যে দাবি পাকিস্তান করেছে, সেটাও সঠিক নয়। দুই, পাক দলের ম্যানেজার নিয়ম ভেঙে ক্রিকেটারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় (পিএমওএ) ঢুকে পড়েছিলেন। যেখানে তাঁর প্রবেশের এক্তিয়ার ছিল না। শুধু তাই নয়, পিএমও এলাকায় ঢুকে অনৈতিকভাবে ভিডিও করেছিলেন পাক ম্যানেজার। সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে কথোপথন শোনা যায়নি। পিসিবি-র তরফে যদিও শুক্রবার বলা হয়েছে, 'দলের মিডিয়া ম্যানেজার স্কোয়াডেরই অংশ। তাঁর পিএমওএ-তে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই আমরা কোনও ভুল করিনি। আমরা যদি নিয়মবিধি ভেঙেই থাকি তাহলে সেটা নিয়ে ম্যাচ রেফারিকে কেন আইসিসি প্রশ্ন করছে না?'

ঠিক কী ঘটেছিল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিন?

জানা গিয়েছে, ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক মহারণের টসের সামান্য আগে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট জানতে পারেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাবেন না। অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচ রেফারির তখন কিছুই করার ছিল না। তিনি ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের সলমনকে। সেই তথ্য পাকিস্তান বিকৃত করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। আইসিসি সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও না দিলেও সূত্রের খবর, জিম্বাবোয়ের ম্যাচ রেফারির পাশে রয়েছে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। শুধু তাই নয়, ম্যাচ রেফারি ভারত অধিনায়ককে হাত না মেলানোর জন্য কোনও নির্দেশ দেননি বলেও খবর। তিনি শুধু পাক অধিনায়ককে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। আইসিসি-র এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'সেদিন পাইক্রফট কোনও ভুল করেননি। পরিস্থিতির বিচারে ম্যাচ রেফারি যা সঠিক মনে করেছিলেন, সেটাই করেছিলেন। পাকিস্তান অহেতুক বিতর্ক জিইয়ে রাখার জন্য তথ্য বিকৃত করছে।'

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। শেষ রবিবারের মহারণের পর ম্যাচ রেফারির সঙ্গে পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন, কোচ মাইক হেসেন ও দলের ম্যানেজারের বৈঠকও হয়েছিল। সেই বৈঠকে ম্যাচ রেফারি পাক অধিনায়ক ও ম্যানেজারের কাছে হাত না মেলানো নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, পাকিস্তান বোর্ডের এমন দাবিও উড়িয়ে দিয়েছে আইসিসি। বলা হয়েছে, পাইক্রফট কোনও আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি। বরং তিনি নিয়ম মেনেই কাজ করেছেন। যা বুঝতে ভুল করেছে পাকিস্তান। দিন দুয়েক আগে পাকিস্তানের তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ম্যাচ রেফারি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আজ আইসিসি-র মন্তব্যের পর স্পষ্ট, নিজেদের মুখ বাঁচাতে নিয়ম ভাঙার পাশাপাশি মিথ্যারও আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী দেশ।

গত রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টসের সময় অ্যান্ডি পাইক্রফটের সঙ্গে সলমন আলি আঘা।

ASIA CUP

আইসিসি-র দাবি

- ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে যে দাবি পাকিস্তান করেছে, সেটা সঠিক নয়।
- পাক দলের ম্যানেজার নিয়ম ভেঙে ক্রিকেটারদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় (পিএমওএ) ঢুকে পড়েছিলেন।
- পিএমও এলাকায় ঢুকে অনৈতিকভাবে ভিডিও করেছিলেন পাক ম্যানেজার।

বাস্তব

১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক মহারণের টসের সামান্য আগে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফট জানতে পারেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাবেন না। অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাচ রেফারির তখন কিছুই করার ছিল না। তিনি ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন পাকিস্তানের সলমনকে।

পিসিবি-র দাবি

দলের মিডিয়া ম্যানেজার স্কোয়াডেরই অংশ। তাঁর পিএমওএ-তে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।

নির্বাচকদের কোর্টে বল ঠেললেন ভুবনেশ্বর

'আমি শুধু সেরাটা দিতে চাই'

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ২০২২ নভেম্বর।

ভারতীয় দলের জার্সি শেষবার গায়ে চাপিয়েছিলেন। তারপর প্রায় তিন বছর পার হতে চলেছে। যদিও টিম ইন্ডিয়ার দরজা আর খোলেনি তাঁর জন্য। ফলস্বরূপ ২১টি টেস্ট, ১২১টি ওডিআই এবং ৮৭টি টি২০ ম্যাচের পরিসংখ্যানেই আটকে ভুবনেশ্বর কুমারের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার।

হতাশ হলেও ভেঙে পড়তে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেটে বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সুইং বোলার। নিজের সেই সুইং অস্ত্রে ধার বাড়িয়ে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনই পাখির চোখ। ভুবির দাবি, নিজের কাজটা করে যেতে চান। বাকিটা নির্বাচকদের ওপর।

নিজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বল ঠেললেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির কোর্টে। ভুবনেশ্বর কুমার বলেছেন, 'উত্তরটা নির্বাচকরাই দিতে পারবেন। আমার কাজ হল মাঠে নেমে একশো ভাগ দেওয়া। সেই চেষ্টাই করি সবসময়। উত্তরপ্রদেশ লিগের পর যদি রাজ্যের সিনিয়ার দলের হয়ে মুস্তাক আলি, রনজি কিংবা অন্যান্য ওডিআই টুর্নামেন্টে সুযোগ পেলে, লক্ষ্য থাকবে সেরাটা দেওয়ার।'

ফিটনেসে জোর দিচ্ছেন ভুবনেশ্বর। বলছিলেন, 'নিয়ন্ত্রিত বোলিং আমার অস্ত্র। ফিটনেসের পাশাপাশি লাইন-লেংথে জোর দিচ্ছি। অনেক সময় চেষ্টার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে না পরিসংখ্যানে। ভাগ্য সঙ্গ দেয় না। তবে হাতে বল মানে, নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে। সেই প্রয়াসে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চাই না।'

ভুবনেশ্বরের বিশ্বাস, ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করতে পারলে নির্বাচকদের পক্ষেও তাঁকে অবহেলা করা মুশকিল। একজন ক্রিকেটার হিসেবে তিনি শুধু ১০০ ভাগ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন মাত্র। নির্বাচনের বিষয়টি ঠিক করবেন নির্বাচকরাই। সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ভরা প্রশ্ন, কে বলতে পারে টানা পারফরমেন্স দেখাতে পারলে, আবার জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পাবেন না?

ভাঙাপুলকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন পাওয়ার লিফটার অশোক চক্রবর্তী।

চ্যাম্পিয়ন ইয়ুথ, ভাঙাপুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় হিমালয়ান স্পোর্টস অ্যাকাডেমি আয়োজিত ফুটবলে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল মাটিগাড়া ইয়ুথ ক্লাব। মাটিগাড়ার গোয়েল মোড়ে ৮ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে তারা হারিয়েছে খাপরাইলকে। মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ভাঙাপুল গার্লস টিম। ৪ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে তাদের জয় এসেছে হিমুলের বিরুদ্ধে।

জয়ী ময়নাগুড়ি, মালবাজার

ক্রান্তি, ১৯ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তির রহমতটারিতে জলপাইগুড়ি ফুটবল কাপের খেলায় প্রীতি ফুটবলে শুক্রবার পুরুষ বিভাগে ময়নাগুড়ি পুলিশ ২-০ গোলে মালবাজার পুলিশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা দেবাশিস রায়। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে মালবাজার মহিলা পুলিশ ২-০ গোলে ময়নাগুড়ি মহিলা পুলিশের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন স্নেহা ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা মণীষা ওরাওঁ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে দেবাশিস রায়। ছবি : কৌশিক দাস

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উল্লাস জলদাপাড়ার নবীন সংঘের। ছবি : সুভাষ বর্মন

চ্যাম্পিয়ন নবীন সংঘ

পলাশবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মহাকালধাম নবোদয় ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলদাপাড়ার নবীন সংঘ। শুক্রবার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে মথুরা চা বাগান এলাকার নাওথোয়াটারিকে হারিয়েছে। মহাকালধামের মাঠে ফাইনালের সেরা মদন রায় জোড়া গোল করেন। নবীনের অন্য গোলটি অনিমেষ কার্জির। নাওথোয়াটারির গোলস্কোরার রোহন খেড়িয়া।

ম্যাচ স্থগিত

হলদিবাড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে শুক্রবার কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতি ও রাজমিস্ত্রি ইউনিয়ন ফতেমামুদের ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। যুব সংঘের সভাপতি ভূপেন রায়বসুনিয়া জানিয়েছেন, ম্যাচটি পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার খেলবে জেএসকে সেভেন স্টার কাশিয়াবাড়ি ও ভারতীয় যুব সংঘ।

৮ গোল ক্রাইস্টের

বালুরঘাট, ১৯ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে শুক্রবার ক্রাইস্ট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব ৮-০ গোলে কামারপাড়া এএসএস-কে হারিয়েছে। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে অমিত পাহান হ্যাটট্রিক সহ চার গোল করেন। জোড়া গোল বিজয় লোহারের। ক্রাইস্টের বাকি দুই গোলস্কোরার বিক্রম ও দীপঙ্কর। অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি ক্লাব অনুপস্থিত থাকায় হিলি কালচারাল ক্লাবকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে।

র‍্যাশফোর্ডের জোড়ায় বার্সেলোনার জয়

-খবর বারোর পাতায়

ডঃ. মেঘনাদ সাহা কলেজ
বিজ্ঞপ্তি নং : ২১৭/MSC(Nt.)/২৫ তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫
রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলায় (১০ এবং ১১ই নভেম্বর ২০২৫) স্টল দিতে আগ্রহী প্রকাশনী সংস্থা/ বই বিক্রেতা/ লিটল ম্যাগাজিন ই-মেইল (librarian.drmsc.itahar@gmail.com) মারফত নিজস্ব লেটারহেড দিয়ে আবেদন জানাবেন ১৫ অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে। উল্লেখ করবেন- (১) নাম ও ঠিকানা, (২) প্রয়োজনীয় লাইসেন্সের কপি, (৩) বইয়ের ক্যাটালগ, এবং (৪) ন্যূনতম ছাড়ের শতাংশ (৫) মেলার সকল নিয়মকানুন মেনে চলার অঙ্গীকার।
বিঃ দ্রঃ স্টল/জায়গা সীমিত, স্টল বিনামূল্যে, আবেদনের ক্রম এবং ছাড়ের শতাংশ অনুযায়ী অগ্রাধিকার।
উপাধ্যক্ষ
ডঃ. মেঘনাদ সাহা কলেজ
রানীপুর, ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর